সপত্নী নাটক।

প্রথম ভাগ।

জমিদার

শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের

আদেশে

শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি

প্রণীত।

কলিকাতা।

ভাস্কর যন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি দ্বারা

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯১৪।

বিজ্ঞাপন।

সপত্নী নাটকের প্রথম ভাগ, প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। উত্তরপাড়া-নগরনিবাসি মহামান্য জমিদার আমার পরমসহায় শ্রীলশ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়, এই নাটক রচিতে আমাকে অনুমতি করেন, তদনুসারে আমি ইহা প্রস্তুত করিয়াছি।

বর্ত্তমানকালে, বাঙ্গালাদেশে যে সকল কদাচার ও কুব্যবহার চলিতেছে, বিশেষতঃ, বহুবিবাহ সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার ঘটিতেছে, নাট্যচ্ছলে সেই সমস্ত প্রকাশিত করাই, এই সপত্নী নাটকের মনোদ্দেশ্য। কিন্তু, তদ্বিষয়ে আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, বলিতে পারি না। আমি, অতি সামান্য মনুষ্য; আমি কি? মহাকবি কালিদাসই, তাঁহার অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে সূত্রধারের এই উক্তি করিয়াছেন।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং, ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

পণ্ডিত পাঠক মহাশয়গণের সন্তোষই গ্রন্থপ্রণেতার নৈপুণ্য লক্ষণ।

যাহা হউক, এক্ষণে, আমার এইমাত্র বক্তব্য, গুণগ্রাহি পাঠক মহাশয়গণ, অনুগ্রহ সহকারে এই নাটকে এক একবার দৃক্‌পাত করিলেই সমস্ত পরিশ্রম সফল হয়।

কৃতজ্ঞচিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি "ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তক, দেখিয়া দিয়াছেন।"

এই নাটক আমার সম্পত্তি বিশেষঃ অতএব সাধারণ সমীপে নিবেদন ইহা কেহ মুদ্রাঙ্কিত করিবেন না, করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন।

আমার কৃত, রত্নাবলী এবং সাহিত্য দর্পণ যে যে স্থলে বিক্রয় হইতেছে, এই পুস্তকও সেই সেই স্থলে এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকানে বিক্রীত হইবেক, মূল্য ১ মাত্র।

উত্তরপাড়া
১২৬৪। ২৯ পৌষ

তারকচন্দ্র শর্ম্মা

সপত্নী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

ত্রিপদী।

জয় জয় দয়াময়!, বিশ্বময় দৃশ্য নয়,
কে বর্ণিবে তোমার স্বরূপ।
নমঃ প্রভু জগদীশ, তুমি সুধা তুমি বিষ,
বেদে বলে তোমারে অরূপ॥
তন্ত্র চিন্তা পরতন্ত্র, করে কত ষড়যন্ত্র,
মন্ত্রণা যন্ত্রণা পায় ভাবি।
ব্যস্ত হয়ে দরশন, করে সূক্ষ্ম দরশন,
তথাপি ও ভাবে নয় ভাবী॥
ন্যায় পাগলের ন্যায়, কত করে ন্যায়ান্যায়,
সাংখ্য করে অসংখ্য সন্ধান।
যিনি পুণ্য পাতঞ্জলী, হইলেন কৃতাঞ্জলি,
তত্ত্ব তব না পান সন্ধান।

মীমাংসা যে কিছু কয়, তাহাতো মীমাংসা নয়,
বৈশেষিক না জানে বিশেষ।
তবে আর কার ঠাঁই, বল তব তত্ত্ব পাই,
সত্ত্বা মাত্র মানি অবশেষ॥
ব্রহ্মা চতুর্মুখ হয়ে, তোমার মহিমা কয়ে,
না পারিলা করিবারে শেষ।
কি কব সুধালে জীব, এই ভাবি সদাশিব,
লইলেন পাগলের বেশ॥
অনন্ত না অন্ত পেয়ে, পাতালে পলান ধেয়ে,
মাথায় করিয়া বিশ্বপুর।
বলেন "অজ্ঞাত শিব, এই বিশ্ব দেখ জীব!,
তাঁহার মহিমা কত দূর"॥
আমরা কি করি খেদ, বেদ নাহি জানে ভেদ,
পুরাণেতে ফুরাণ না যায়।
তাই বলি দয়াময়!, দীনে যদি দয়া হয়,
তবে তরি এ ঘোর মায়ায়॥
তান লয় রাগ ভূমি, নটের নাগর তুমি,
পুরাও ডাগর আশা মোর।
হর হর বিঘ্ন হর, ওহে প্রভু স্মর হর!,
আসরে বাসর কর ভোর॥

সূত্রধার।

নান্দী পাঠ সমাপন হইলে সূত্রধার বলিল "অতি প্রসঙ্গে [illegible] তাহাতে নাট্যরস বিরস হয়"।

(সভার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে)
হাঁ সভাস্থগণের অন্তঃকরণাকর্ষণ হইয়াছে।
("হাঃ হাঃ হাঃ" দীর্ঘ হাস্য করিয়া) না হইবে কেন!॥

পয়ার।

ঐশ্বর্য্য চন্দ্র, সুকবি কেশরী যাঁর নাম।
রসের বাসের স্থান যাঁর চিত্ত ধাম॥
করিলেন অনুমতি সেই গুণাকর।
রচিলেন সভাসদ সুকবি প্রবর॥
সপত্নীর বিবরণ অতি মনোহর।
সভাস্থ রসিক সবে সুবিদ্যা সাগর॥
আমরা নিতান্ত নই নটের অধম।
কেননা সফল হবে এ সকল শ্রম!॥

যাই, এক্ষণে গৃহিণীকে ডাকিয়া নাট্য আরম্ভ করি।

(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

প্রিয়ে! যথোপযুক্ত সজ্জা সমাপন করিয়া ত্বরায় আইস।

(নটীর প্রবেশ)

নটী। আর্য্যপুত্র! এই এলোম, বলুন কি কর্ব্বো।

সূত্র। (হাস্য বদনে)। প্রিয়ে, এসো এসো, অহহ! কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে, প্রিয়তমে! ঐ দেখ দেখ "তোমার অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিয়া সৌদামিনী লজ্জায় তাড়াতাড়ী মেঘাম্বরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিতেছে, মলয়াচল, মন্দ মন্দ গন্ধবহ দ্বারা তোমার অঙ্গ সৌগন্ধ্যের নিমিত্ত পবিত্র চন্দন গন্ধ উপহার দিতেছে।" অহহ! কি চমৎকার শোভা!

প্রনয়িণি! আজি আমরা এই যে সভায় আসিয়াছি, এ সভা সামান্য সভা নহে, মহা সভা। শুনিয়াছ "সত্যতা নদীর পরপারবর্ত্তী সুখময় নগরে সারল্য দেশের শিরোভূষণ স্বরূপ মহারাজ ধৈর্য্য চন্দ্র বসতি করেন"। তিনিই এই মহাসভার অধীশ্বর, এ তাঁহারি নাট্যালয়।

নটী। (বিস্মিতা হইয়া)। হাঁ হাঁ সেই সেই! যাঁহাকে আমাদের ইঙ্গ্‌রেজ রাজারা বড় মান্য করেন! আমাদের দেশের কৃতবিদ্য যুবকেরা যাঁহার নাম শুনিলে এককালে পুলকিত হন;।

(কর্ণপাত করিয়া কৌতুহলে)

তার পর! তার পর!।

সূত্র। ঐ দেখ "তারকাবলী বিরাজিত পূর্ণশশধর সদৃশ শ্রীল শ্রীযুক্ত অধিরাজ পণ্ডিত মণ্ডলী বিরাজিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

নটী। (রাজদর্শনে আহ্লাদিতা হইয়া, প্রসন্ন বদনে)।

পয়ার।

হায় রে সারল্য দেশ কি সুখের দেশ।।
দেখি নাই শুনি নাই এমন সুদেশ॥
সুখময় সুশময় নগর প্রধান।
হেরিলে হরিষ চিত্ত জুড়ায় পরাণ॥
সত্যতা সুখের নদী নির্ম্মলতা বারি।
শোভে সুশোভিত অঙ্গ, যাই বলিহারি॥

তাহাতে সুধৈর্য্যশীল ধৈর্য্য মহারাজ।
দেবরাজ জিনি যিনি করেন বিরাজ॥
বামদিকে পাটরাণী বসিয়া সুমতি।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী জিনি যাঁর দেহ জ্যোতিঃ॥
ইচ্ছা হয় কিঙ্করী হইয়া করি সেবা।
যায় যাবে জাতিকুল যা বলুক যেবা॥
স্বামি, কর কিঙ্কর হইয়া পদ সার।
পোড়া ভারতের মুখ না হেরিব আর॥
কি কায কি লাজ যায় কিবা লোক ভয়।
মরুক্ সে দেশ হোক্ এদেশের জয়॥
এদেশের প্রতি দ্বেষ দ্বেষ করি তুমি।
বাস করি নাশ কর ভারতের ভূমি?॥
সরলতে! সরলতা করিয়া প্রকাশ।
করিতেছ এদেশেতে বারোমাস বাস?॥
হিংসে! কেন এদেশেতে এত হিংসা তোর?।
কেবল করিলি বঙ্গে এ বসস ভোর?॥
মাৎসর্য্য! মাৎসর্য্য তো.. ভারতের প্রতি?।
এই হেতু করিলি না সারল্যে বসতি?॥
তোদের না দেখি হেথা, রাজ্য পূর্ণ সত্তে।
মদ! তোর মত্ত ভাব কেবল ভারতে?॥
দূর হোক্ সে সব কথায় কায নাই।
পেয়েছি সুখের দেশ ছাড়া ছাড়ী নাই॥
এদেশ ছাড়িয়া আর নাহি যাব দেশে।
এদেশে করিব বাস ভিখারীর বেশে॥

এদেশে নিজ্জন বল মনোহর অতি।
না হয়, তথায় গিয়া করিব বসতি॥
পল্লবে কি জল নাই গাছে নাই পাতা?।
বাহু বল্লী উপধানে থাকে না কি মাতা?॥
বাস করি গিরি গুহা হব ফল ভুক্।
কাননে কি নাহি হয় আননের সুখ?॥
আর্য্যপুত্র! তার পর? তার পর?।

সূত্র। মহোদয়ের সভাসদ্গণ সকলেই স্বংস্বামীর অনুমত তাঁহার সভাসদ্ কবি প্রবর প্রণীত সপত্নী নাটক যাত্রা দেখিতে উৎসুক অতএব তুমি ত্বরায় সভাকে সন্তুষ্টা করিতে যত্নবতী হও। আর, সংপ্রতি সুখময় বসন্ত সময় সমাগত। অতএব ইঁহারা তোমার মুখে একটী বসন্ত সংকীর্ত্তন শুনিতে বাসনা করেন। তুমি বসন্ত বিষয়ে একটু আলাপ কর।

নটী। যে আজ্ঞা আর্য্যপুত্র!।

ত্রিপদী।

কালের প্রধান কাল, প্রিয়া বসন্ত কাল,
ধরাপাল হইল ধরায়।
স্বভাবের ভাব যত, হয়ে তারা অনুগত,
অবিরত রাজগুণ গায়॥
কোকিল নকীব বেশে, চরিয়া গগণ দেশে,
দেশে দেশে করিছে প্রচার।
এই সসাগরা ধরা, হলো এবে সুখভরা,
বসন্ত রাজার অধিকার॥

আর কারে করি ভয়, অরি চয় পরাজয়,
সুখময় ভারতের দেশ।
ছিল হিম ভীম বেশী, শিশির তাহার দ্বেষী,
ধরাধামে করেছে প্রবেশ॥
বল দল ছিল বল, কার বলে করে বল,
হত বল করে পলায়ন।
বিপক্ষ পাইলে জয়া, ভূপাল হইলে ভয়া,
সেনাগণ কোথা করে রণ?॥
দিনকর মহাতেজা, দেখিয়া নূতন রাজা,
করেন দ্বিগুণ কর দান।
সুবংশ সম্ভব যারা, অভিমানী বড় তারা,
প্রাণের সমান দেখে মান॥
কৃতান্ত বৃত্তান্ত শুনি, চিন্তারে অন্তরে গুণি,
লভিতে রাজার পুরস্কার।
হয়ে তাঁর আজ্ঞাবহ, গন্ধ বহ গন্ধ বহে,
অহরহ দেয় উপহার॥
কি আর বর্ণিব শেষ, সুখময় হলো দেশ,
আবেশ হইল দেশময়।
করে সবে কুতূহল, ত্যজি হিংসা হলাহল,
দুঃখ দল হৈল পরাজয়॥
আপনি আনন্দ আসি, নাশিল ক্লেশের রাশি,
হাসি হাসি ভ্রমে দিগ্দশ।
কি ভাব হইল ভবে, পশু পক্ষী আদি সবে,
হইল রাজার আজ্ঞাবশ॥

সপত্নী নাটক।

কেহ নাচে কেহ গায়, পাছু নাহি ফিরে চায়,
আগুধায় সুধাইতে বাণী।

(নটীর বসন্ত সংকীর্ত্তন সমাপন না হইতে হইতেই)

সূত্র। প্রিয়ে! সাধু সাধু; অতি উত্তম সংগীত করিয়াছ; প্রিয়তমে! আহা! ঐ দেখ দেখ, তোমার বিধু বদন বিগলিত সংগীত সুধা গ্রহণ করিয়া সভাস্থগণ সকলেই পুলকিত হইতেছেন; ভাবতেই নিস্তব্ধ; চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছেন! যাহা! হউক, প্রণয়িণি চল চল; এক্ষণে আমরা বিদায় হই; ঐ দেখ, কুশীলবেরা কাদম্বিনী, নিতম্বিনীর ও চঞ্চলার বেশ ধারণ করিয়া আসিতেছে।

উভয়ের প্রস্থান।

(জয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর) (১)

(কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলার প্রবেশ) (২)

চঞ্চলা। (এক যোড়া তাস হাতে করিয়া, হাস্য বদনে)। কোথা লো বড় বৌ! আজ্ বড় যে তোকে আর দেখ্তে পাই না! হোক্ না ভাই; আর কাজ্ কি কেউ কখন চাক্রী করে বাড়ী আসে না! তা হলেই কি এত ঘুমুতে হয় না! মিটে পোলেই কি আঁটী শুদ্ধ গিলতে হয়! সন্ধ্যে হলো যে, তবে আজ্ আর কখন খেল্বি!।

---

(১) বংশজ ব্রাহ্মণ।

(২) প্রকৃতি বাসিনী কুলীন কন্যাগণ, সধবা, কাদম্বিনী জ্যেষ্ঠা, নিতম্বিনী মধ্যমা, চঞ্চলা কনিষ্ঠা, তিন সহোদরা, নিয়ত পিতৃ কুল বাসিনী।

কাদম্বিনী। (সবিস্ময়ে)। সে কি লো! ওমা কোথা যাব মা! দেখ্যে দেখ্যে যে আর বাঁচিনে! বৌ মানুষ, দিনের বেলা এত ঘুম কি লো! তায় আবার দাদা কাল বাড়ী এস্যেছেন! কেমন মেয়ে মা! ওমা লোকে শুন্লে বল্বে কি মা! কি বলে, নেজ্ঠাকে চেয়ে নেজ্ঠাকে যে দেখে তার বেশী লজ্জা, এ যে তোর তাই হলো লো!।

নিতম্বিনী। (হাসিতে হাসিতে)। রোস্ ভাই। রোস্, শুধু শুধু ফিরে যাওয়া হবে না বোন্! আয় আমরা সকলেই গিয়া ওর ঘরের ভেতর গোলমাল করি, দেখি, বৌ ঘুম ভেঙ্গ্যে উঠে আমাদের দেখে জড়সড় হয় কি না!।

মনের কথা বল্তে কি ভাই। আজ খেলা হোক্ বা না হোক্, ভূধর দাদা কি এনে বৌকে দিয়েছে, তা কিন্তু সকল দেখ্তে হবে বোন!।

চঞ্চলা
কাদম্বিনী
নিতম্বিনী } একত্র। (গৃহদ্বারের নিকটে গিয়া গৃহমধ্যে দৃষ্টি বিনিক্ষিপ্ত করিয়াই সবিস্ময়ে।)

ওমা ঐ যে দাদা রয়েছে লো! কথা কচ্চে না? (জিব কাটিয়া, হাসিতে হাসিতে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে তাড়াতাড়ি গবাক্ষ নিকটে প্রস্থান।)

(শয়নাগার)

(১) (ভূধর ও সৌদামিনীর প্রবেশ)।

ভূধর। (সৌদামিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাষ্পকণ্ঠে)। প্রিয়ে! উঠ উঠ, শান্ত হও, রোদন সম্বরণ কর, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি আর তোমার এ দুঃখ দেখিতে পারি না, শিরীষ কুসুমাপেক্ষা তোমার কোমল কলেবর ধূলি শয্যায় কি এ কষ্ট সহিতে পারে? চল চল, শয্যায় চল; বল বল, কি কারণ এত রোদন করিতেছ? —কি কারণ ধরা শয়ন অবলম্বন করিয়াছ?

প্রিয়তমে! তুমি তিলার্দ্ধ আমাকে বিরস বদন দেখিলে একেবারে দশদিক শূন্য দেখ, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কর, কিন্তু এখন আমি তোমার রোদন দেখিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছি, চক্ষের জলে বক্ষঃপর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইতেছে, অন্তঃকরণ অস্থির হইয়াছে, তথাপি তুমি কথা কহিতেছ না কেন? হে অভিমানিনি! কে তোমাকে কি বলিয়াছে? কে তোমায় কি অবমাননা করিয়াছে? কি জন্যই বা তোমার এ অভিমান জন্মিয়াছে? বল তো শুনি।

হে মৃদুভাষিণি! এই মাত্র প্রাতঃকালে যখন আমি শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে যাই, তুমি হাস্য পরিপূর্ণ বদনে প্রণয় বচনে বলিলে, "নাথ! অনেক দিনের পর তোমার চরণ সরোজ সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত ভ্রমর চরিতার্থ হইয়াছে,

১। * জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রথমা স্ত্রী

আমি তোমাকে তিলার্দ্ধ চক্ষের আড়াল করিতে ইচ্ছা করি না। প্রণয়িনি! আমিও তোমায় যত আদর্শ ও বিশ্বাস করিয়াছি, এই মাত্র বাহিরে বসিয়া অনেক দিনের পর প্রিয় বন্ধু বান্ধব গণে বেষ্টিত হইয়া, কত নূতন নূতন প্রস্তাব লইয়া, আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম, হঠাৎ যেমন তুমি আমার স্মৃতিরূপ সিংহাসনে অধ্যাসীন হইলে, অমনি আমি সে সকল কৌতুহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কোন কার্য্য ছলে তোমার বদন সুধা-কর দরশন করিতে আসিলাম।

হে জীবিতেশ্বরি! কোথায় তোমার অধর সুধা পান করিয়া দুর্দ্দান্ত প্রদ্যুম্নের বিষাক্ত বিষম শরজাল পরিহার করিব, কোথায় তোমার শারদীয় জ্যোৎস্নালোকে বিশ্ব সংসার এককালে সুপ্রসন্ন হেরিব, কোথায় তোমার বসন্ত কোকিলালাপ বিনিন্দিত মৃদুমধুর বচন পরম্পরায় পরিতৃপ্ত হইতে থাকিব, না, অতোধিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম? হায় হায়! কি করি; এখন কিরূপে তোমাকে সান্ত্বনা করি? বলতো।

হে প্রণয় প্রিয়ে! এই দেখ, প্রজ্জ্বলিত হুতাশন শিখাবলী সদৃশ, প্রদীপ্ত বিষধরের দশন বিগলিত বিষবিন্দুর ন্যায়, তোমার বাষ্পবিন্দু আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে।

(ক্রোড়ে লইয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসাইয়া)

হে মিতভাষিণি! বল বল, কেন এ বিষম বিষ দহন জ্বলিয়াছে? এ সময়ে এখানে আর আমার অধিকক্ষণ বিলম্ব করা ভাল দেখায় না, বন্ধু বান্ধবেরা লজ্জা দিবেন, গুরুজনের নিকট নিন্দিত হইব, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি গুরুজনও গৃহ-

জনেরা চারিদিকে রহিয়াছেন। (ক্ষণকাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া)। ঐ বুঝি, প্রিয় বয়স্যেরা রহস্য করিতেছেন, শীঘ্র গিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করি, কিন্তু প্রিয়ে! তোমার আজ্ঞা না পাইলে যাইতে পারি না, বল বল, আর যাতনা দিওনা।

নিতম্বিনী। (গবাক্ষ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কানে কানে)। ছিছি, দেখলি ছুঁড়ি! দেখলি? কেমন ভাতার দেখলি? আহা! স্বামী কেমন সাধগুগিরী দেখ্ দেখি বোন! এমন না হলে কি ঘর ঘরকন্না করে সুখ জন্মে, না, ভাতার বলে সাধ মেটে? আহা! হাই তুললে তুড়ি পাতে না? পোড়া কপাল, ভাতার বলে কি এক দিন চক্ষেও দেখতে পেলুম না! যে খেদ মিটাব? আজন্মকালটা কেবল বাপের বাড়ী দাসীপানা কর্ত্তে কর্ত্তেই সারা গেলোম! তাই বলি, বলি বোন! যারা পূর্ব্ব জন্মে তপস্যে ভাল হয়, সে না হলে কি এমন মনের মতন স্বামী পায়?।

দিদি। আর বল্‌বো কি? অমনি গুমুরে গুমুরে মরে যাচ্ছি।

জানিস্‌তো ভাই! সব্বাইকেরি তো এই এক দশা। পোড়া জন্ম, মর্, কি বলে গা, বল্লেন, না, দূর হোক্, (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) না ভাই! নামটা ভাল মনে হচ্ছে না, ঐ যে পুরুষ গুলো কি বলে, কি একটা সেন পুড়ো বাঙ্গাল থলীধরা মর্! সে আবার রাজা হয়েছিল ঐ বোদাটা না, মরবে, আমাদের মা এ যন্ত্রণা হবে, বল্‌বো কি বোন! যেন চাঁড় বকুলের মতন ঘুরে ঘুরে মরে গেলোম! মেয়ে মানুষের প্রাণে কি এত সয় গা?।

মর্, তখনকার পরমেশ্বরও কি এত কানা ছিল না, যে এমন সোণার ইন্দ্রেরজের থাকতে কোথাকার অমনটাকে আহা! এত বড় এক দেশের রাজা করে দেছিল। মর্, বলতে লজ্জা পায়। যাব কোথা মা! পোড়া রাজারও কি এখন এমন হুকুম দেবার হল না, যে একটা পুরুষের পঞ্চাশ টা, যাট টা, একশটা মাগ, আর কেউ কোন্ আর আপনি লোটা আর সোটা নিয়ে ঘুরে ঘুরে মরুক। এমন পোড়া রাজার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ুক, মর্, হাসিও পায় দুঃখও হয়।

যায়াকে আর বলবো কি। একটা পনমায়চাটা লেখা-খোর হারামজাদের হাতে পড়ে কন্ম কাটে মিথ্যা নন্দী কাহিনী হোল! ইহকাল পরকাল দুটো কালই গোয়াতেম। আর লক্ষ্মীশ্রী না থাকে, সে কি কখন স্ত্রী কেমন নামসুন্দরী হ-তিছে পারে? আহা! দেখলি নে ভাই! দাদার মুখখানা একেবারে যেন তুলসী পাতা হয়ে গেলো মা, যেন কেঁদীয়ে পড়ে গেলেন।

চঞ্চলা। (হাসিতে হাসিতে)। দিদি! শুনলি, নিতু যেন একেবারে গেপ্য উঠলো মা, ওর আগুন জ্বলে উঠেছে, ও আর থাকতে পারে না, ওমা! চেনা দায়! নিতুতো সা-মান্যা মেয়ে নয়! এখনি কি বলতে কি বলে, না জানি, আবার কবে কি কত্তে কি করে বসে দেখ্ ভাই!।

ছি ছি! ওমা! যাব কোথা মা। কি পোড়া! আ মর্। ও ছুঁড়ি! ওলো! ও যে দাদা হয় লো! ও কি বলিস্! দিলে কেন সিঁধ, না, খেচকা ছ্যারী, এ যে তুই তাই কলি না!।

নিতম্বিনী। (কিঞ্চিৎ বামোন্মুখী হইয়া)। যা ভাই! তোদের মেনে কেমন রোগ, কেবল ছল ধত্তেই শিকেছিস্, তোদের জ্বালায় যে কথা কওয়াই দায় হলো। আমি কি বল্লুম, তা শোক্ না দাদা, কথা বল্‌তেও কি এত দোষ! তোরা বড় মুখড় মেয়ে ভাই যাঃ!।

কাদম্বিনী। (সক্রোধে, আস্তে আস্তে)। আঃ, চুপ কর্ না, শুস্তে দেনা ছা! ছুঁড়ী গুলো যেন এক্‌কালে মেতে উঠেছে!

সৌদামিনী। (অল্প ঘোমটা টানিয়া, সজল নয়নে)। কি বল্‌বো ভাই! বল্‌বার কি আর কথা রেখেছ, সব ফুরিয়ে গেছে, তা এখন মলেই বাঁচি, আর কি বাঁচ্‌তে সাধ আছে? এ অভাগীর আর কে আছে ভাই। তা কাকে কি বল্‌বো বল? পূর্ব্ব জন্মে যেমন তপস্যা করে এসেছি তাই ভুগ্‌তে হবে, বিধাতার কলম, পোড়া কপালে তিনি যা আঁচ্‌ড়ে রেখেছেন, তা কি কেউ নষ্ট কত্তে পার্‌বে, ভাই! তা বল্‌বো কি হাতের পোঁছ, পায়ের পোঁছ, কপালের তো পুছ্‌বার নয়! তা তোমার কি দোষ দিব বল? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনেং)। হা জগদীশ্বর! হা বিশ্বনাথ! হা দয়াময়! হা করুণানিধান? তোমার মনে কি এই ছিলো!।

অভিপ্রায়।

চৌপদী।

পৃথিবীর সুখ, আমাতে বিমুখ, কহিতে সে দুঃখ,
শোকানলে জ্বলে বুক।
বিষধর ধরি, বিষপান করি, আহা! মরি মরি,
হইয়া রয়েছি মূক॥

সুধার আশয়, মথে সুধাশয়, দেবাসুর চয়,
লয়ে মথনী গিরীশ।
কারু ভাগ্যে সুধা, নিবারিল ক্ষুধা, ভিজিল বসুধা,
কাহারো কপালে বিষ॥
ছিল আশা মনে, ধনী হব ধনে, প্রিয় পতি সনে,
সুখে রব দিবারাতি।
ঘুচিল সে সব, হইলাম শব, রটিল কুরব,
জ্বলিল বিষের বাতি॥

(এই ভাবিয়া অধোবদনে রোদন।)

ভুবন। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হাত ধরিয়া।)

কেন, কেন? কি হয়েছে? কি হয়েছে? হর বুঝি ঝকড়া করেছে? মা কি কিছু বকেছেন? বল না? বল না? সব ভেঙ্গে বল না? যাদু শুনি? ছিঃ! অমন করিয়া কি কাঁদিতে আছে?।

সৌদামিনী। (কিঞ্চিৎ অভিমানিনী হইয়া, একটু ঘোমটা টানিয়া, রোদন করিতে করিতে)। কাঁদ্‌বো কিসে ভাই! আমার যে আছে, তা কার কাছে কাঁদ্‌বো। ঝক্‌ড়া কেন হবে! যেমন তপস্যা করে এসেছি, ঝকড়া কল্লে আর কি হবে বল? কারু ভালতেও থাকিনে, কারু মন্দতেও থাকিনে, তা ঝকড়া হবে, পরমেশ্বর যেমন রেখেছেন, তেমনি আছি, কার জন্যে ঝকড়া কর্‌বো বল, ঝকড়ার সে সব ফুরিয়ে গেছে, বিধাতা দৈবে করেছেন, সচ্ছি, তা আর বল্‌বো কি, মেয়ে জাত ছার জাত, দশ হাত কাপড়েও ন্যাংটো, বুদ্ধি শুদ্ধি মিথ্যে,

আর কেউকেও নেই, শুনে অবধি অমনি প্রাণটা যেন ধড় পড়্ করো্য উঠতেছে, আর চুপ্ করো্য থাক্তে পাল্লুম না, তাই বস্তেং কাঁদ্ছিলুম। তাই বলি, বলি হে বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছেলো!।

পোড়াকপাল! কে আছে ভাই! কোথা যাব, কাকে বল্বো, বড় মানুষের ঘরে জন্মোছিলুম বটে, বাপ বড় মানুষ, এক জন মান্য গণ্য লোক ছিলেন, তা মিথ্যা নয় কিন্তু আমার নিতান্ত পোড়া কপাল! পরমেশ্বর তাও সব কি রেখেছেন! মা নেই! বাপ নেই! তেমন একটা বোন নেই! যে সেখানেগো পাঁচ দিন জুড়ুয়্যে আসি! শ্বশুরের মুখে ছাই দিতে ভাই বড় মানুষ ভাগ্যমন্ত লোক বটেন, তা কি অভাগীর! সেখানেও সুখ আছে? এখনকার বৌয়েরা কি ভাই! ভাই রাখে?।

তোমরা পুরুষ মানুষ, নিষ্ঠুর জাত, সব কত্তে পার, আজ আমাকে ফাঁকী দিতে বস্তেছ, তা বোল, কিন্তু তোমার সঙ্গেতো আর আমার আজকার এক দিনের আলাপ নয়, সকলি জান। ভাই! তিনি কি এনাগাদ এক দিন একটা কাগের মুখেও তত্ত্ব করো্য পেঠোছেন? যে কথা থাকবে!।

ভূধর। কেন? কেন? এত হাড়ভাঙ্গা খেদ কেন? তুমি কার মুখে কি শুন্যেছ?।

সৌদামিনী। শুন্বো কি আর ভাই! যা শুন্লুম, তা কি আর তুমি জান না? যায় যে তার মনে নাই, পাড়া পড়্সীর কাইনা কামাই, এও কি কখন হয়্যে থাকে? তা

আর কি বল্বো? তুমি সুখে থাক্লেই ভাল, তাই আমার সুখ! তবে মনটা কেমন কেমন করে, নিতান্তই প্রবোধ মানে না, তাই সকল দিক্ একবার২ ভাবতে হয়, সব রকমই দেখতে হয়।

(একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক অধোবদনে রোদন করিতে ক-রিতে মনে২ বলে।)

হে বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল! এই নিরাশ্রয় হতভাগিনীকে সংসার আশ্রমের সুখ সম্ভোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত করিলে? হায় হায়! পূর্ব্ব জন্মে যে কি দুষ্কৃতি করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না, তাহাতেই এই সংসারো-সাস্তি মনস্তাপ পাইতে হইল। হে দয়াময়! এ অভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া তাহা কি মার্জ্জনা করিতে নাই! এমন অল্পবয়সে মত পতিরত্ন দিয়াও পুনর্ব্বার পথের ভিখারিণী করিলে! হায় হায়! কি অদৃষ্ট! দুর্ব্বিধি কালস্বরূপ বদন বিস্তার করিয়াছে, [illegible]। হে বিশ্বনাথ! তোমার অপার মহিমা, বুঝিতে পারে, সাধ্য কার।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

পোস্তা।

হইয়া সদয়, ওহে দয়াময়, হইলে নির্দ্দয়,
কেন বা এবে।
অবলার গতি, দিয়া হেন পতি, করিলে দুর্গতি,
মরিব জ্বলে॥

পিতা মাতা ভাই, অন্য কেহ নাই, বল কোথা যাই,
করুণাময়।
শুনিতেছি যত, হই জ্ঞান হত, সব, বল কত,
দেহে না সয়॥
ননদিনী কুঁড়ী, করি দুড়াদুড়ী, মারিতেছে তুড়ী,
এখনি হেন।
পরে ঠাকুরাণ, হইয়া বিগুণ, করিবেন খুন,
বাঁচিব কেন॥
যত প্রতিবাসী, অনাজের রাশি, সব সর্ব্বনাশী,
বসিবে মেলি।
হাসিবে যখন, জীব কি তখন, বলিবে কেমন,
ভাতার পেলি?॥
হেন পোড়া দেশে, রমণীর বেশে, জন্মেছিনু এসে,
মরিনু জ্বালে।
হেন অবিচার, না হেরি রাজার, কোন দেশে আর,
জুড়াই মলে॥
এদেশের নরে যত মনে ধরে, তত বিয়ে করে,
বারণ নাই।
ভাল বাসে যারে, তোষে শুধু তারে, অন্য বণিতারে,
বাসে বালাই॥
রমণীর বেলা, সকলের হেলা, নাহি সেই খেলা,
সবাই কাল।
মরিলেও পতি, তবু নাহি গতি, ভুগিবে দুর্গতি,
জীবন কাল॥

এমন আচার, বলিব কি ছার, কোন দেশে আর,
না শুনি কানে।
বাঙ্গালির ঠাট, হেরো দুই কাঠ, নাটুকার নাট,
না সয় প্রাণে॥

কুবের। (মনে মনে) কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রকর্ত্তারা যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন "মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণ হইলে আর তাহা কোন ক্রমেই গোপনে থাকে না।" আমার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যাপার ইতোমধ্যেই ইহার কর্ণগোচর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে রহস্য বাক্য দ্বারা ইহাকে এক রূপ সান্ত্বনা করিয়া বাহিরে যাইতে পারিলেই বাঁচি। ("হাঃ হাঃ হাঃ" একটা হাস্য করিয়া প্রকাশে)। ভাই! এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, তাই কেন তোমা বল না যাদু!। বাবা আমার আর একটা বিবাহের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তুমি বুঝি তাই শুনিয়া এত দুঃখ করিতেছ। ("হাঃ হাঃ হাঃ" হাসিয়া)।

হইবেইতো। না হইবে কেন? তা না হইলে মেয়ে মানুষ দশ-হাত কাপড়ে উলঙ্গ বলিবে কেন? হারে পাগল! বাবা যেন সম্বন্ধই করিলেন, তিনি তো আর আমার হয়ে বিবাহ করিতে পারিবেন না, তা তো আমাকেই করিতে হইবে না। ("হাঃ হাঃ হাঃ" হাস্য করিয়া)। যাও, যাও, এখন গৃহস্থলীর কর্ম্মকার্য দেখ, অনেকক্ষণ বিলম্ব হইয়াছে, আমিও এখন বাহিরে চলিলাম।

(খুতি ধরিয়া হাসিতে হাসিতে।)

পঙ্ক।

ছিছি ছিছি মিছামিছি ভেবো না রে, ভেবো না।
অকূল অসুখ নদে নেবো না রে, নেবো না॥
মিছাছলে খোসাজলে গেবো না রে, গেবো না।
বিকল বিবেক মীন চেবো না রে, চেবো না॥
বিচ্ছেদ কণ্টক বনে যেও না রে, যেও না।
শুনিয়া পরের কথা ক্ষেও না রে, ক্ষেও না॥
অভিমান সরোবরে নেও না রে, নেও না।
চটাচটী ঘাটে এত খেও না রে, খেও না॥
সতীত্ব প্রেমের ফল ফেও না রে, ফেও না।
বিরাগ বিহগ হরি দেও না রে, দেও না॥
বিরস কুযশঃ গান গেও না রে, গেও না।
থেকো থেকো রাখা চক্ষে চেও না রে, চেও না॥

(পুনর্ব্বার খুতি ধরিয়া, হাসিতে হাসিতে।)

যাই নাকি! তবে এখন বাহিরে যাই? আমার খেলানা শতরঞ্চ ঘোড়াটা কোথা? দেখ তো, যাইয়া একটু খেলি।

(শতরঞ্চ লইয়া বাহিরে প্রস্থান)

(কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা গৃহ প্রবেশ করিতে করিতে)

চঞ্চলা। (হাসিতে হাসিতে) কোথা লো বড় বৌ! কি কচ্ছিস্।

নিতম্বিনী। (ঈষৎ হাস্য বদনে)। আজ্ খেল্‌বি না?।

কাদম্বিনী। (হাসিতে হাসিতে)। ওর বুঝি কিছু অসুখ করেছে, তাই শুয়ে রয়েছে।

(বলিতে বলিতে গৃহ প্রবেশ)

সৌদামিনী। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া)। এসো দিদি, এসো, এসো বোন, তাই মনে করেছিলুম বলি বোনে না হয় আড়া পাচ্ছি। পোড়া কপাল ভাই! নিচ্ছিলী হয়ে তাই কি ছদণ্ড ঘুমুতে পারি! ক দিন দেখি নাই ভাই বোন, বিছানাটায় যেন একাকার, একটাই হয়ে হয়ে রয়েছিলুম, তাই ডাকে পাঠাইতে ছিলুম।

চপলা। (কামিনীকে হাসিয়া)। এখন বেশ করো পুরো বাড়া হয়েছে তো।

নিতম্বিনী। (হাস্যবদনে)। অনেক দিন দেখা শোনা না থাকলে কি আর ভাই। ও সকল পরিষ্কার থাকে, ও সব হলো তাদের চরিত্রের সামগ্রী, তা, না দেখলে এক হাঁড়ি হয়ে থাকবে ঐ আর কি!

কামিনী। হ্যাঁলো বড় বৌ! আজ বড় যে তোর মনটা এমন কেমন ভার ভার দেখছি, একবারও হাসিস্ নে, ভাল করে কথা কোস্ নে, যেন আনমনা আনমনা হয়ে রয়েছিস্, শরীরে আর তেমন ফূর্ত্তি নেই, তুই তো এমন মেয়ে নোস্ লো! তোর কাছে বসলে, ভাল দেখায় না, আহা! তোকে দেখলে চক্ষের মহাপাতক পালায়, ভাবনা চিন্তা দূর হয়, পুত্র শোক পালিয়ে যায়, তা, বোন! আজ বড় যে তোর কেমন২ রকম দেখছি লা! ওমা! চোক দুটো যেন পাকা করঞ্জার মতন করেছিস্, ফুলো ফুলো হয়ে উঠেছে, আহা! তোর মুখের পানে তাকাবার যো নাই! কেন লা! কি হয়েছে বল দেখি? ঝকড়া করেছিস্ না কি?

চঞ্চলা। ও তো আর তোমাদের মতন নয় যে ওর রেত্তে ঘুম কুলোবে না, ও, সারারাত মড়ার মতন পড়্যে কেবল ঘুমোই তো? কাল্‌ই যেন দাদা বাড়ী এস্কেছেন, তা, হোক্‌ না অমন করো কি বৌ মানুষকে লজ্জা দিতে হয় গা! তোরা যেনে বড় দুরন্ত মেয়ে ভাই!।

নিতম্বিনী। (গালে হাত দিয়া সবিস্ময়ে) ও মা! চলী বলে কি লো! আমরা আবার দুরন্ত মেয়ে হলুম কি করো লা! ওর ভাই! এই একটা বড় দোষ দেখ্‌ছি, মিছেমিছি পরের কথা টেনো নিয়ো আপনার গায়ে মেখ্যে ঝকড়া করে, ওমা! আমরা কি কারুও রাজ্জাগালে বারণ কল্লুম নাকি লো! যে তুই যা মুখে বেরুলো হড় হড় করো অতগুলো কথা বলো ফেলি, যেন হাউয়ের মতন আকাশমুখো হয়ো তুবড়ীয়ে এত রেগ্যে উঠিলি, তুএে বাড়ী মাঝে কি এতই গুণগার চম্‌কুলো না! তুই বড় আগুন রাগা মেয়ো হয়োছিস্‌!।

চঞ্চলা। (সক্রোধে কাদম্বিনীকে সম্বোধন করিয়া) দিদি! দেখ্‌লি, শুন্‌লি ভাই দেখ্‌লি, নিতুর রকম দেখ্‌লি তো, ওর কাছে কথা বল্লাই বিষম দায়! ও, কথায় কথায় এক্‌কালে যেন ঢাল খাঁড়া ধরো উঠে, অমন দাঁতে ছুরী মেরো কথা বল্‌তে কি আর কেউ পার্‌বে, আমার মুখটো যেন বাধু বাধু কত্তেছে, কিন্তু না বল্‌লেও থাক্‌তে পারিনে, নিতী বড় বেড়ো উঠেছে বোন! ওর আর সওয়া যায় না, হাঁলা! আমিই কি এত রাজ্জাগি! তোরা কেবল আমারি কি এত রাজ্জাগা রোগ দেখ্‌ছিস্‌! অক্লেশে অতগুলো কথা শুনিয়ো দিলি, মুখে এক্‌কালে যেন খৈ ফুটো উঠ্‌লো, একটুকুও কি

আগটাগ, চক্ষু লজ্জা রাখ্‌তে নেই লা! রাগে সব বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু ঘরের কথা বের কত্তে গেলেই প্রাচি--।

কাদম্বিনী। (চঞ্চলার কথা শেষ না হইতে হইতেই)। থাক্ থাক্, আর কঁদোলে কায নেই, আর সদ্দারী কত্তে হবে না, তোরাই যেনে সব বড় বুজ্‌দার মেয়ে হয়েছিস্? বাজে আসি। আ মর ছুঁড়ীগুলো! রাগে রাগে যাদের কি আর জ্ঞান গোচর থাকে না লা! কি বল্‌তে কি বলিস্, কি কত্তে কি করিস্, তার কি আর আগাও দেখ্‌তে নেই পাছুতলাও ভাব্‌তে নেই। আ মর্, খুব্‌তো হতে চল্লি, ছেলে রাখ্‌লে-- (স্বগত) মর্! রাগে কি বল্‌তে কি বলে ফেলি, চারি দিকে শত্তুর। (কৌশল্যিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকাশ্য) তাতারবো বর কম্ম কল্লে, আজকে ছেলে রাখ্‌তে জায়গা কুলুচ্চে না!

বাবাকে আর কি বোল্‌বো। পোড়া কপালে কটা মেয়ে, আহা! সব মেয়েতো নয় যেন চাঁদের কাট, চেয়ে দেখ্‌লে শত্তুর কেটে মরে, আপ্‌না আপ্‌নি রূপের গৈরব কত্তে লজ্জা হয় বোন। তবুও কথার আভাসে বেরয়ে পড়্‌লো, তা যা হোক, সবগুনোরি ঐ এক দশা করে রেখেছেন বৈ তো নয়, কারুই তো আর ভাক্তি রাখেন নেই। তোদেরি বা আর বল্‌বো কি; একে বয়েস কম, কাঁচা মেয়ে, তায় আবার বয়েসে তো কখন শ্বশুর বাড়ীর মুখ্ দেখ্‌তে হলো না, তা-তার কেমন সামিগ্রী তা তো জান্‌লি না! যে ধীর হবি, জ্ঞান শেখ্‌বি, সব্‌দিক্ ভালো দেখাবে, ধম্ম কম্মে মন পড়্‌বে।

বাপের বাড়ী, দিন রাত তো বাছ নাই, সারা বেলা ঐ বাড়ী ও বাড়ী করে বেড়াস্, কেবল রঙ্গ নিয়ে থাকিস্ যে তো নয় ? । সব হলো সম্পর্কে ভাল, পাড়ার সব পুরুষ গুলো, কেউ হলো দাদা, কেউ হলো ভাই, কেউ হলো জেঠা, কেউ হলো খুড়ো, কেউ হলো ভগ্নীপোত, কেউ হলো ঠাকুরদাদা, কেউ হলো মকর বাপ, কেউ হলো পুড়ো দাদা, আর কত বলবো, এই রকম হলো সকল, পাড়ার সকল ছোঁড়াগুলোও হলো এই রকম সম্পর্ক ভাল, কারু কাছে যেতে তো লজ্জা হয় না ? কারু সঙ্গে কথা কৈতেও তো সরম কত্তে হয় না ? লোকে দেখলেও তো কলঙ্কের ভয় নেই ? তা, কি করে জ্ঞান শিখ্‌বে বলো, গোমোস্ত মেয়ে, এত পুরুষ যেঁষা হলে তার আর কি আগ্ ঢাগ থাকে, না, ভাস্থি আছে।

আ-মর, ছুঁড়ীগুনোকে নিয়ে এত দিন দিবেনিশি যেন পাখী পড়ান কল্লোম, হাদে হতভাগীরা তবুও কি মানুষ হলো না গা ? ! মর, বলতে লজ্জা, একটুকুও কি ভাবতে নেই লা ! কুলীনের হাতে পড়ে ছিস্, তায় আবার পোড়া কপাল ! সেটা এক দশগণ্ডা, আর, এক নটা, এখানে ও খানে করে, এ দেশ ও দেশ নিয়ে, সব শুদ্ধ এতগুনো লো করে মরেছে, ওমা বলতে লজ্জা ! মর, তাতেও আবার সেটার মদ আবার রাঁড়ের খরচ কুলয়নি বলে, ওমা ! শেষ্‌কালে আবার একটা ডাকাতের দলে মিশে গিয়েছে, পোড়া কপাল মা ! তাতেও আবার ধরাপড়ে আজন্মকালটা ঐ কি বলে ? সরকারী শ্বশুর বাড়ীতে (কারাগারে) খেটে মচ্চেছে, ভাতার কেমন সামিগ্গিরী তা কখন চোকে দেখ্‌তেও পেলি নে, ভদ্রলোকের

ঘরের মেয়ে, বাড়ী থেকে বেরুলে কলঙ্ক, বাপের বাড়ী জন্ম কালটা হলো পর নিয়ে বিষয়, পর নিয়ে কারবার, তাতে এত সুখ আলগা হলো কি কম্ম সয়ে না? না, এত চটা, এত আগাল হলো প্রাণে বাঁচিনে। বুক ফাটে তবু কি মুখ ফাটবে না।।

তা বোন! ওদের যত বল, তোমা না শোনে পরের কাহিনী, সকলি নাশির গান। তুই চুপ করে থাক্ ভাই। ওর কথায় কাণ দিস্ নে, ও যা বলে বলুক, আমি ওকে আর বজুতে পারিনে বোন!। ও আমার বাপ মাকে খেকো, খেতো বলে যেন মাথে খায়, কেমন নাচ করে, দেখিস্ দেখি বোন। মা এখনো এখন শশুরঘরে থাকব, তিনি তো এমন হেঁজী পেঁজী গিন্নী নন তা চুপ করে থাকবেন, যে যা বলে গেলেন। কি করবো বোন। তোমরা সব হলে সমান, কাকে কি বলবো বল, আমি আর পারিনে।

(কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া। [illegible])

অভিপ্রায়।

পদ্য।

যত বলি, ধীর হ, তবু বোধ, হয় না।
কারু কথা কারু গায়ে, কোস্কা হয়, সয় না?॥
যাকে বলো, ভাল কাজে, দিতে দিব, গায় না।
সেজো শুধো, হইতেছ, শাশুমুখ, নয় না?॥

বাবা যাই, মানী লোক, লোকে কিছু, কয় না।
কোন দিকে, কোন কাযে, কিছু তাই, বয় না॥
লোকে শুনে, করে কিলো, মনে ভয়, হয় না;।
হালকী হলে, কুলীনের, জাতিকুল, রয় না॥ ০

সৌদামিনী। (চক্ষুঃ মার্জ্জনা করিতে করিতে. সবিষাদে।)

আর ভাই! ওদের ও কথা মিছে বল, ওরা অজ্ঞান ও সব তো বুজবে না বোন! তা, ওদের বলে কেবল ভস্মে ঘি মুক্তো ছড়ান, অরণ্যে রোদন. মুখ নষ্ট করা হয় বৈ তো আর কিছু নয়; তা, ওদের মিছে বল, ওদের ঐ কাণ্দো বল ও কাণ্দো বেরয়ো পড়ে, জ্ঞান হলে কি এত কয়ো বুঝতে হয় বোন! ও সব যে যার আপনি বোঝে।

বাবাকেই বা আর বকলে কি হবে বল, তিনি কি কর্বেন! বোন. ও সব যে যার অদৃষ্টের লেখা, তা কি কেউ সব্ কাত্তে পারে; তা. তাঁকে মিছে বকা। এই রোজ দিগি বোন! তোমরা তো সব যেন কুলীনের ঘরে জন্মেছিলে, তায় আবার অমন রকম একটা বাউণ্ডুলে পোড়াকপালে হাড়হাবাত্তের হাতে পড়োছিলে ভাই! তাই দিবে নিশি এত ভুগে মচ্ছ, এত খেদ কচ্ছ, আমার বাবারা তো আর তেমন নন, আমাকে তো আর অমন রকম কুলীনে কত্তে যান নি, কেবল ভাল ঘর আর ভাল বর দেখ্যে বংশজে করোছিলেন, তা বোন! তবে আবার আমার কেন অমন রকম কপাল মন্দ হতে চল্লো, আমি আবার কেন তবে তোমাদের মতন ঐ বিষম পোড়ায় পুড়তে চল্লুম!।

তাই শুন্যে অব্দি প্রাণটা যেন কেমন কেমন হুল্যে হুল্যে উঠ্‌তেছে, কিছু আর ভাল লাগ্‌তেছে না বোন! কি কর্‌বো বল; তাই বস্যেং কান্দেছিলুম।

চঞ্চলা। (বিস্মিতা হইয়া) সে কি লো! তোর আবার ও কি বুলিস্! ভূধর দাদা আবার বে কর্‌বেন নাকি লো! ওমা যাব কোথা মা! শুন্যে শুন্যে যে আর বাঁচিনে!।

• নিতম্বিনী। (বিস্মিতা হইয়া) সে কি লো! তাই বুঝি এখন অত ক্ষ্যো কঁকুড়া কচ্চ্যিলি! ওমা! তবে যে তোর এখুনি মরা ভাল! জানিস্ নে বোন! সে পোড়া কি সামান্যি পোড়া! বিষম পোড়ার পোড়া! তা কি তুই সৈতে পার্‌বি না! অমনি আত্মঘাতী হয়্যে মর্যে যাবি! বেঁচেছি বোন! আজন্মকালটা বাপের বাড়ী যা ইচ্ছা কর্যে কাটাচ্চি। অমন ভাতার সুখে কায্ নেই দিদি, বেশ আছি, সতিন থেকোও নেই, সে জ্বালায় যে জ্বল্‌তে হলো না বোন! তাই পরম ভাগ্যি।

কাদম্বিনী। (সবিস্ময়ে) সে কি লো সত বৌ! সত্যি বল্‌ছিস্ নাকি? তুইও কি আবার আমাদের মতন হলি নাকি লো! কেন বল্ দিগি? তোর ভাতারের তো ভাই আমাদের মতন অমন লাভের বে নয়, লোক্‌সানের বে, তবে কেন বল দিগি এমন হলো? তোকে বুঝি মনে মনে ভূধর দাদা দেখ্‌তে পারেন না, তাই বুঝি মনের মতন আবার একটা ভাল দেখ্যে বে কর্‌বেন, কল্‌কাতার চাক্‌র্যে ভাতারের মেগেদের ভাই! এই একটা বড় বিষম পোড়া! পোড়া পানুকীগুলো ভাই!

সবার মন খারাপ করো দেয়, হাজারও ভাল হও ভাল্ লাগে না, এটা ওটা চেয়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে।

সৌদামিনী। (বিষণ্ণ বদনে)। তা কেমন করো জান্‌বো বল বোন! শুন্তে পাচ্ছি নাকি কোথা সম্বন্ধ হচ্ছে. শীগ্‌গির করো বো কর্‌বেন। পোড়া পাড়া পড়্‌সী বোন! সব্ নাকি এক্‌কালে ভেঙ্গে পড়েছে, শ্বশুর শাশুড়ী ননদ এরা তো সকল যো পেয়েছে বোন! তা নেচে উঠ্‌বে না কেন বল।

আমাকে তো ওরা কেউ দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না, এক্‌-কালে বিষ নয়নে দেখ্যেছে, বলে কি; বলে, বৌটা বড় দুরন্ত মেয়ে মা, কি ওষুধ করো ফল্‌নাকে কি আর রে-খ্যেছে, এক্‌কালে মেরো দেছে। তা বোন! আমি তো ও সব কিছু মনে জানেও জানি নে, কে জানে দিদি! কাকে বলে ওষুধ, তা আবার কেমন করো কত্তে হয়!

(১) (রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের অন্তঃপুর)।

(২) (হরমোহিনী। (উচ্চৈঃস্বরে)। কোথা লো কাদম্বিনি! নিতম্বিনি! চঞ্চলা! তোরা সব কোথা গেলি লো! কি কচ্ছিস্? বাড়ী কি আস্‌তে হবে না? অমন করো পাড়া বেড়ালে কি পেট ভর্‌বে লা! সন্ধ্যা হলো যে! শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গীর করো আয়'।

(জয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর)।

কাদম্বিনী। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, সৌদামিনীর প্রতি)। যাই ভাই!

---

(১) কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিকট প্রতিবাসী।

(২) রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের স্ত্রী।

আজ্ আমি বোন! কাল্ সকাল্ সকাল্ করো আস্যো তখন, এখন চল্লুম, মা আবার বেজার হবে। আয় লো নিতু! আয় লো চনি! বাড়ী যাই আয়, সন্ধ্যা হলো।

(সকলের প্রস্থান।)

(হরমোহিনীর বিভাবতীদের অন্তঃপুর।)

(কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলার প্রবেশ।)

কাদম্বিনী। কেন গা মা! বড় যে এত তাড়াতাড়ী করে চেঁচিয়ে ডাক্‌ছিলি? কেন মা!।

হরমোহিনী। ডাক্‌বো না গা! নারাদিন কি তোরা অমন রকম করে কেবল খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াবি, আমি হলুম বুড়োমানুষ, সংসারের ছটো আলো আশে দেখ্‌লে হয় না কি গা!। ঐ তোর পড়ো দাদা এয়েছে, কি বলে শোন্‌গে যা।

কাদম্বিনী। (আহ্লাদিত হইয়া।) কোথা পড়ো দাদা মা! কোথা গা! কখন এয়েছে! সে না বাড়ী গেছ্‌লো?।

হরমোহিনী। না যাওয়া হয় নাই, পথ থেকে ফিরে এস্যেছে, ঐ উপরে গেছে, যা তোরা, পান জল কি চায়, দেনা গো।

কাদম্বিনী। (আহ্লাদে আটখানা হইয়া)। আয় লো নিতি! আয় লো চনি! উপরে যাই আয়, পড়ো দাদা বাড়ী যায় নি লো!।

(উপরে সকলের প্রস্থান)

হরমোহিনী। (কন্যাগণকে উপরে পাঠাইয়া দিয়া, মনে মনে।)

অভিপ্রায়।

পয়ার।

হা দে রে বল্লাল তোরে যাই বলি হারি।
কুটিনীর কাছে তুই মানাইলি হারি॥
তারা সব পত্র নিয়া করে কারবার।
কুলীনের পুঁজি পাটা নিজ পরিবার॥
এরে হৈতে আর কি রে পাতক অধিক।
কন্যার কুটিনী হই ধিক্ শত ধিক্॥
প্রকারে বেশ্যার মত কন্যাকে না চাই।
এমন পবিত্র কুল মাগাও না চাই॥
কে বলে ভূপাল তোরে নরাধম নর।
মনুষ্য ঔরসে জন্মে এমন বানর॥
তোর যে খচর কুল সব কুল বাহ্য।
তাই তোরে সাজিয়াছে হেন কুল বাহ্য॥
তুই ছিলি রাজা মহাভারত ভারত।
তোর পাপে অপবিত্র তাই সে ভারত॥
কুলীন কন্যারা যত ফেলিতেছে বেদ। (১)
দিন দিন অপবিত্র তাহাতেই বেদ॥
এই মত তোর যত কৌশল আদেশ।
তাহাতেই অপবিত্র হয়েছে এদেশ॥

(১) আরম্ভ গর্ভ।

কত দিনে তোর নাম ভুলো যাবে লোক।
কত দিনে সুপবিত্র হইবে ভূলোক॥
কত দিনে কুলীনের দর্প হবে চুর।
কবে হবে এদেশের মঙ্গল প্রচুর॥
কাব করে হিন্দু গণে কুলসিন্ধু পার।
কবে হবে দূর বহু বিবাহ ব্যাপার॥
ওরে রে অবোধ হিন্দু আর কত সবে।
ঘুচাইতে কুল বল দন্দ বাঁধ সবে॥
কত দিন রবে আর আশা পথ চেয়ে।
আর কেন কাল হর মুখ চেয়ো চেয়ো॥
কত অবলার দেখ বহু পরিণয়।
দিতেছে যন্ত্রণা কত কুল পরিচয়॥
বুক ফেটে যায় দেখে আহা মরি মরি।
চোরের মায়ের মত গুমরিয়া মরি॥

দূর হোক, এচিন্তায় আর ফল কি? যাই, এখন সাঁজ সল্‌তের কম্ম কাগ দেখি গে, সন্ধ্যা হলো।

অভিপ্রায়।

পদ্য।

অস্তাচলে যান রবি, জিনিয়া জবার ছবি,
অন্ধকার ঘেরিল সংসার।
স্বভাবের ভাব কিবা, কোথা লুকাইল দিবা,
নিশার হইল অধিকার॥

ধন্য ধন্য দিবা সতি, ধন্য তোর ধর্ম্মে মতি,
হেরিয়া পতির পলায়ন।
অন্ধকার দেখি ধরা, অমনি করিয়া ত্বরা,
পাছু পাছু করিলি গমন॥
কোথা ছিল তমোরাশি, ভুবন ঢাকিল আসি,
স্থল জল লেপিল শরীর;
আকাশ মুকুর জরে, অঞ্জন বর্ষণ করে,
ঝরে যেন বরষার নীর॥
হারে রে রে রেরে বলে, রাখাল গোষ্ঠেতে চলে,
নিজ নিজ লইয়া গোধন।
দিবাচর পাখী সব, করি কিচি মিচি রব,
নীড় মুখে করিল গমন।
ভাগ্যবতী নারী যারা, সুখে ভরা হয়ো তারা,
মনোমত করে কত সাজ।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, সন্তোষ সাগরে ভাসি,
অনুরোধে নাহি সহে ব্যাজ॥
কেবল বিরহী যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
হেরিয়া নিশার আগমন।
আসিয়া ভোগের তরে, সুখ ভুঞ্জে আর সবে,
যে যেমন যাহার যেমন॥

যাই, কর্ত্তাটী ঐ বুঝি গঙ্গাতীর থেকে সন্ধ্যা করে বাড়ী আসছেন, কিছু জলটল খাওয়ার দিগে।

(রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ)

রমাকান্ত। (মৃদুস্বরে) হরি বোল! হরি বোল! রাম রাম! শ্রীরাম! জয় রাম! "হরে! মুরারে! মধুকৈটভারে! গোপাল! গোবিন্দ! মুকুন্দ! শৌরে!। যজ্ঞেশ! নারায়ণ! কৃষ্ণ! বিষ্ণো! নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ! রক্ষ" হরি বোল! হরি বোল!। কোথা গো কাদম্বিনি! নিতম্বিনি! চঞ্চলা! তোরা সব কোথা গো মা! (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) হরি বোল! হরি বোল! রাম! রাম! আঃ! কি আপদ হইল! বাড়ীতে যে কাহাকেই দেখিতে পাই না, অন্ধকার রাত্রি পাইলে সন্ধ্যার পর মেয়েগুলোন আর টিকী দেখিতে পাওয়া যায় না। রাম! রাম! সর্ব্বপাপহরো হরিঃ। (পাকশালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) কোথা গেলে গিন্নি! ঘরে আছ কি? কি করিতেছ? কিছু জল খাবার আছে কি? থাকে তো আন। (এই বলিয়া উপরে উঠিতে উদ্যত হইলেন)।

হরমোহিনী। (ব্যস্তভাবে) আবার ওদিকে যাচ্ছ কোথা? আ মরণ! দেখো দেখো যে হাড় কালী হলো; জ্বলে জ্বলো মলেম, আর বাঁচি নে! পড়ো পণ্ডিত লোক হলেই কি এই একটা রকম হাবা গোবা হয় গা!। রোজ রোজই কি এই এক পোড়া, কেনোও কি জান না গা! না বলো না কয়ো একটা ঢং করো উপরে যাচ্ছ কেন? এই এ দিকে এসো, ঘর ঘরকন্না কত্তে গেলেই সব দিকে একটুক চক্ষে আঁখঠার করো চল্‌তে হয়, বিশেষে আমাদের কুলীনের ঘর।

(দ্রুতগতি নিকটে গিয়া কাণে)। উঠহে হে কামদেব!।(১)

রমাকান্ত। (মৃদুস্বরে বিরাগে)। রাম! রাম! হরি বোল! হরি বোল! কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছা!। থাকুক্, তবে আর জল খাব না, এখন বাহিরে চলিলাম। কামদেব না বাড়ী গিয়াছিল?।

হরমোহিনী। তার কি আর বাড়ী যাওয়ার যো আছে, এমন মানবীকে আর কোথা পাবে বল?।

রমাকান্ত। (মৃদু মৃদু)। তবে আমি বাহিরে যাই।

(বাহিরে যাইতে যাইতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে।)

গুরু হে পার কর!। সায়ংকাল কিম্বা রাত্রি হইবেক, যত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, নরাধম মহাশয়, সেই তত কাল পর্য্যন্ত অনন্ত নরক ভোগ করে। পাপিষ্ঠ, দেশটাকে একবারে ছার খার করিয়া দিয়াছে। হায়! এ সকল পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? হে জগদীশ্বর! তোমার কি ইচ্ছা, কিছুই বুঝিতে পারি না।

গীত।

প্রণাম তোমায় বিভু! প্রণাম তোমায়।
কৃপাকর! কৃপা কর মোহিত মায়ায়
বিভু! মোহিত মায়ায়॥
হর হর তাপ হর ভ্রমের সহিত।
কর কর হিত কর যা হয় বিহিত॥

---

(১) ছাত্র।

না জানি তোমার তত্ত্ব বিবেক রহিত।
না চিনি সুপথ পথ সাধু নিগর্হিত॥
না যাই সুখের কাছে না চাই সম্পদ।
চরমেতে পাই যেন পরমার্থ পদ॥
রিপুচয় পরাজয় হয় যেন সবে।
আর যেন না আসিতে হয় এই ভবে।
আর যেন জন্ম লতে না হয় ধরায়।

প্রণাম তোমায় বিভু! প্রণাম তোমায়।
কৃপাকর! কৃপা কর মোহিত মায়ায়
বিভু! মোহিত মায়ায়॥

বিশ্বরূপ নাট্যশালে দৃশ্য মনোহর।
জানিলাম তব তুমি সর্ব্ব কৃপাকর।
তা নয় ত মন বিভু! তা নয় তা নয়।
সংসার শ্মশান সম ভূতের আলয়॥
ক্ষিতি অপ্ তেজঃ আর আকাশ মরুৎ।
নৃত্য করে এই পাঁচ ভয়ঙ্কর ভূত॥
এই আছে এক ভাবে এই অন্য রূপ।
কখন বা নিরাকার কখন সরূপ॥
এই আছে পাঁচে এক এই পাঁচ ধায়।

প্রণাম তোমায় বিভু! প্রণাম তোমায়।
কৃপাকর! কৃপা কর মোহিত মায়ায়
বিভু! মোহিত মায়ায়॥

নিজ দোষ, করি তোষ, বৃথা কাল হরি।
রং দেখাবার তরে সং সেজো মরি॥

জানি না যে আমি নই আমার অধীন।
রবে না এ ভবে বাস ফুরাইলে দিন॥
কে আমার পরিবার আমি হই কার।
বলা সার বার বার আমার আমার॥
জানি না যে মিছা কাযে কেন হই হত।
জুয়ার জলের মত আয়ুঃ হয় গত॥
কবে নাথ! আমি রব না রবে আমায়।
প্রণাম তোমায় বিভু! প্রণাম তোমায়।
কৃপাকর! কৃপা কর মোহিত মায়ায়
বিভু! মোহিত মায়ায়॥

(সকলের প্রস্থান।)

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(জয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহির্বাটী)

(ভূধর বাবুর বৈঠকখানা)

(সূর্য্যকান্ত গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ)

সূর্য্যকান্ত। পঞ্জিকা হস্তে গুনগুন্ স্বরে বচন পাঠ করিতে করিতে)।

"গোচরে বা বিলগ্নে বা, যে গ্রহারিষ্টশোচকঃ। পূজয়েত্তান্ প্রযত্নেন পূজিতঃ স্যুঃ শুভাবহাঃ॥"

(ভূধর বাবুকে সম্বোধন পূর্ব্বক)

কি গো বাবুজী মহাশয়! কবে বাড়ী আসা হইয়াছে? শরীরগতিক ভাল আছেন তো? বিষয় কর্ম্মের সমস্ত কুশল?।

ভূধর। আসুন্ গ্রহাচার্য্য মহাশয়: আসিতে আজ্ঞা হয়! আজি চারি দিন হইল বাড়ী আসিয়াছি; শারীরিক ভাল আছি। বিষয় কর্ম্মের কথা কি জিজ্ঞাসা করেন? চাক্রী বাক্রীতে আর তখনকার মত সুখ নাই! বিশেষতঃ সাহেবেরা বড় সতর্ক হইয়া উঠিয়াছেন? কালেজেই আমাদের দেশ ছারখার হইল।

সূর্য্যকান্ত। (ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে)। সত্য কথা বলিয়াছেন বাবু! গৃহদেবতা আপনকার মঙ্গল করুন। মহাশয় সদ্বংশে জন্মিয়াছেন, অতএব, যথার্থ কথা কহিবেন না কেন? ("কালেজে" এই শব্দটী রূপান্তর বুঝিয়া) কালে যে আমাদের দেশ ছারখার হইবে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই লোপাপত্ত পাইবে,

শুনিয়াছি একথাটা আমাদের কাল্কিপুরাণেও লেখা আছে বাবু! আমরা সব হইলাম জ্যোতিষ ব্যাবসাই মানুষ; আমাদের জ্যোতিষ লইয়াই হইল বিষয়, ও সকল শাস্ত্র বড় বুঝি সুজি না, বড় দেখা শোনাও নাই।

ভূধর। (মনে মনে)। ইনি "কালেজে" এই শব্দটীর পর মার্থ বুঝিতে পারিলেন না; প্রত্যুত বিপরীত বুঝিলেন; (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ হইতেও পারে বটে, ইনি এক পল্লীগ্রামের লোক, তাহাতে আবার প্রাচীন, ও সকল শব্দ না জানিতেও পারেন। (প্রকাশ)। আচার্য্য মহাশয়! আমি ওকথা বলি নাই, পাঠশালার কথা কহিতেছি; সাহেবদের পাঠশালার লোক ব্যতীত এখন আর অন্য কাহারো প্রায় ভাল কর্ম্মকায হয় না।

সূর্য্যকান্ত। হাঁ বাবু! এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম; তা যা বল, কিন্তু চিরদিনই ঐ প্রকার পদ্ধতিটা চল্যে আসিতেছে। তবে, সে কালের সব রাজাদের পাঠরাণী ছিলেন তাঁহাদের উপরোদ অনুরোদই অধিক খাটিত; তেমনি এখনকার রাজা ইঙ্গরেজদের পাঠশালা; তা বাবু! ও কেমন সম্পর্ক; না চলিয়া যায় না?।

ভূধর। (মনে মনে)। বিলক্ষণ! ইনি তো পাঠশালা শব্দটাও আবার গিলিয়া ফেলিলেন। (প্রকাশ)। না, না, আচার্য্য মহাশয়! তা নয়, দেখিতেছেন না? এই যে স্থানে স্থানে কোম্পানি হইতে পড়োশালা সকল বসিয়াছে, আমি সেই কথা কহিতেছি।

সূর্য্যকান্ত। (সবিস্ময়ে)। রাম! রাম! কি পাপ! আজি এত ভ্রম হইতেছে হে, সম্পূর্ণ বার ব্যালাটায় বাহির হওয়াই অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে।

(গদাধর লাহিড়ির প্রবেশ)। (১)

গদাধর। এই যে গণক মহাশয় এখানে; ভালই হই-য়াছে; আমি এই আপনকার বাড়ী যাইতেছিলাম। যাক্ অন্য কথা দূর হোক্ (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) সে সব কথা পরে হইবে এখন, গণক মহাশয়! আজি বার বেলাটা কতক্ষণ?।

সূর্য্যকান্ত। (কিঞ্চিৎ রাগান্বিত হইয়া, সদম্ভে)! কি হে তুমি এত বড় লোকের সন্তান; তোমার বাপ দশখানা গ্রামের মাথা ছিলেন; আমি তোমার পিতামহকে উলঙ্গ বাড়াইতে দেখিয়াছি, তুমি আমাকে উপহাস কর হে।

সন্ধ্যের পুরুটা যখন ছেলে পিলে গুলো সব ভাত খায়, যখন ঝিঙ্গে ফুল সশা ফুল গুলো সকল ফোটে, চিরকালই সেই কালটাকে বারব্যালা বলা যায়! বারব্যালা কি আর প্রহর দুই প্রহর হইয়া থাকে? ডাকের বচনই পড়িয়া রহি-য়াছে, দেখনা কেন; "ভরসন্ধ্যের বারবেলা কোন কর্ম্মই করিতে নাই"। আর, যখন যে কর্ম্মে বাহির হওয়া যায়, যদি তা সফল না হয়, তবে সেই সময়টাকেও আর একটা বারব্যালা বলে। এ ভিন্ন আর বারব্যালা কি আছে?।

(১) ভূধর বাবুর সহচর।

গদাধর। (স্বগত)। বিলক্ষণ! ইনিই আবার আমাদের দেশের এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা বিধাতা পুরুষ; যাহা বলেন, অব্যর্থ, লোকের কি ভ্রম! । (প্রকাশ) সে যাহোক, ওটা রহস্য করিতেছিলাম; ভাল, গণক মহাশয়! আজ তো হইল দ্বিতীয়া, মঘা নক্ষত্রটা কতক্ষণ আছে?।

সূর্য্যকান্ত। আঃ! কি পাপ! তুমি যে বড়ই জ্বলাতন করিলে হে! দ্বিতীয়ার দিনেও কি আবার কখন মঘা হইয়া থাকে? তোমার কথায় কি শাস্ত্র উলটো হইবে, না, তুমি বেদ পুরোণ, বচন, প্রমাণ, সবগুলোই লোপ করিতে বসিয়াছ, বল কি? ন্যায় বল, স্মিতি বল, পুরোণ বল, তন্ত্র বল, জ্যোতিষ বল, ইহার কোন্ ব্যাকর্ণটা আমার কণ্ঠস্থ নাই যে এত উপহাস করিতেছ? অধিক বলিব কি, ব্যাকর্ণে গো প্রাচিত্তি খণ্ডে এই বচনটী পষ্ট লেখা আছে, “আমাবস্যার মঘা সামালবি ক ঘা,, দেখদেখি আমাবস্যার দিন বৈ আর কি কখন মঘা হয়!

দৈবি আর এক দিন মঘা হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু মানুষের কথা কি? তাতে দেবতারা শুদ্দো বিপোদে পড়িয়াছিলেন; সে আর কোন্ দিন হে! বলিলে কি আর বুঝিতে পারিবে না? যে দিন সমুদ্র মৈথন হয়, তাইতে বিষ উঠেছিল।

গদাধর। (হাসিতে হাসিতে)। দেখুন দেখি গণক মহাশয়! আপনকাকে না খাঁটাইলে কি এত জ্ঞান পাইতাম; লোকে

কথায় বলিয়াই থাকে "রাড় ঘাঁটাইয়া টাকর খায়,, গুরু ঘাঁটাইয়া বিদ্যা পায়,,।

সূর্য্যকান্ত। (প্রফুল্ল বদনে)। বটে তো বাপু: তোমরা যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের এমন পাঁচটা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেসা না করিবে, তবে এ সকল বেদ বিদি কি আমাদের চালনা থাকে? আর মানুষ নাই বাবু: এখনকার কেহই আমাদিগকে আর তেমন ছেদ্দা ভক্তি করে না, কাযে কাযেই সব ভুলিয়া গেলাম।

(শ্রীকণ্ঠ ঘোষালের প্রবেশ)। (১)

শ্রীকণ্ঠ। (হাসিতে হাসিতে)। কি হে! তোমরা গণক মহাশয়কে লইয়া এত কি আমোদ করিতেছ? গণক মহাশয়! আমি একটা বড় বিপদে পড়িয়াছি, আমার কন্যাটীর ঋতু হইয়াছে, দেখুন তো দিন টা কেমন?।

সূর্য্যকান্ত। (গম্ভীর ভাবে পঞ্জিকা দেখিয়া); হুঁ! তা বড় শক্ত কথা দেখিতেছি; বিশেষতঃ মেয়ো মানুষের রিতু এ যে বড় শক্ত কথা, ঘর করিতে গেলে পুরুষের তাহা সচরাচর হইয়াই থাকে; তাহাতে এত ভয় নয়। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল; হাঁগা! এই যে শক্রেটা হইয়াছে বলিতেছ সেটা স্ত্রী কি পুরুষ বল দেখি?।

শ্রীকণ্ঠ। সে কি গণক মহাশয়! শক্রে কি? আমি রিপু বলি নাই; রিতু রিতু?।

(১) ভূধরের সহচর।

সূর্য্যকান্ত। হাঁ হাঁ বটে বটে। তা বাপু! শুদ্ধ তোমার কন্যার বলিয়া কেন? তাঁহারা তো সব স্ত্রীলোক; খোলা গায়ে সর্ব্বদাই পাটঝাট করিয়া বেড়ান, যে দুরান্ত শীত পড়িয়াছে, আমরাই কাঁপিয়া মরি; সময় অসময় নাই; এবচ্ছর বারো মাসই শীত।

শ্রীকণ্ঠ। (মনে মনে)। কি আপদ! ভাল লোকেরসঙ্গে কথা কহিতেছি, এটা পাগল নাকি? (প্রকাশ) সে আবার কি গণক মহাশয়! ও কি বলিতেছেন, আপনি কিসে কি বুঝিলেন, ও সকল নয়; আমার মেয়েটীর পুষ্পোৎসব উপস্থিত।

সূর্য্যকান্ত। (আহ্লাদিত হইয়া)। হাঁ! ভাল ভাল! তা বাবু! তোমাদের বাড়ীর ব্যাভারই স্বতন্ত্র; তোমরা বিলক্ষণ ক্রিয়াবান্ বটে, আবার তোমাদের বাড়ীর মেয়েরাও সেই রূপ, দুর্গোচ্ছব, পুষ্পোচ্ছব, লক্ষ্মীপূজা, সরেস্বতীপূজা, শামাপূজা এ সকল কোন কর্ম্মে তাঁহাদের কামাই নাই; তা যা হউক, বাপু! গুরু দেবতা তোমাদের মঙ্গল করুন, সুখে রাখুন, ফলে আমার নবগ্রহের নৈবিদ্দি ও কাপড় চোপড়ের বিষয়ে যেন সুবিবচনা হয়।

শ্রীকণ্ঠ। দূর হউক, আজ মহাশয় এ সব কিসে কি বুঝিতেছেন, আমি তা বলি নাই; ও সকল নয়, আমার কন্যাটী ফুল দেখিয়াছে।

সূর্য্যকান্ত। (বিস্মিত ভাবে)। রাম! রাম! আজকি কু যাত্রায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি; তাই এত ভ্রম হইতেছে!

ফুল দেখিয়াছেন ? তবে কি অশুদ্ধ হইয়াছেন, বেশ বেশ, বেশ হইয়াছে, তা বাবু! আজ বড় শুভ যাত্রা; এখন আর কোন কথায় কায নাই, এই কথা বই তো আর কিছু নয়, তাই কেন এতক্ষণ ভেঙ্গে বল নাই? তার একটা কিন্তু কি? তিনি যাতে অপূর্ব্ব সপত্নী ফল দেখেন তা আমি করিব, কাল তোমাদের বাড়ী যাইতেছি, কিন্তু হউক, বাপু! পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ সে কুটুম্বে কি কাযে? বলিতে কি তোমার মেয়ে ফুল দেখিয়াছেন, এ বড় আহ্লাদের বিষয়, শুনিয়া কাণটা শীতল হইল, যজ্ঞকুণ্ড, বেদীর মার্গ, যা বল, না বলও, সে সকল কিছুই শুনিব না, কিন্তু দিন খারু হইয়াছে, আমাদের অনেক দিনের আশা, ক্ষুধারে যেন পেট ভরে, একখানি বনাত দিতে হইবে বাবু! আর, নয় তো জামাই কর।

শ্রীকণ্ঠ। (মনে মনে)। বিলক্ষণ! বিদ্যা ত' ভারী, পেটেও আরম্ভ করিল, দূর হউক, আর কায নাই, (প্রকাশ্য)। তা ইনি কি গণক মহাশয়! আপনি তো জামাই আছেন, আবার করিব কি?।

সর্ব্বনাথ রায়ের প্রবেশ। (১)

সর্ব্বনাথ। (ভূধরকে সম্বোধন করিয়া)। ভূধর বাবু! এই যে গণক মহাশয়! সকল কথা বলা হইয়াছে কি?।
(সূর্য্যকান্তকে সম্বোধন করিয়া)। গণক মহাশয়! আজ মাসের কত কি?।

---

(১) ভূধরের সহচর।

সূর্য্যকান্ত। (বিলক্ষণ করিয়া পঞ্জিকা দেখিয়া)। আজ প্রথম পাঁচদণ্ড ফাল্গুন মাসের ১৫ই, ছিল; পরে এই কতক্ষণ হইল ১৭ই, পড়িয়াছে। (পুনর্ব্বার ভালরূপে, পঞ্জিকা দেখিয়া)। হাঁ, হাঁ এই যে বটে বটে! "বাণ বিদ্ধি বসু ক্ষয়" আবার আজই ত্র্যহস্পর্শ, ১৭ই, ক্ষয় হইয়া ২৬ শে, পড়িবে, বটে বটে, বটে তো, তবেই আজ মাসদগ্ধা হইল, অদ্য কোন কুশ্মই করিতে নাই। বিশেষতঃ আদ্য শ্রাদ্ধটা নিতান্তই নিষুদ্ধ!

সর্ব্বনাথ। (হাসিতে হাসিতে)। ভূধর বাবু! আর কেন বিলম্ব?" গণক মহাশয়কে বলিয়া কহিয়া কর্ম্মটা গোছাল করিবার চেষ্টা কর; বড় উত্তম লোক পাওয়া গিয়াছে; এমনটী আর নাই।

ভূধর। (হাসিতে হাসিতে)। হাঁ আর বিলম্ব কি? বলুন না? আপনিই বলিতে আরম্ভ করুন। (কাণে কাণে) আমাদের তো রুধির লিয়াই বিষয়; ইনিই এ কার্য্যের উপযুক্ত।

(রামগতি মৈত্রেয়ের প্রবেশ)। (১)

রামগতি। কি গো! ভুধর বাবু যে! তবে! কবে বাড়ী আসা হইয়াছে? ভাল আছেন তো? করিতেছেন কি? এখনও সেই চীনা বাজারেই থাকা হইতেছে তো? (মনে মনে)। এই যে দৈবজ্ঞ সূর্য্যকান্ত বুড়া এখানে, ভাল! ইহাকে লইয়া ক্ষণেক রহস্য করা যাউক। (প্রকাশ)। কি গো গণক মহাশয়! বড় যে বকাবকী করিতেছেন? এত বিচার কিসের?।"

---

(১) ভূধরের পরিচিত গ্রামের স্কুল পণ্ডিত।

সূর্য্যকান্ত। (মনে মনে)। আঃ! দূর হউক, আবার এই খৃষ্টানটা আসিল; বিরক্ত করিবে। (প্রকাশ)। কিসের বিচার করিব বল? দেশে আর কি বিচার আছে? না, আচার আছে? দেশটা একবারেই খৃষ্টান হইয়া উঠিল বৈ তো নয়?।

রামগতি। (হাসিতে হাসিতে)। কেন মহাশয়! দেশ খ্রীষ্টীয়ান কিসে হইল?।

সূর্য্যকান্ত। (সদম্ভে)। আবার জিজ্ঞেসা করিতেছ হে! রাঁড়ের বিবাহ হইতে চলিল? যাহা কখন কর্ণেও শুনি নাই। বেদে নেই; পুরাণে নেই; কোরাণেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না? আরও কি দেশে মানুষ আছে বল?।

রামগতি। কেন মহাশয়! এই যে বিদ্যাসাগর মহা --।

সূর্য্যকান্ত। (রামগতির কথা শেষ না হইতে হইতেই সক্রোধে)। আঃ! যাও যাও! ওটার আর নাম করিও না। শুনিলে রাগ জন্মে।।

রামগতি। সে কি মহাশয়! এ কি বলেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় লোক, তাঁহার নাম শুনিলে আবার আপনকার রাগ হয়? সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয় না?। আর, দেশে লোক নাই বলেন কি? তিনি যখন বিধবা বিবাহ বিষয়ে প্রথম ব্যবস্থা বাহির করেন, তখন নবদ্বীপ প্রভৃতি যাবতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন এবং কত শত আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন, একথা সত্য কি না?।

সূর্য্যকান্ত। (সক্রোধে)। হাঁ হাঁ। তা সত্য বটে। তাঁহারা কি সব যৎসামান্য লোক? রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর এবং ঐ সকল মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরাই তো আমাদের দেশের প্রধান লোক, ঐ সকল মহাত্মাদিগের পুণ্যি প্রতাপেই তো এখনও দিবারাত্র হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছেন, গঙ্গায় জোয়ার ভাটা খেলিতেছে, এখনও এদেশে যা মানুষ আছেন তো তাঁহারাই; আর সকল কি তাদৃশ মনুষ্যের মধ্যে গণ্য?।

বারবার জিলার কয়েক জন জমীদার, কয়েক জন অন্য প্রকার সম্ভ্রান্ত লোক ও রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি কতগুলিও যথার্থ হিন্দু আছেন বটে; তদ্ভিন্ন আর কি তাদৃশ হিন্দু দেখিতে পাই!।

রামগতি। ভাল মহাশয়! আর কেহই যেন হিন্দু নন্; যাউক, এবিবাদে কায নাই। এক্ষণে বলুন দেখি আপনি যাঁহাদিগকে মানুষ ও হিন্দু স্থির করিয়াছেন, ইহাঁদের প্রতি আপনকার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে কি না?।

সূর্য্যকান্ত। (দম্ভে, প্রফুল্ল বদনে)। হাঁ। আন্তরিক আস্থা আছে বৈ কি?।

রামগতি। আচ্ছা, মহাশয়! এখন বলুন দেখি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত প্রথম ব্যবস্থা পত্রে ইহাঁরা যে দোষোল্লাস করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্র দ্বারা তিনি তাহা তন্ন তন্ন রূপে খণ্ডন করিয়া দিলে তাহাতে আর কি কেউ কোন উত্তর করিতে পারিয়াছিলেন?।

সূর্য্যকান্ত। (বিরাগে)। যাও যাও! আর তোমাদের ও সকল খিষ্টানী কথা শুনিতে চাই না।

রামগতি। (হাসিতে হাসিতে)। সে কি মহাশয়! এ সকল আবার কিসে খিষ্টানী কথা হইল? আপনি শাস্ত্র বিচারকেও কি খিষ্টানী কথা বলেন?।

সূর্য্যকান্ত। (ক্রোধে)। এ সকল কি খিষ্টানী কথা নয়! আবার শুনিতে পাইতেছি, কুলীন কৌলিন্য নাকি থাকিবেক না, সব একাকার হইবে; তবেই বলিতে হইবে, আর কি দেশে মানুষ আছে? এ সকল কথা কি শুনা যায়?।

রামগতি। সে কি মহাশয়! আবার গোল করেন কেন? দেশে মানুষ নাই বলেন কি? আপনি যাহাদিগকে মহাত্মা বলেন, আপনকার সেই সকল মহাত্মারাও যে কুলীনদিগের বহু বিবাহ নিবারণের চেষ্টায় আছেন।

সূর্য্যকান্ত। (বিরাগে)। যাও যাও, তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না বেনে, ক্ষান্ত হও বাবু; মিছে বিবাদে কায নাই—তুমি বিদেশী লোক; তোমার সঙ্গে অমনি রাগারাগী থাকে, তাই ভাল।

রামগতি। কাযে কাযেই মহাশয়: আজ আমারও বেলাটা হইয়াছে; স্কুলে যাইতে হইবে; চলিলাম, নমস্কার, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

(রামগতির প্রস্থান)

ভূধর। আচার্য্য মহাশয়! মিছা কেন উঁহাদের সঙ্গে বাক্ বিতণ্ডা করিতেছেন; ইহাতে ফল কি? উঁহাদের সেকাল

দেখিতেছেন না। উঁহারা সব সাহেবদের চেলা; জানেন না কি? সাহেবদের মত নয়, তথাপি উঁহাদের মত আগে আগেই আমাদের দেশ সাহেব হইয়া যায়; বামুন, শূদ্র, ক্ষত্রী, বৈশ্য, এ সকল জাতি ভেদ না থাকে; কুলীন মৌলিকের প্রথা এককালে উঠিয়া যায়; স্ত্রী পুরুষ সকলেই লেখা পড়া শিখে; বিধবার বিবাহ হয়, একটী মানুষে এককালে দুটী তিনটী স্ত্রীর পতি না হইতে পারে; স্ত্রীলোকের এত ঢাকাঢুকী ভাবে না থাকে; স্বয়ম্বরের কাণ্ডটা চল্যে যায়; উঁহাদের সঙ্গে কি আপনি পারিয়া উঠিবেন যে, এত বকা বকী করিতেছেন?। উঁহারা সব, সংস্কৃত কালেজের ছাত্র, "ঘরের ঢেঁকী -- পেটের ছুরী -- রাবণের ভাই "পিণ্ড গয়াং গচ্ছ" -- "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি" "মুষলং কুলনাশনং" আমরা কলিকাতায় থাকি; চীনা বাজারের ভূত; সকলি জানি। ও সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের কাণ ঝালা পালা হইয়া গিয়াছে; এখন আর ও সব শুনি না। যদি শুনি, তো, এ কাণ দিয়া শুনি, অমনি ও কাণ দিয়া জমা খরচ ক্লোজ; যত জমা, ততই খরচ; মজুদে ০; নীরোগের বৈদ্য ; বন্ধ্যার পঞ্চানন্দ।

বিদ্যা সাধ্যের সঙ্গে আমাদের দলাদলী, কিন্তু কাসের সঙ্গে গলাগলী ভাব। পরস্পর সকলের সঙ্গেই আমাদের খলাখলী আছে, ফলতঃ ঢলাঢলী করিতেও ছাড়ি না; আমরা পোড়ামাটী। মহাশয়! এত বকাবকীতে আবশ্যক কি?

বসিয়া রঙ্গ দেখুন না কেন? বোবার শত্রু নাই। বস্তুতঃ যা করিব তা মনে মনেই আছে।

এই শুনুন না কেন মহাশয়! সে দিন ঐ উনি আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, যিনি এখন গেলেন; ঐ যাঁর পায়ে মস্‌মস্যে বুট দেখিলেন। উনি বলিলেন "ভূধর বাবু! তোমাদের গ্রাম এখন আর সে ছোট গ্রাম নাই, এখানে সরকারী ইস্কুল হইয়াছে; তোমরা সব এখন আর পূর্ব্বের মত পাড়া গেঁয়ে লোক নও, সভ্য হইয়াছ, এই বই খানায় একটা নাম লিখিয়া দেও, এ বই গবর্ণর কৌন্সেলে যাইবে; বড় সাহেব হাতে করিয়া দেখিবেন; আর কুলীন মৌলিক থাকিবে না, সব একা হলো।

বাবু! বলিলে না বিশ্বাস যাইবেন, হাস্যবদনে বইখানা তাঁর হাত হইতে টানিয়া লইয়া অমনি চক্ষর করিয়া স্বহস্তে নামটা লিখিয়া দিলাম, উনি অমনি খুসী হইয়া আমার কত প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। চুপ করিয়া থাকুন না কেন মহাশয়! সত্য সত্যই কি ও সব কর্ম্ম আমাদের দেশে চলিবে; একবার একবার অমন হুজুক উঠে।

তবে যথার্থ কথা বলিতে দোষ কি মহাশয়! যদি আমাদের দেশে স্বয়ম্বরের কাণ্ডটা চলিত হয়, তাহা হইলে ভাল হয় বটে; ও কটার মধ্যে ঐ টাই ভাল কথা; পোড়া দেশে তা কি চলিবে?।

(রুদ্ররাম বাচস্পতির প্রবেশ) (১)

রুদ্ররাম। (গুন্ গুন্ স্বরে) হরি হরয়ে নমঃ, হরি হরয়ে নমঃ। (প্রকাশ) কি গো ভূধর বাবু! ভাল আছ তো?।

ভূধর। (ব্যস্ত সমস্ত, গাত্রোত্থান)। আসুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আস্তে আজ্ঞা হয়। প্রণাম। (উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যদিগের প্রতি) কে আছ রে! আসন? আসন? --তৎপর।

(আসন প্রদান ও ভট্টাচার্য্যের উপবেশন)

রুদ্ররাম। কি গো ভূধর বাবু! স্বয়ম্বরের কথা কি হইতেছিল, বড় আড়ম্বর শুনিতে ছিলাম যে?।

সূর্য্যকান্ত। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া)। হাঁ হাঁ বেশ হইয়াছে; আচ্ছা বলুন তো বাচস্পতি মহাশয়, স্বয়ম্বরটা চলা ভাল কি মন্দ?।

রুদ্ররাম। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)। হাঁ! ধর্ম্মশাস্ত্রে তো কলি যুগে স্বয়ম্বরটা নিষিদ্ধ মধ্যেই গণনীয়। নিষিদ্ধ মধ্যে গণনীয় হউক অথবা বিধেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন থাকুক; বস্তুতঃ আমার বোধে স্বয়ম্বর এদেশে বড় শুভকর নয়।

ভূধর। (উগ্রভাবে)। কেন? কেন? এমন কথা কেন বলিলেন মহাশয়! কলিকাতায় এক্ষণে অনেকেই তো এ মত সুমত জ্ঞান করেন।

---

(১) গ্রামস্থ সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, বড় বিজ্ঞ লোক, শাস্ত্রে অদ্বিতীয় প্রায়।

রুদ্ররাম। (নম্রভাবে)। বাবু! সে সব কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা সব বড় লোক, বড় পণ্ডিত; তাঁহাদের বুদ্ধি বড় বুদ্ধি; আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি ইহাতে এই এক দোষ দর্শন হয়, স্বয়ম্বর কেবল আড়ম্বর মাত্র; তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সভা মধ্যে নিমেষ মাত্র সাক্ষাতে কি কখন যাবজ্জীবনের প্রণয় পরীক্ষা হইতে পারে— কদাচ হয় না?। আর,—

(রুদ্ররামের কথা শেষ না হইতে হইতেই)

ভূধর। (বিরক্ত ভাবে)। দূর হোক্ মহাশয়! আপনার ও সকল কথা ভাল লাগে না, ক্ষান্ত হউন। আপনাদের তো এই দোষ।

রুদ্ররাম। (মনে মনে)। রাম রাম! কি বিস্মৃতি! ইহাদের নিকটে ও কথা কহাই অন্যায় হইয়াছে; যা হউক, আজ বড় কুযাত্রা, একটা মিষ্টালাপ করিয়া বিদায় হই, কালি তখন আসা যাইবে, যদিই কিছু হয়। (প্রকাশে)। ভূধর বাবু! আচ্ছা, আজ বেলাটাও অনেক হইয়াছে, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদি কিছুই সারা হয় নাই; তোমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, কমলা বিরাজ করুন; তোমাদিগের কল্যাণে এবৎসর নবদ্বীপের কয়েকটী ছাত্রকে বাড়ীতে অন্ন দিয়া রাখিয়াছি; এখন চলিলাম; যাও তোমরাও, বেলাটা অধিক হইল, তোমরা সব, সকাল খেকো লোক, স্নান কর গে, গরম জলেই স্নান কর তো?।

ভূধর। হাঁ মহাশয়! আচ্ছা, তবে আজ আসুন, প্রণাম। আমি আরও দুই এক দিন বাড়ী আছি।

কৃষ্ণরাম। ভাল ভাল। (প্রস্থান)

ভূধর। হাঁ -- কি বলিতেছিলাম আচার্য্য মহাশয়? (ক্ষণ চিন্তা) হাঁ! -- মনে হইল। (পুনর্ব্বার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সর্ব্ব নাথ রায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত)। রায় মহাশয়! আর বিলম্ব কেন? বন্ধুর কার্য্য করুন।

সর্ব্বনাথ। হাঁ ভাই! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই বটে, বেলাটা অধিক হইতেছে, তবে কি আমাকেই বলিতে হই-বেক?।

(স্বর্ণকান্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক)

গণক মহাশয়! ভূধর বাবু আপনাকে একটা কথা বলিতে চান?

স্বর্ণকান্ত। বিলক্ষণ! আমি তো আপনকারদেরই প্রতি পাল্য!

সর্ব্বনাথ। তেমন নয় মহাশয়! ভূধর বাবু এবার আপ-নাকে বড় একটা শক্ত কথা বলিবেন। আমরা নিশ্চিত জানি বটে, এপ্রদেশে আপনকার সঙ্গে কথা কয় এমন মনুষ্য নাই, আপনি দিনকে রাত, রাতকে দিন করিতে পারেন, কিন্তু এবার বোঝাপড়া!!

স্বর্ণকান্ত। (সভয়ে)। শক্ত কথা কি গো সর্ব্বনাথ বাবাজী! শুন্যে যে ভয় হয়!!

সর্ব্বনাথ। না, না, না মহাশয়! তেমন শক্ত কথা নয়,

একটা দুঃসাধ্য বিষয় সাধন করিতে অনুরোধ করিবেন, তাহাতেই শক্ত কথা বলিলাম।

সূর্য্যকান্ত। (কিঞ্চিৎ দম্ভ করিয়া) ওহে বাপু! সূর্য্যকান্ত শর্ম্মার আবার অসাধ্য কি আছে? “হাঃ হাঃ হাঃ” হাস্য করিয়া।

গান

চরাচর ধরাতল, জ্ঞান করি করতল,
আকাশ পাতাল ত্রিভুবন।
নাহি কিছু অবিদিত, হিতাহিত সুবিদিত,
বল্যো দেই জনম মরণ॥
রোগ হয়ো রুগী কারি, বৈদ্য হয়্যে পরী ধরি,
সব কাযে হই সুনিপুণ।
সে প্রকার লোক যাঁরা, বিশেষ জানেন তাঁরা,
আর আর আছে যত গুণ॥
বয়েস হয়েছে যাটি, কোন কর্ম্মে নাহি ঘাটি,
আঁটা আঁটি জানি ভাল রূপ।
পরিচয় নাই যাঁই, বিশেষ জান না তাই,
সূর্য্যকান্ত নিজে বহুরূপ॥
যে কর্ম্ম করিতে বল, যথা ইচ্ছা তথা চল,
কোন কাযে না হইব কম।
জানি কত ফেরফার, সাধ্য আছে বোঝে কার,
সূর্য্যকান্তে ভয় করে যম॥

এই শুনিলে বাপু! যা বলিলাম বুঝিতে পারিলে কি না? "হাঃ হাঃ হাঃ" বাপু! ইহা ব্যতীত সূর্য্যকান্তে আর২ কত গুণ আছে তা শুনিবে? তবে বলি শোন, বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষায় কত মনযোগ ছিল এবং কেমন সুশিক্ষে করিয়াছি, আগে তাই বলি।

পদ্য।

বাবার জ্যোতিষ গ্রন্থ ছিল ঝুড়ী ঝুড়ী।
পড়িতে দিতেন ছিঁড়ে করিতাম ঘুড়ী॥
তিনি বড় ছিলেন পেটুক পাঁঠা খোর।
চুরী বিদ্যা শিখে আমি খাতু পাঁঠা চোর॥
অদ্যাপি ছাড়ি না বাপু! পাঁঠা আর পাঁঠী
হাড়ী পাড়া ঢুকিলে মারিতে আসে নাঠী॥
জ্যোতিষেতে লেখা আছে সীতার হরণ।
ব্যাকরণে শিখিয়াছি রাবণের রণ॥
দ্রৌপদী বসিয়া কাঁদে অশোকের বনে।
না বুঝে করিয়া প্রেম বেহুলার সনে॥
কীচক বিনাশ করি চাঁদ সদাগর।
রাজত্ব কাড়িয়া নিল সোণার লাহোর॥
শক্তি শেলে পড়িলেন অর্জ্জুন সারথি।
হনুমান্ আনিলেন গঙ্গাভাগীরথী॥
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে যান্ চড়িয়া জাহাজ।
টুপী খুলো কাঁদে আসি সকল ইংরাজ॥

কেমন বাবু! শুনিলে? সব বুঝিলে তো? কবিত্ব শক্তিই পৃথিবীর সার পদার্থ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার অপ্রতুল নাই। শাস্ত্রেও নাকি কবিত্ব শক্তির বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন, বাবার মুখে এ কথা শুনিয়াছিলাম। ছেলেব্যালা ধরাধরী করিয়া বাবা আমাকে এই শ্লোকটী শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তা এখনও ভুলি নাই, কড়ায় গণ্ডায় মনে আছে, যথা

"নরত্বং দুর্লভা লোকে, ভাবার বিদ্যা তত্ত্ব সুদুর্লভং।
তারপর কবিত্বং দুর্লভা তত্বং শ্বেরশক্তি তত্ত্ব সুদুর্লভং॥"

"মানি নাম পিতিষ্ঠাস্তু, মগম শাস্বতী সমে,
যৎক্রৌঞ্চিং মিথুনা দেকাং মবধি কাম মোহিনীঃ॥"

কেমন বাপু! ঠিক্ রাখিয়াছি কি না? এ তো কাঁচা সমস্কার নয়? আবার এ ভিন্ন আপনি পড়ে্য পড়ে্য আর একটী ভাল প্রেমাণ পেয়েছি তা শুনিবে? এই শোন বলি, দেখ দেখি লাগে কি না।

"লঙ্কায় রাবণ মলো, বেউলো কেঁদে রাঁড় হলো,
ও শিব! তোর মাতায় লাথ!॥"

সে যা হোক, এখন বল দেখি বাপ! বিষয়টাই কি শুনি।

সর্ব্বনাশ। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া)। আসুন, এদিকে সরে্য আসুন, একটু গোপনে বলিব।

(সকলের স্বস্ব নিকটে উপবেশন)

সর্ব্বনাশ। (মৃদু মৃদু)। কোথা? লাহিড়ি মহাশয় কোথা?

(পশ্চাদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কোথা হে শ্রীকণ্ঠ ভায়া! এখানে আছ কি না?।

গদাধর } একত্র। (মৃদু মৃদু)। হঁ, এই যে আমরা সকলেই.
শ্রীকণ্ঠ } আছি (ভূধরকে সম্বোধন করিয়া)। যান্, কিছু অগ্রসর হউন, "শুভস্য শীঘ্রং"।

ভূধর। (মৃদু স্বরে)। এই যে হইয়াছে, বলুন না এঁরার মহাশয়। আর গৌণ কি?।

সর্ব্বনাথ। (চারিদিক চাহিয়া, মৃদু মৃদু)। কথাটা কি মহাশয়! আঃ! আপনি তো সকলই জানেন; ভূধর বাবুর অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, সুতরাং এ স্ত্রীটী ওঁার বড় মনোনীতা নয়; কিন্তু কি করেন, অগত্যা তথাপি উনি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এক প্রকার কষ্টস্রোতে কাল ক্ষেপ করিতেছিলেন। এক্ষণে উঁহার সেই অপাত্রে অনুচিত সমর্থিত অনুরাগই মঙ্গলের বীজ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে; উঁহার মাতা ভগিনী প্রভৃতি গুরুজন ও গৃহজনেরা মনে করিয়াছেন ভূধর ঐ স্ত্রীর বশীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মতের বহির্গত হইতেছে। বিশেষতঃ ঐ বধূটীকে তাঁহারা কেহই দেখিতে পারেন না; এই নিমিত্তই সকলে একবাক্য হইয়া মনস্থ করিয়াছেন ভূধরের আর একটী বিবাহ দিয়া, স্ববশে আনিবেন; ফলতঃ ভূধর বাবু কিছু তাঁহাদের মতের বহির্গত নন্।

সে যাহা হউক, যে পাত্রীটীর সহিত এক্ষণে সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হইতেছে; সেটী ইঁহার অত্যন্ত মনোনীতা, উনি তাহাকে

ইতঃপূর্বে বারংবার দেখিয়াছেন, এবং তদর্থ ব্যাকুল আছেন অতএব ইহাঁর বাসনা, শাশুড়ী ভগিনী প্রভৃতি, যে উদ্যোগ করিতেছেন, সে কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু কথা কি জানেন? এবিষয়ে কর্ত্তাটির একান্তই মত নাই; অতএব যদ্যপি অদ্য কল্য কোন সময়ে আপনি একবার আসিয়া, গণনা করিয়া ভালরূপে বলিয়া যান্‌ এ বৌটীর সন্তান সন্ততি হইবেক না; তবেই সকলকার এক মত হয় এবং বিয়েটী সম্পন্ন হইয়া যায়।

সূর্য্যকান্ত। "হাঃ হাঃ হাঃ" এই বৈ তো নয়? এ আবার শক্ত কথা কি? আচ্ছা, আপনারা নিশ্চিন্দী হইয়া থাকুন, কর্ত্তা আছেন, আমি আছি, একদিন উজ্জুগ সজ্জুগ করুন্‌ গো। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)। তবে আমার কথাটা কি বাপু জানেন? আমরা সব, হইলাম দুঃখি দারিদ্রী মানুষ, দু দণ্ড দুঃখু সুক্ষু না করিলে সংসার চলে না, আবার কপালে পোড়া কিস্তিটা পড়িয়াছে, যে দুরান্ত জমীদার, টাকা কাছায় বান্ধিয়া নিদ্রা যাইতে হয়; তাই বলিতেছি, খাজনার ৫ টী টাকার এ পর্য্যন্ত ভারী অসমস্থান রহিয়াছে, অতএব এ মাসের এ কটা দিন চুপ্‌ করিয়া থাকুন্‌, পরে আমি কাষ্য শেষ করিব।

সর্ব্বনাশ। (মনে মনে)। বোঝা গিয়াছে; ইহারা সে-কেলে ঘাগী; কথায় নয়; কাযের-। (দুধরের পকেট হইতে ৪ টী টাকা লইয়া, প্রকাশ)। না না গণক মহাশয়! তা হবে

না ; কালই সকাল বেলা আসিতে হইবে ; এ আপনার খাস্ তালুক, এই খাজনা ধরুন। (হাতে হাতে প্রদান)।

স্বর্ণাকান্ত। (অর্থ পাইয়া পরিতোষে)। আচ্ছা, বাপু! তবে আজ আসি।

(সকলের প্রস্থান).

স্বর্ণাকান্ত। পথে যাইতে যাইতে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া, স্বগত)।

আঃ! ব্যালাটা এত হইয়া গিয়াছে! যা হউক, আজকার সুপ্রভাত বটে, ৪ চারিটা টাকা হাত হইল, গিন্নীর মনের দায়ে নিষ্কিন্দী হইলাম। উঃ-! কি রোদ্র!

(দ্বিতীয় প্রহর বর্ণন)

অভিপ্রায়।

পদ্য।

—

প্রখর গগনে দিনকর,
দিবা হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
জিনিয়া জ্বলন ছবি, উপরে উদিত রবি,
উত্তাপে ধরণী খরতর॥

মর্ত্ত্যাদের দুষ্কৃতি জ্বালায়,
ধরা বুঝি ধরাতল যায়।
তাই তে সহস্র কর, প্রসারি সহস্র কর,
রাগে বুঝি ধরিছ ধরায় ?॥

মরীচিকা ঝিকি মিকি জ্বলে,
ভূভাগ ডুবিল যেন জলে।
বিলোল কল্লোল মালা, তরু নষ্ট করে খেলা,
ভ্রম হয় জলে আর স্থলে॥

অথবা এরূপ মনে লয়,
ভূধাম হইলে বুঝি লয়।
সাগর ডাগর হয়ে, ডুবান আপান বয়ে,
সংসার করিল জলময়॥

জীব জন্তু আকুল অন্তরে,
আতপে তাপিত কলেবরে।
কি বিপত্তি রাম রাম, ঝর ঝর ঝরে ঘাম,
তবু দাহ, দেহ দাহ করে॥

শুকাইল তরুলতা দল,
ধরেছিল নব নব দল।
পথে না চরণ চলে, সবে বলে যাই জলে,
প্রাণ করে সদা জল জল॥

বৈকাল সুখের কাল বটে,
কবিরা এরূপ ভাব রটে।
কিন্তু দুপুরের বেলা, যমে আর জীবে খেলা,
যদি রয় এ জীবন ঘটে॥

আহা! একি স্বভাবের ধারা,
একি দেখি বিপরীত ধারা!
এইমাত্র ছিল যাহা, আর নাহি হেরি তাহা,
আহা মরি! ভেবে হই সারা॥

নিশি নাই শশী নাই আর,
কোথা সেই বাতাস উষার।
এখন ভাস্কর কর, দগ্ধ করে কলেবর,
সংসার করিল ছারখার॥

পশু পক্ষী ভূচর খেচর,
উত্তাপে হইয়া জর জর।
গাছের ছায়ায় গিয়া, রহে সবে ঘুমাইয়া,
নিদ্রাবেশে হইয়া কাতর॥

মন্দ মন্দ মলয় পবন,
বহিতেছে বটে অনুক্ষণ।
কিন্তু আগুনের কণা, ছুটে তাতে অগণনা,
ভস্মরাশি করিল জীবন॥

পথিকেরা শুইয়া ছায়ায়,
চাদর পাতিয়া নিদ্রা যায়।
কারু আছে বোচ্‌কা মাতে, কেহ দেয় হাত মাতে,
কেহ কেহ লুণ্ঠিত ধূলায়॥

পিউ পিউ পাপিয়ার রব,
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে সব।
তারা পেয়ে আলো ভালো, নাচে গায় কালো কালো,
করে মদনের মহোৎসব॥

কুহু কুহু কোকিলের ধ্বনি,
উহু উহু করে বিরহিণী,
কোকিলের কুহু রব কেন আর প্রাণ সয়,
ভূমি দেখি করে উহু ধ্বনি॥

বানর বানরী কুতুহলী,
শাখায় বসিয়া গলাগলি।
অতিশয় মদন বাণে, মত্ত সুখ রসপানে,
বলাবলি আর কলাকলী॥

ভ্রমর ভ্রমরী গোঁজে গোঁজি,
বকের স্তবক মাঝে খোঁজি।
টকাটক্ করে রব, শ্বাস বহে ঘন ঘন,
শোষে প্রেমরসে ঢলাঢলী॥

হোহ হোহ রাখালের দল,
গোকুলে গোকুল লয়ে চলে।
কবলে তৃণের গুচ্ছ, উচ্চদিকে উড়ে পুচ্ছ,
হম্বা রব ধেনু বৎস দলে॥

ধবলি! শ্যামলি! বলি মুখে,
রাখাল চলিল গোষ্ঠ মুখে।
হারে রেরে রেরে রব, বলে চল ভাই সব,
গোরু বান্ধি নিদ্রা যাই সুখে॥

ঐ ভাই! গেল ভোর ভেড়ো,
ফিরালে মারিতে ধায় ভেড়ো।
শ্যামল শস্যের ক্ষেতে, হাবুড়ো পড়িল খেতো,
খেতো চাও চল ভাই! ছেড়ো॥

কৃষকেরা ছাড়িয়া লাঙ্গল,
ঘরে যায় হইয়া পাগল।
গৃহিণী লইয়া তেল, পরিবারে দেয় ঢেল,
খায় পরে যেমন সম্বল॥

সে সময় সুসময় নয়,
নিন্দুকেরা যত মিষ্ট কয়।
গায়ে যেন বিষ লাগে, রেগো উঠে আগেভাগে,
বলে মাগি! এ দুঃখ কি সয়?॥

তোমা লাগি হয়েছি পাগল,
আর কি করিতে বল, বল?।
কটিতে কৌপীন পরা, মাতায় চুলের জরা,
রাঙ্গা আঁখী সদা ছল ছল॥

(১) (নেপথ্যে মহান্ কলকল)

অভিপ্রায়।

কবিতা।

ধর ধর পুরবাসি,
গলায় বাঁধিল ফাঁসী।
এমন ছেনালী, আগে নাহি জানি,
কি করিল সর্ব্বনাশী!॥

আলো আলো মর্ ছুঁড়ি,
এখনি হলো লো বুড়ী।
জানি তোর গুণ, সাদা হৈল চুন,
আহা কি রূপের ঝুড়ী?॥

কি হৈল কি হৈল হায়!
পড়িলাম খুন দায়।
একে নারী বধে, পাপ উর্দ্ধ পদে,
ধন মান ধর্ম্ম যায়?॥

সেকি সেকি কেন কেন?
প্রেয়সি! গাইল কেন?
হৈলে দোষ গুণ, হতে হয় খুন?
আপনি দুর্বুদ্ধি যেন?॥

---

(১) কলকল,—কলরব।

বৃথা কেন করি রোষ,
বাবার কি দিব দোষ।
পোড়া দেশ ছার, পোড়া দেশাচার,
জারিত কষ্টের কোষ॥

(প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী মহাশ্মশান, প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ)

---

(১) (মাহেশ্বরী, রামবিলাসিনী, সর্ব্ব সুন্দর শিরোমণি, ব্রজবিলাস, ভুবনেশ্বর, এবং হস্তে রজ্জু লইয়া আলুলায়িতকেশা জীবিতাবশেষ: মরণাবেশবেশা উন্মাদিনী মোহিনীর প্রবেশ)

মাহেশ্বরী। (ক্রোধান্বিতা ও চকিতা)।

ধর ধর পুরবাসি!,
গলায় বসিল ফাঁসী।
এমন চণ্ডালী, আগে নাহি জানি,
কি করিল সর্ব্বনাশী॥

রাম বিলাসিনী। (হস্তে)।

আলো আলো মর ছুঁড়ি!
এখনি হলো লো কুড়ী।
জানি তোর গুণ, দাদা হৈল খুন,
আহা কি রূপের বুড়ী?॥

---

(১) শাশুড়ী, ননদ, শ্বশুর, স্বামী, দেবর এবং ব্রজবিলাসের প্রথমা স্ত্রী। জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্শ্বগ্রামবাসী কোন গৃহস্থ পরিবার। ভুবনেশ্বর,—গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র।

সর্ব্বসুন্দর। (ব্যস্ত সমস্ত ও বিমর্ষভাবে)।

কি হৈল কি হৈল হায়!,
পড়িলাম খুন দায়।
একে নারী বধে, পাপ ঊর্দ্ধ অধে,
ধন মান শর্ম্ম যায়॥

ব্রজবিলাস। (অবাক্ হইয়া)।

সে কি? সে কি? কেন? কেন?,
প্রেয়সি! সাহস হেন?।
হৈলে দোষ গুণ, হতে হয় খুন,
আপনি সুবুদ্ধি যেন?॥

ভুবনেশ্বর। (চকিত, বিরক্ত ও ভীত হইয়া)।

বৃথা কেন করি রোষ,
বাবার কি দিব দোষ।
পোড়া দেশ ছার, পোড়া দেশাচার,
ভারত কষ্টের কোষ॥

সূর্য্যকান্ত। (পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে)। হেঁ! উদ্বন্ধন?।

মোহিনী। (বটবৃক্ষ শাখায় রজ্জু সংযোগ করিয়া রোদন করিতে করিতে, স্বগত)।

হা! এ হতভাগিনীর সংসার আশ্রমের সুখ সম্ভোগের আশা সকলি ফুরাইল। (বাষ্পকণ্ঠে মৃদু মৃদু)। হা বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছিল! হে জগদীশ্বর! এই হতভাগিনী, অসহ্য সতিনী যন্ত্রণা ও পতির চির বিরহ একান্ত সহ্য করিতে না পারিয়াই এই অকর্ত্তব্য পাপ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতেছে—উদ্বন্ধনে প্রাণ বিয়োগ করিতেছে, দেখো২, হে ভগবান্! তুমি দয়াময়, যেন ও নামের মহিমা থাকে। আমি এই তোমাকে স্মরণ করিয়া তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যেন স্মরণ রয়, এক্ষণে আর কিছুই চাই না। হে দয়াময়! দয়া করিয়া কেবল এই দুস্তার পাপ পঙ্ক হইতে নিস্তার করিও, দোহাই তোমার, হে দীননাথ!—শুনিয়াছি "অপঘাত মৃত্যুতে বড় পাপ হয়" (রোমাঞ্চ ও গাত্র শিহরণ) দেখো ঠাকুর! আবার এ অভাগীর যেন সে পাপটীও না হয়, এই ভিক্ষা দিও। (ক্ষণকাল রোদন করিয়া) হে ঠাকুর! শুনিয়াছি "মনুষ্য জন্ম বড় দুর্লভ জন্ম" অতএব মরিয়া আর একবার যেন মনুষ্য দেহ পাই, এই করো। যদি পুরুষ হই, তবে যেন এক স্ত্রী থাকিতে অন্য বিবাহে মতি না হয়। যদি নারী হই, তবে যেন আবার এই দুর্ব্বিবার সতিনী যন্ত্রণায় না পড়ি।

হে অগতিনাথ! পতিত পাবন দীনবন্ধো! পতি, কুরূপ কদাকার হন, আর দুঃখ পাই, কিন্তু তিনি যেন এককালে একটী বৈ অনেক স্ত্রীর পতি না হন, এই প্রার্থনা। আর, পতি, দুঃখী দরিদ্র হন, আর আমি, দিনান্তে ভিক্ষায় ভক্ষণ

করিয়া কাল যাপন করিব, বর না পাই, নাই নাই, তথাপি যেন মনের মত একটী বর পাই ঠাকুর!—বনে বনে বেড়াইব,—গাছের ছাল পরিব,—গলিত পত্র খাইব,—গিরিগুহা বাসগৃহ হইবে,—শ্যামায়মান নব নব দূর্ব্বাদল সুশীতল শয্যা হইবে,—দক্ষিণহস্ত বালিশ করিয়া পতিকে শয়ন করাইব—তাহাতেই সুখে শয়ন করিব, হে ঠাকুর! তথাপি যেন পতি, সতিনীর পতি না হন, অবলার গতি পাতিব্রত্যের যেন ক্ষতি না থাকে, সাধ্বী স্ত্রীর পরম ধন পতির প্রেমধন যেন সতিনী হস্তে না যায়। দোহাই-দোহাই-দোহাই-অন্তর্যামি! এই ভিক্ষা দিও, নচেৎ এই স্ত্রীহত্যার পাপ তোমার হইবে, আমার নহে।

হে বিশ্বনাথ! আমি মনে জ্ঞানেও তো কখন তোমার নিয়মের অন্যথা করি নাই, বরং তাহা প্রাণপণে রক্ষা করিয়া চলিয়াছি, পতিকে এক নিমেষের নিমিত্তও অভক্তি করি নাই-স্বপ্নেও পরপুরুষে অভিরুচি জন্মে নাই। যদি সে পথ সুপথ জ্ঞান করিতাম, তবে কেন এ পাপ কর্ম্ম করিব, এবং তবে কেন ভীতা হইয়া তোমার নিকট এত বিনয় করিতে হইবে; যে জন্য এই আত্মহত্যা করিতেছি, পরপুরুষ বিশেষেও তো আপাততঃ ইহার অনেক দুঃখ দূর হইতে পারিত?! না, না, তা ভাল নয় ঠাকুর! তাহাতে তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। সে পাপ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সামান্য পাপ নয়, অক্ষয় পাপ। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন—যত দিন দিন যামিনী হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত কামিনীদিগকে সেই মহা-

পাতকজন্য দুষ্কর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই, হে জগন্নিয়ন্তা! আমি সাহস পুর্ব্বক বলিতে পারি তদপেক্ষা আত্মহত্যা উচিত ও নিস্তর পুণ্যের কর্ম্ম, বরং বিষ পান, বরং উদ্বন্ধন, বরং ঊর্দ্ধ হইতে নিপতন, বরং জল প্রবেশ, বরং জ্বলন্ত হুতাশন প্রবেশ দ্বারা আত্মহত্যা করা ভাল, তথাপি স্ত্রীলোকদিগকে পরপুরুষের মুখাবলোকন করিতে নাই। এ বিষয়ে শাস্ত্রেও গুরুতর নিষেধ আছে।

(ক্ষণেক চিন্তিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া।)

হা! এত বিলম্ব করিতেছি, ত্বরা করি; কেউ দেখিয়া ফেলিবে। (রজ্জু ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে, কৃতাঞ্জলি।) হে জগদীশ্বর! হে ভূতভাবন! হে দয়াময়! হে সর্ব্বান্তর্যামি! তুমি সর্ব্বস্থানেই বিরাজ করিতেছ—সকলি দেখিতেছ, এ হতভাগিনীর সময় শেষ হইয়াছে, কাল নিকটবর্ত্তী; আর কিছু বলিতে পারিল না, ঠাকুর! আর কি বলিব; যাহাতে তোমার নিষ্কলঙ্ক করুণাময় নামে কলঙ্ক না হয়,—যাহাতে তোমার দয়াময় নামের মহিমাটী বজায় থাকে, কর।

(ক্ষণকাল রোদন করিয়া।)

হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা ভ্রাতৃবর্গ! হা ভগিনীগণ! হা আত্মীয় স্বজন! এমন সময়ে তোমরা কোথায় রহিলে, শেষকালে তোমাদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল না, এই খেদ রহিল। হা! তোমাদের মোহিনী এই জন্মেরমত বিদায় হয়—কোথায় যাইতেছে, একবার আসিয়া দেখিলে

না৹। হা! তোমরা বলিতে "আমাদের মোহিনী অতি শান্ত মেয়ে, বড় সুধীর, দিবানিশি মুখে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে, উচ্চ কথাটী নাই।" হা! এস্যো এস্যো, দেখ এস্যে, একবার দেখে যাও, তোমাদের সেই মোহিনীর সেই হাস্যমুখের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, হাস্যের পরিবর্ত্তে এখন হা হা শব্দ অনবরত নির্গত হইতেছে, অজস্র অশ্রুধারা বহিতেছে, এস্যো এস্যো একবার দেখ, এখন কেমন দেখায়!।

হা! তোমরা বলিতে "মোহিনীর গড়ন খানি কি সুডৌল! হাত দুটী যেন পদ্মের মৃণাল! মুখখানি যেন আধফুটো পদ্মফুল! আহা! অভাগী, চক্ষু দুটী যেন হরিণী হইতে হরণ করিয়া এনেছে! চুলগুলি যেন চামরের মত। কথা গুলি কি মিষ্ট মিষ্ট!—যেন মধুমাখা, কোকিলের কুহু ধ্বনি জিনিয়াছে! আহা! এ সময়ে তোমরা কোথায় রহিলে, দেখিলে না? তোমাদের সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মোহিনী, এখন আবার কেমন এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্মশানের বটবৃক্ষে ঝুলিতেছে। সে তোমাদের নিকট আর যাইবে না, তোমরাও আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না, তার মানবলীলা সাঙ্গ হইল, তার পতিব্রত উদযাপন, আসিয়া দেখিলে না?।

হা! তোমরা বলিতে "মোহিনীর কপালটা ভাল, যেমন হোক্ একটা চাকুরে ডাক্তারের হাতে পড়িল, দশখানা অলঙ্কার প্রত্যেকবার পরিয়া মনের খেদ মিটাইতে পারিবে।" আহা! এ সময়ে তোমরা কোথায়? তোমাদের সেই ভাগ্য

বড়ী মোহিনী গলদেশে কেমন অলঙ্কার পরিতেছে দেখিলে না ?। (রজ্জুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, রোদন করিতে করিতে)। অলঙ্কার প্রতীকার হইবে তোমরা বলিয়াছিলে, তোমরা স্বজন ও গুরুজন, তোমাদের কথা মিথ্যা কেন হইবে? এই দেখ তোমাদের মোহিনীর অলঙ্কারই প্রতীকার হইল, লোক পাঁচনরী পরে, তোমাদের মোহিনীর এই তে নরীতেই পৃথিবীর সকল সাধ মিটিল। হা নিষ্ঠুর অদৃষ্ট! তোমাকে নমস্কার দি।

(ক্ষণেক চিন্তা করিয়া, একান্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া)।

হা নিষ্ঠুর সতিনি! হা নির্দ্দয় স্বামি! হা, পাষাণ হৃদয় শ্বশুর! হা ডাকিনি শাশুড়ি! হা রাক্ষসি ননদি! হা পোড়া পাড়া পড়সি! তোমরা আর মোহিনীকে কটু কহিও না। মোহিনী তোমাদের কত উপকারিণী, এবার বিশেষ জানিতে পারিলে তো ?। এই দেখ, মোহিনী প্রাণান্তপণে তোমাদিগকে নিষ্কণ্টক করিয়া গেল। আর কি উপকার করিতে বল, বল ?।

(ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)

হা দেবর ভুবনেশ্বর! এ সময়ে তুমি কোথায় রহিলে! আহা! চাঁদমুখে একবার "বড় বৌ, বড় বৌ" বলিয়া কি আর ডাকিতে হইল না ?। আজ তোমার নির্দ্দয় বড় বৌ তোমাকে ফাঁকী দিয়া কোথায় চলিল আসিয়া দেখ। হে প্রিয়তম! আজ হইতে তোমার অযত্ন আরম্ভ হইল। তোমার যে ডাকিনী মা,—যে দুরন্ত বোন, আমার কাছে যেরূপ দুরন্তপনা করিতে,

আর তাহা করিও না, করিলে অভিমানে বিস্তর কষ্ট হইবে, তাহারা কি তোমার সে আব্দার সহিবে ? । আর, আমার নিকট "মা মা" বলিয়া যেমন আসিতে, কি করিবে ; দুষ্টকে দূর পরিহার ! ছোট বৌর নিকট আজ অবধি সেইরূপ করিও । হা যাদু রে ! তুমি আজ অবধি মাতৃহীন হইলে, সাবধানে চলিও । কেহ কিছু বলিলেও তাহাতে কদাচ উত্তর করিও না । ছোট বৌ, দয়া করিয়া তোমার প্রতি যে পর্য্যন্ত সদ্ব্যবহার করে, তুমি তাহাই প্রচুর মানিও ।

হা বাছা ! বুক যে কেমন কেমন করিতেছে রে ? আর তোকে মনে করিতে পারি না । ঘরে জল খাওয়ার রাখিয়া আসিয়াছি, স্কুল হইতে আসিয়া অগ্রে তাহাই খাইও । বাছা ! আমার মাথা খাও, আমার জন্যে আর বৃথা হা হুতাশ করিও না, পীড়া হইবে, পীড়া হইলে তোমাকে কে দেখিবে, বল ? আর তোমার দেখিবার মানুষ নাই ? ।

(পোষা বিড়ালটীকে কোলে লইয়া)

বাছা ! যাও,—ঘরে যাও, আর কেন এ অভাগিনীর চারিদিকে "মাঁও মাঁও" শব্দ করিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, মায়া বাড়াও বল ? । তোমার নিষ্ঠুর মাও, এই তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিল । যাও, বাছা ! ঘরে যাও, এ শ্মশান ভূমি, বড় ভয়ঙ্কর স্থান, ঐ দেখ শৃগাল কুক্কুর সব চারিদিকে "হেঁ হেঁ" করিয়া বেড়াইতেছে, আর কিছুকাল পরে এখানে পাল পাল আসিয়া আমার মাংস শোণিত খাইবে ।

বাছা! যাও যাও, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই ঘরে যাও।

(মুখচুম্বন করিয়া)

বাছা! আমার ভুবনেশ্বরকে বলিও যে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, সৎকার করিয়া আসিয়াছি। আর, দাদা! যাও, তোমাকে কাঁদিতে বারণ করিয়া গিয়াছে। এবং আমাদিগকে অতি সাবধানে ঘর করিতে কত আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছে। (পুনর্ব্বার মুখ-চুম্বন পূর্ব্বক বিড়াল পরিত্যাগ এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন)। বাছা! যাও যাও, শীঘ্র ঘরে যাও, আবার কেন "ম্যাঁও ম্যাঁও" কর, আমার আর বিলম্ব নাই, আমার মৃত্যুর পর এ স্থান অতি ভয়ঙ্কর হইবে! তোমরা আর এখানে আসিও না।

(এই সময়ে বটবৃক্ষে এক টিকটিকী ডাকিয়া উঠিল, তাহাকে লক্ষ করিয়া)।

অরে অদূরদর্শি টিক্‌টিকি! তুই আর কেন এখন বৃথা টিক্‌টিক্ করিস্?। নিষ্ঠুর বজ্রের সহিত যখন এ হতভাগিনীর বিবাহ হয়, তখন তুই কোথায় ছিলি?। তোর দোষ কি? সকলি জন্মান্তরের তপস্যার ফল!।

(এই সময়ে বটবৃক্ষে বাতাস বহিতে লাগিল, তাহাকে লক্ষ করিয়া)।

ও বায়ু! তুমি কি আমার আয়ু গ্রাস করিতে আসিয়াছ?। ভাল ভাল! তুমি কি আমার প্রাণ বায়ুর সঙ্গী হইবে! বেশ বেশ! তুমি এ অভাগিনীর প্রাণবায়ুকে সঙ্গী

করিয়া লও, ভাল হইল, অভাগিনী একাকিনী কোথায় যাইত ! ।

(বটবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সম্বোধন করিয়া) ।

হে বটাধিষ্ঠাত্রি ! তোমাকে প্রণিপাত করি, এ দুর্ভাগিনীর যেন পরকালটা ভাল হয়, হে ঠাকুর ! এই আশীর্ব্বাদ কর, জগদীশ্বর দয়া করিয়া যেন এই অপঘাত মৃত্যু জন্য মহাপাতক ভিক্ষা দেন ।

(এই বলিয়া ঊর্দ্ধ মুদিত নয়নে গলে রজ্জু প্রদান)

সর্ব্বসুন্দর । (তাড়াতাড়ী নিকটে গিয়া) । হাঁ হাঁ ! কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ ! মা ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, ও কি কর২ ! এমত অপকর্ম্ম করিতে নাই । (বলপূর্ব্বক রজ্জু মোচন) ।

ভুবনেশ্বর ! (রোদন করিতে করিতে) । ও কি ও কি ! হাঁ হাঁ, মা ! ও কি করিতেছ ! স্থির হও, স্থির হও, এমন মহাপাপজনক দুঃসাহস করিতে নাই । (হস্ত ধারণ) ।

মাহেশ্বরী } রাগবিলাসিনী } (একত্র, দন্ত কিড়িমিড়ি পূর্ব্বক গালে ঠোনা মারিয়া আক্রোশে) ! মুয়ো আগুন, ভাঁটি-কুড়ীর বী, ভাই খাগী, আ মরণ ! কৈ ? মত্তে পাল্লি না ? সোগ্ কচ্চিস্ বুঝি ? মরবি তো এমন ভুখী শুদ্ধ বাঁধ্যেয় মরিস্ কেন ? মত্তে জানিস্ না ? অমনি অমনি কি মত্তে পারিস্ না ? মরবার কি আর ওষুধ পাস্ না ।

এ

মোহিনী। (মৃদুস্বরে রোদন করিতে করিতে সকরুণ)।

ও গো! তোমরা আর কেন আমাকে যন্ত্রণা দেও! আমি যে আর সৈতে পারি নে।

(শ্বশুর ও দেবরকে সম্বোধন করিয়া কাকুস্বরে)

ও গো! আমাকে ছেড়ে দেও, আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না'। (আকর্ষণ)।

ব্রজবিলাস। (আক্রোশে)। আঃ! মর্! মরণ্! হিংসা-তেই মলোন আর কি?।

মোহিনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে কাকুস্বরে)। ও গো! তুমি কেন আর এখনও আমাকে বক! এখনও তোমাকে এক বার ভাল করো দেখ্‌তে ইচ্ছা কয় কেন'। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

সর্ব্ব সুন্দর ⎫ (একত্রে। উহাদিগকে যথোচিত তিরস্কার করিতে
ভুবনেশ্বর ⎭ করিতে তাড়াইয়া দিয়া)।

চল মা! চল, চল চল, ঘরে চল। ছিঃ মা! অমন কি করিতে আছে, তুমি বুদ্ধিমতী কুলবধূ, এখানে লোকারণ্য হইয়াছে, আর এ স্থলে থাকিতে আছে? কলঙ্ক হইবে, চল মা! চল, চল চল। শীঘ্র চল, ঘরে যাই। (আকর্ষণ)।

মোহিনী। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে)। ও গো! তোমরা আর কেন আমাকে দুঃখ দেও', আমি কোথা যাব!। কেমন করো আর এ মুখ দেখাব! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

সূর্য্যকান্ত। (তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া, সবিস্ময়ে)। কি? কি? কি এ মহাশয়! ব্যাপারটা কি?।

ভুবনেশ্বর। (বিমর্ষ ও সলজ্জভাবে)। কেন আর মুখ পোড়ান মহাশয়! মাথা মুণ্ড কি বলিব? পিতৃ দোষ বাল্য বিবাহের ফল—অবধাত।

সূর্য্যকান্ত। (হাঁপ ছাড়িয়া)। কি? কি হয়েছে গা? কিছু-ইতো বুজ্‌তে পাল্লেম না।

ভুবনেশ্বর। আর কি বলিব মহাশয়! বলিতে রোদন আইসে, বুক ফাটিয়া যায়। পিতা, আমার জ্যেষ্ঠের অতি বাল্যকালে বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে উপযুক্ত বয়ঃক্রম সময়ে সে বধূটী দাদার নিতান্ত অমনোনীতা হইল; সুতরাং তিনি আর একটী মনোনীতা কন্যা বিবাহ করিলেন। এবং সেইটীতেই নিতান্ত রত হইলেন। ইনিই দাদার সেই অভা-গিনী প্রথমা স্ত্রী। দুঃসহ সতিনী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া এবং পতির চির বিরহে একান্ত অধীরা ও সংজ্ঞা শূন্যা হইয়া এই নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই বলিলাম পিতৃ দোষ বাল্য বিবাহের ফল—অবধাত।

সর্ব্বসুন্দর। (সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া)। বাছা! আর কেন মুখ পোড়াও বল, আমি কি করিব। পোড়া দেশা-চারই সর্ব্বনাশের মূলীভূত হইয়াছে।

আমি নিশ্চিত জানি বটে “বাল্য বিবাহ অত্যন্ত ভয়াবহ।” বাপু! এই নিমিত্তই ভগবান্ মনু স্বয়ং লিখিয়াছেন।

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীম।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা, ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"

বাপু! আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, বিলক্ষণ অবগত আছি এই বচনে হৃদ্যা শব্দের অর্থ এই যে বর আপুনি কন্যা মনোনীতা করিয়া বিবাহ করিবে। বর ত্রিশ বৎসর বয়সে দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা হৃদ্যা কন্যা বিবাহ করিবে, অথবা চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অষ্টবর্ষ বয়স্কা হৃদ্যা কন্যা বিবাহ করিবে। এই কাল নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলিলে ধর্ম্মভ্রংশ হয়।

আর, বাপু! তোমরা যে সব কথা বল, সে সমস্তই আমার বিলক্ষণ মনে লাগে। অমনোনীতা বনিতাতে সন্তান সন্ততির উৎপাদন কদাচ হয় না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তারাও একথাটী স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন।

"যদি হি স্ত্রী ন রোচেত, পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ, প্রজনং নৈব জায়তে॥ মনুঃ॥

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরস্পর অপ্রণয় থাকিলে বংশবৃদ্ধি হয় না। অতএব, বাছা! আর কেন মুখ পোড়াও।

আহা! এই দুঃসময়ে রাজা রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল। হা রাজা মহোদয়! ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বশতই কি তুমি অকালে মানবী লীলা সম্বরণ করিয়াছ?। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম তুমিই পরিগ্রহ করিয়াছিলে।

ক। বাছা ভুবনেশ্বর! তুমি আমাকে কি তিরস্কার কর? তোমার মাই এই সর্ব্বনাশের মূল।

ভুবনেশ্বর। তা বৈ কি মহাশয়! পিতা মাতাই তো অনর্থের হেতু।

ক। হায়! কি অদ্ভুত কাল পড়িয়াছে! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—শোক সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠে!। অরে দুরাচার দেশাচার! তুই দীর্ঘায়ুঃ হইয়াই সংসারী ভারতভূমিকে এককালে ছারখার করিলি!। তোর কি আর বিনাশ নাই রে!। তোর প্রভাবেই পৃথিবী এককালে পাপে পরিপূর্ণ হইল!। হারে! তুই কি ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিবি না?। তোর প্রভাবে অধর্ম্মই ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে,—অপকর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া সমাদরণীয়। তুইই শাস্ত্রকে অশাস্ত্র,—ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক,—পুণ্যকে পাপ, সুমন্ত্রণাকে কুমন্ত্রণা করিতেছিস

ক। প্রিয় স্বয়ম্বর! দুঃসময় দেখিয়া তুমিও কি আমাদের প্রতি এককালে স্নেহ সম্বরণ করিলে!—দয়াশূন্য হইলে?। আর কি তুমি এ পাপিষ্ঠ ভারতভূমির মুখাবলোকন করিবে না?।

গান

—

হারে দুষ্ট দেশাচার!, করিলি রে ছারখার,
তবু তোর না হয় সন্তোষ।

সোণার ভারত ভূমি, করিলি শ্মশান ভূমি,
ক্রমে তোর বাড়িতেছে রোষ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে এই পাই, ছেলো মেয়ো ভেদ নাই,
তোর মতে বিস্তর প্রভেদ।
সন্তানেরা পড়ে লেখে, এ তিন ভুবন দেখে,
দুহিতারা মনে পায় খেদ ॥
এ দেশের শুভঙ্কর, ছিল এক স্বয়ম্বর,
পলাইল ক্রমে তোর ত্রাসে।
যদি সে আসিতে চায়, তোর ভয়ে আসা দায়,
তেড়ো দিস্ তাহাকে উল্লাসে ॥
বাল্যকালে দিস্ বিয়া, পরস্পর ভিন্ন হিয়া,
বর কন্যা মিলন না হয়।
তাহাতেই বংশ নাশ, ধন নাশ ধর্ম্ম নাশ,
সর্ব্বনাশ শোকের উদয় ॥
পুরুষেরা যত চায়, বিবাহ করিতে পায়,
নারীর কপালে গণ্ডগোল।
পতিহারা বালিকারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
আর নাহি পায় পতি কোল ॥
এ তোর কেমন কর্ম্ম, না বাছিস্ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মর্ম্ম ভেদ ধর্ম্ম ভেদ কারি।
কে বুঝিবে এ চাতুরী, ধর্ম্ম পথ করি চুরী,
নিজে হোস্ অধর্ম্মের ধারী ॥
শাস্ত্র সব মিথ্যা হয়, ধন কর্ম্ম ক্ষতি ক্ষয়,
সুনর কুনর তোর কাছে।

লোকের কর্ত্তব্য যাহা, অকর্ত্তব্য তোর তাহা,
হেন গুণ শত শত আছে॥
পাতিয়া বঞ্চনা ফাঁস, করিলি রে সর্ব্বনাশ,
মজিলে কি রূপ হেন দশা।
আহা তোর কি কৌতুক, ভুজ হৈল নারী শুক,
পাপীর প্রধান হৈল যশা॥
ভেবো মনে পাই ব্যথা, গোপ্য হৈল শোনা কথা,
রাজ্যের বাড়িল রঞ্জন।
তাই ওরে তোরে বলি, যারে অন্য দেশে চলি,
ভাল বলি পাই তোর যশঃ॥

সূর্য্যকান্ত। (কিঞ্চিৎ ঈর্ষাযুক্ত হইয়া সর্ব্বসুন্দরকে সম্বোধন পূর্ব্বক)। মহাশয়! এটী কে? আপনকার কনিষ্ঠ সন্তান বুঝি?।

সর্ব্বসুন্দর। (প্রসন্ন বদনে)। হাঁ, মহাশয়! এখন আমার নয়, দশজনের, রাখিয়া যাইতে পারিলেই আমার।

সূর্য্যকান্ত। (রাগভাবে)! এটি কেতাবে পড়ে বটে?।

সর্ব্বসুন্দর। হাঁ, মহাশয়! সকলি দশজনের আশীর্ব্বাদ।

সূর্য্যকান্ত। (মুখভঙ্গিমা করিয়া)! হাঁ, হাঁ, বোঝাগিয়াছে, যাও; আর বলিতে হবে না।

সর্ব্বসুন্দর। (ত্রস্ত হইয়া)। কেন মহাশয়? বড় যে বিরক্ত হইলেন?।

সূর্য্যকান্ত। বিরক্ত হই নাই, দুঃখিত হইলাম।

সর্ব্বসুন্দর। কেন? কেন? দুঃখিত হইবার কারণ কি?।

সূর্য্যকান্ত। (সদম্ভে)। বল কি গো! দুঃখিতও হইব না? তোমাদের গ্রামে নাকি কোম্পানি থেকে একটা কলেজ বসিয়াছে?।

সর্ব্বসুন্দর। হাঁ, হাঁ, তার কি? বিস্তর যত্নে আমরা সর-কারের দয়ার পাত্র হইয়াছি, ছেলে পোলাগুলো মানুষ হইবার আশা হইয়াছে।

সূর্য্যকান্ত। (মুখ বাঁকা করিয়া)। হাঃ! বিলক্ষণ!। এত বড় বুদ্ধি শুদ্ধি লোক হইয়া আপনিও যে গড্ডের ফাঁদে গিয়াছেন?। এর চেয়ে গ্রামে মদের দোকান, গুলীর আড্ডা, কসবীর ঘর বরং ভাল ছিল। আপনকার চোখ ছিল না?। হেঁ!—কালেজটাকেও এই যে বিলক্ষণ খিষ্টেন করিয়া তুলিয়াছেন। যান যান; এখন বৌমাকে নিয়ে ঘরে যান। এত উতলা হইবেন না, মদ ধরিতে গেলেই এমন কি? এর চেয়েও বাড়া হইয়া থাকে, সব দেখতে হয়। তা বলিয়া কি ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ কত্তে হবে?। ও সব তো খিষ্টে-নের কথা, শুনিলে রাগ ধরে। বেলাটা অধিক হইয়াছে, অনেক ক্ষণ হইল আসিয়াছি। আমিও বাড়ী চলিলাম।

(সকলের প্রস্থান।)

সূর্য্যকান্ত। (পথে যাইতে যাইতে, স্বগত)।

পয়ার।

এ কি দেখি ঘোর কলি, ভাল মন্দ কারে বলি,
সকলি হইল একাকার।

যেথা যত ছিল টোল, তারাও মানিল গোল,
ধর্ম্ম কর্ম্ম হইল ছারখার ॥
যাহা যার মনে চায়, খায় আর নাহি ভায়,
করে তাই শাস্ত্র অন্ধ বলে।
নাহি আর কলাখলী, উঠে গেল দলাদলী,
চলাচলী সকলের দলে।
হইল রাঁড়ের হিত, স্বকার্য্যে জুলে হিত,
আর বা দেখিবে কত কত!
মেয়েগুলো লিখে পড়ে, সবে তারা ঘোড়া চড়ে,
কেনো আরো কত বুদ্ধি হবে।
যে শিকেছে করি যুক্তি, কোন দেবীদের মুক্তি,
তারা বুঝি একাকার হবে।
অনুমানে বুঝি তাবে, পাছেতে সম্মান যাবে,
স্বতন্ত্র চলে যায় করে ॥
ছিল যত সুরালয়, হৈল সব সুরালয়,
গোহত্যাতে নাহি গণ্ডগোল।
বাবুগিরী ধুমধাম, খোসনাম ক্রমশঃ,
বাজিয়াছে বজ্জাতীর ঢোল ॥
ঐ ছিল সমাজ সব, তারা সব হত রব,
কেলিঘরে দেখিয়া কৌশল।
রাণী বাকসা কত আর, নবদ্বীপ ম্রিয়মান,
নাই কৃষ্ণ নগরের বল ॥

যাঁরা সব বড় লোক, তাঁরা সব বড় লোক,
ধর্ম্ম লোপ হইতেছে তাই।
দেখো এই চৈনাপোঁদা, টেঁটি কাটা পা গোদা,
আমাদের সমাদর নাই॥
তাই হৈল ধর্ম্ম লোপ, ছুটিল ছটার তোপ,
সিটি পাটি ইংরেজ বেশ।
পিতা পুত্রে এক ভাব, বন্ধু ভ্রাত নাহি দাব,
নাহি আর সংস্কারের লেশ॥
ভেবো হয় ছাতি ভেদ, না বুঝিল জাতি ভেদ,
হুঁকা লয়ে লুকাচুরী খেলা।
তাহে কত ভাতি সঙ্গ, মদে এক গেলাসে রঙ্গ,
হয় সব সাহেবের চেলা॥
হায় হায় কব কায়, দেখে ছাতি ফেটে যায়,
সাজ গায় যায় ফিরিঙ্গী;
সিঙ্গে তার চলাচলী, হইতেছে গলাগলী,
এই কেন আমিষিক্তি মানি॥

সর্ব্বসুন্দর। (পথে যাইতে যাইতে, স্বগত)।

পদ্য।

কি দুরন্ত কলিকাল বলি কার কাছে।
ফুটিল ঘেঁটুর ফুল গোলাপের গাছে॥

বেদ স্মৃতি পুরাণেতে মিশায়েছে সবা।
পাপিষ্ঠ কলির চেলা বিদ্যে, রাহা, বলা॥
স্বার্থ লাগে আর্ত্তনাদ করি হায় হায়।
কে কহিল হেন বিধি লিখিলেক তাহায়?॥
অবিধি শাস্ত্রের বিধি কোথা পেয়েছে সেটি?।
স্বয়ম্বর নিষিদ্ধ বলিল কোন্ কেটা?॥
মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইতে নাই।
কোন্ শাস্ত্রে লেখে ইহা দেখিতে না পাই॥
তবে কেন করিল সে এত অনুমান।
কে বলিল বাজাইতে অকালের বেণু?॥
তাহাতে এখন এই হৈয়াছে দায়।
পাছে পাছে ধন মান আর সব যায়॥
নবদ্বীপে শচী পিসী, তাহার সন্তান।
গিরি গিরি করি এত তুলিয়াছে তান॥
বেদে নাই ভেদে নাই বেদে তন্ত্রে কোথা।
এ পর্য্যন্ত আনিতে না পারিলেন সেটি।
ওদিকেতে বাঙ্গাল রঙ্গেতে মহাশয়।
তানা নানা নানা নানা তুলিলেন সুর॥
সে সব সামান্য নয় অনেক প্রকার।
তাহাতেই হইয়াছে এ সব প্রমাদ॥
কুলীন অকালে ধরা হইল কুলীন।
ম্যাও ম্যাও বাজিতেছে কর্ত্তাগীর বীন॥
মাঝে মাঝে তাল দেন দেবীবর ভায়া।
সে তাল বেতাল যেন বেতালের মায়া॥

দূর হোক্ সে সব কথায় নাহি কায।
সব জ্বালা ঘুচাইবে এবার ইংরাজ॥
শিশু কাঁদে ইঁহাদের যীশু কাঁদ যেটী।
সকলের সব ফন্দী ঘুচাইবে সেটী॥
দিন কত কর গত হবে একাকার।
কলিকাতা চেয়ে দেখ নমুনা তাঁহার॥
সাহেব বাঙ্গালী আর নাহি যায় চেনা।
উইলসেনী খানা আনি বল খান কেনা?॥
গোটা কত বোটা মোটা বড় লোক আছে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুবিচার তাহাদের কাছে॥
তাহা বই হোই হোই ঢাকের বাঁ দিক্।
বাজে নাই কাযে নাই লাজে নাই দিক॥
কোথা গেলে মহারাজ শ্রীরাম মোহন।
তোমার ভারতভূমি হৈল কাঁটা বন॥
কি কর গো রাধাকান্ত রাজা মহামতি।
মনোযোগ কর দেশে হইল দুর্গতি॥
কেটো ছিঁড়ো হিন্দু ধর্ম্ম কর পরিষ্কার।
গোলযোগে কষ্ট ভোগে বাঁচি না যে আর॥
হায় রে হিন্দুর ধর্ম্ম সনাতন তুমি।
তবে কেন এ হেন হইল বঙ্গভূমি॥
বারো জনে গোল করি তোমারে হারায়।
দেখিলে তোমার দশা প্রাণ ফেটে যায়॥
কবে তুমি পুনর্ব্বার হইবে নির্ম্মল।
কত দিনে প্রচার হইবে তব বল॥

উঠিয়াছে যে দেখি বিষম গোলযোগ।
এ রোগ সুরোগ নয় সাংঘাতিক রোগ॥
কবি কয় মিথ্যা নয় এইরূপ ঘটে।
যে কালে পড়েছে দেখ কি বিপত্তি ঘটে॥

(অন্নপূর্ণার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর)

(হরিপ্রিয়া ও হরমণির প্রবেশ) (১)

হর। (কর্ণপাত করিয়া আস্তে আস্তে)। ও মা! ঐ বুঝি পাড়াগাবানী পোড়ারমুখী পদ্মী আস্চে গো! আ মরণ্! কি পোড়া! মর্!—ওর আর খেয়ো দেয়ে কোন কম্ম নেই? কেবল হুজুক নিয়েই আছে।

হরপ্রিয়া। (সবিস্ময়ে)। কৈ? কি পদ্মী? দেখো, ও যেন আবার ওখানে যায় না; খপ্পরা একে তো নেচে রয়েছেন। (সৌদামিনীর প্রতি মুখভঙ্গি)।

(পদ্মমুখীর প্রবেশ) (২)

পদ্ম। কোথা রে হর! কৈ? বৌ কোথা লো! তোরা সব কি কচ্ছিস্! আহা! শুনেছিস্ লা! জ্যেঠাই কোথা গো!

হরিপ্রিয়া। (ব্যস্তভাবে)। থাক্ মা! থাক্; ও সকল কথা আর আমার বাড়ীতে আনিস্ না মা! একে মনসা নিয়ে ঘর, তায় আবার ধুনোর গন্ধ পেলে কি আর রক্ষা থাক্বে?।

হর। (ব্যগ্রভাবে চুপ্ চুপ্)। হেঁলা পদ্ম দিদি! ও ভাই

---

(১) জহুধরের মাতা ও ভগিনী।

(২) প্রতি বেশিনী ব্রাহ্মণ কন্যা, বাল্যরণ্ডা।

কি পোড়া ভাই! শুন্যে অব্দি আমার বুকটা যেন গুর্ গুর্ করো উঠ্‌তেছে, মেয়্যের কি বুকের পাটা বোন! সর্ব্বনাশী কেমন করো গলায় দড়ী দিলে গা!। আমি হলো এমন খাণ্ডাত্‌কে অমনি আঁসবঠী দিয়ে দুখানা কর্ত্তুম, আর কি মুখ দেখ্‌তুম?।

(ভূধরের প্রবেশ)

ভূধর। (আক্রোশে)। মা! তোমাদের ও সব কি হই-তেছে গা! হর বুঝি কিছু জানে না? পদ্ম! তোর কি আর গপ্প করিবার জায়গা নাই? আর বুঝি কিছু কথা পাও না?!

(জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ)।

জয়শঙ্কর। (সকলকে সম্বোধন করিয়া, বিরাগে)। তোমরা সব চুপ্ করনা গা!—চুপ্ কর, ও সকল কথায় তোমাদের কায কি, বল দেখি?।

(অন্তঃপুরে গলায় দড়ীর কথা চুপ চাপ, সকলের প্রস্থান)

পদ্মমুখী। (তথা হইতে প্রস্থান করিতে করিতে, মনে মনে)।

অভিপ্রায়।

পদ্য।

—

পোড়া দেশ বাঙ্গালার মুখে দেই নুড়ো।
বেছো বেছো গড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ বুড়ো॥
আর যত দেশ আছে পৃথিবীর মাঝে।
ব্রহ্মার সুখ্যাতি করা সেই থানে সাজে॥

যে শুনি সবার মুখে সে দেশের (১) কথা
সে দেশ পড়িলে মনে, মনে পাই ব্যথা ॥
বিশেষতঃ ছেলেরা যখন পড়ে বই ।
কিছুই লাগে না ভাল শুধু তাহা বই ॥
আহা মরি কেমন সুন্দর সব কথা ।
শুনিলে অন্তরে যায় অন্তরের ব্যথা ॥
গোয়া নাই মন্দ নাই সবাই সমান ।
সবাই সমান সুখী সম ধন মান ॥
পিঞ্জরে থাকে না বদ্ধ গৃহস্থের নারী ।
কি সুখে কাটায় কাল আহা মরি মরি ।
বিবাহের কেমন সুন্দর সুনিয়ম ।
শুনিলে সন্তোষ জন্মে দূরে যায় ভ্রম ॥
কেমন সুন্দর করে আহার বিহার ।
কেমন গম্ভীর ভাব অন্তরের ভার ॥
কেমন সুন্দর সব কান্তিময় দেহ ।
না হয় সন্দেহ তথা না হয় সন্দেহ ॥
কেমন সুন্দর নর নারীর প্রণয় ।
না হয় সংশয় তথা না হয় সংশয় ॥
কেমন সুন্দর সভ্য বিরাজিত তথা ।
না হয় অন্যথা তথা না হয় অন্যথা ॥
কেমন সুন্দর নর নারী অসংকোচ ।
না হয় সংকোচ তথা না হয় সংকোচ

(১) ইংলণ্ড প্রভৃতি ।

সেদেশের লোক সব সরল সুজন।
এদেশের লোক সব নিষ্ঠুর দুর্জ্জন॥
সেদেশে অসুখ নাই সর্ব্বদাই সুখ।
এদেশেতে সুখ নাই সর্ব্বদা অসুখ॥
সেদেশেতে লেখাপড়া গুরুমন্ত্র জপ।
এদেশেতে পরহিংসা তপস্বির তপঃ॥
সেদেশেতে সসন্তোষ সর্ব্বদাই লোক।
এদেশের লোকে যেন সদা পুত্র শোক॥
পরদ্বেষ পর হিংসা পর প্রতারণা।
পরদার চৌর্য্য শাঠ্য কেবল যন্ত্রণা॥
এ দেশেতে যত দেখি নাহি কোন দেশে।
এতে কি মনের সুখ হয় পোড়া দেশে॥
অসুখ এদেশে দেখি প্রধান সম্পদ্।
আত্মহত্যা এ দেশেতে যেন মুক্তি পদ॥
ভাতারের মুখ যেন আকাশের ফুল।
জার গর্ব্বে এ দেশেতে মান্য করে কুল॥
স্বামির সঙ্গেতে যেন শত্রু ব্যবহার।
কদাচার এই দেশে সর্ব্বা সদাচার॥
মহাপাপ এ দেশেতে মহাপুণ্য গণি।
জড় কিম্বা জন্তু সম এ দেশের ধনী॥
এদেশী পুরুষ যেন এ দেশের মেয়ে।
এ দেশের মেয়ে বরং ভাল তার চেয়ে॥
দিবানিশি বহিতেছে অসুখের ঝড়।
দেখে শুনে সদা ভাবি হয়ে হই জড়॥

আর নাহি সয় দেহে নাহি রয় প্রাণ।
জন্মিয়া যে জন মরে সেই পুণ্যবান্॥
হায় বিশ্বনাথ! তুমি এমন নিষ্ঠুর।
তোমার অন্তরে নাহি দয়ার অঙ্কুর॥
তোমার আকার বিশ্ব তুমি বিশ্বময়।
তোমার এ পক্ষপাত উচিত তো নয়॥
প্রকৃতির সঙ্গে তুমি পরামর্শ করি।
অবশেষে করিয়াছ এই কারিগরি॥
তোমার প্রকৃতি যিনি ভাল জানি তাঁরে।
প্রধান কুহকী তিনি কে চিনিতে পারে॥
করিয়াছ এই কাণ্ড তাঁর সঙ্গে যুটে।
সাধে কি তোমারে বলি দুরন্তের মুটো॥
কবি কয় কুল কন্যে! কেন নিন্দা গাও।
হবিষ্য ছাড়িয়া বুঝি খানা খেতে চাও॥

[দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।]

তৃতীয় অঙ্ক।

(জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর)

(সৌদামিনীর প্রকোষ্ঠ)

(কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা। (সৌদামিনীকে সম্বোধন করিয়া, হাস্যবদনে)। কি লো বড় বৌ! কি কচ্চিস্? কই লো, বড় যে তোর গাটা কালো দেখ্‌ছি;—হলুদ্ মাখিস্ নি?!

নিতম্বিনী। (কাদম্বিনীকে সম্বোধন করিয়া, জিব কাটিয়া, বিস্ময়ে)। ও দিদি! ও মা! চন্নী কল্লো কি মা! কালো বল্লো কি গো! (চঞ্চলাকে সম্বোধন করিয়া) ও লো! ও যে তোর ভাতারের নামে আসে লো! তোকে যে সালো বল্‌তে হয়!।

চঞ্চলা। (বিরাগে)। যা ভাই! তোর ঐ বড় দোষ; কথায় কথায় ছল ধরিস্,—ঈস্! কুলীনের ঘরে আবার ভাতারের নাম ধত্তো নেই? মরুক্ গে; কি আমার পরকালের ভাতার রে! মলো সাক্ষী দেবে!—সে যে ভুলো গেছি যা!।

নিতম্বিনী। (সৌদামিনীকে সম্বোধন করিয়া)। ও বড় বৌ! বড় যে ঘটা দেখ্‌ছি লো! বাজ্‌না হলো; বমের গাছ হবে; আবার শুন্তে পাচ্ছি নাকি ইঙ্গরিজী বাজ্‌নাও আস্‌বে! ভূধর দাদার এ ব্যের যে বড় ঘটা শুঞ্চি লো! হর দিদী তো অধিকী ভাল দেখ্‌ছি! তোর ব্যেতে ভাই! অন্যে কি আমরাও জাস্তে পারি নেই! "বেরাল দেখে নি ভাত, কুকুর দেখে নেই পাত।"

কাদম্বিনী। (দুঃখিনী ভাবে)। দুর্ হোক্ লোন! ও কথায় আর কথা কৈতে ইচ্ছে হয় না!—"কারো সাগে বালী, কারো দুধে চিনী" দেখ্যে বড় দুঃখু হয়! তোরা কি জান্‌বি বল্ ভাই? যার আঁতে ঘা সেই জাস্তে পেরেচে!। ঘটা হবে না কেন বল বোন? এ ব্যে ভূধর দাদার হাতে কল্মের ব্যে; এতো পৈত্রিক ব্যে নয়? যে যা হোক্ কর্য্যে সার্‌বো; চুপ্ কর্য্যে থাক্‌তে হবে।

সৌদামিনী। (চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে ভাসাইতে, বাম পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলী দ্বারা ভূমি খুঁড়িতে২, অধোবদনে, মনে মনে)। হা! যাহা ভাবিয়াছিলাম, হত ভাগিনীর পোড়া কপালে কি তাহাই ঘটিল! এখন কি করি!—এই প্রতিবাসিনীরা কুলীন কন্যা; জন্মে কখন স্বামির মুখ দেখিতেও পায় না; উহারাও আমাকে উপহাস করিতেছে;—না করিবেই বা কেন? আমি উঁহাদের কাছে ভাতার ভাতার করিয়া ভাতারের বড় অহংকার করিতাম! হা! এখন যে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না।

হা নিষ্ঠুর পতি! তোমার কি এই ধর্ম্ম কর্ম্ম!—বিশ্বাস ঘাত করিলে!।

হা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম! তোমার বিচিত্র কর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি না। পুরুষ জাতি যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে? নারীদিগের বেলাই মহাপাপ। (ক্ষণকাল চিন্তা) হা! তাহা হইলেই বা কি হইত! যদিই সে বিধান চলিত থাকিত, তথাপি কি এ মর্ম্মান্তিক দুঃখ দূর হইত? একটা কুকুর বিড়াল পুষিয়া যদি তাহাকে ভাল বাসা যায়, সেটী হাত ছাড়া ~~হইলে মনে দুঃখ~~ এত হয় যে আর প্রাণ থাকিতে অন্য কুকুর বিড়াল পুষিতে ইচ্ছা হয় না!—সে ~~দুঃখই যখন এত~~ মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয়! তখন এ দুঃখের কথা কি কহিব!। (স্বামিকে লক্ষ) হা! নিষ্ঠুর! লোকে দুটো বিবাহ করে বটে, কিন্তু এত ঘটা করে না, গোপনে গোপনে সারিয়া থাকে; আর, প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সহিত হঠাৎ ব্যবহার পরিত্যাগও করে না; দুই দিক্ রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। হয় তো ক্রমে ক্রমে তাহা করিয়া লইতেও পারে। (ক্ষণকাল চিন্তা) হা নিষ্ঠুর! তোমার মনে কি এই ছিল? তুমি যে আমাকে এত মন্দ বাসিবে! এমন করিবে! একবার দেখাও দিবে না! আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। হা! এখনও কি আমি তোমাকে পাসরিতে পারি? আমি বড় পোড়াকপালী! না হইলে আমার কেন এ দুর্দ্দশা হইবে—হা! অমৃতে গরল উঠিল রে নির্দ্দয়!!!।

অভিপ্রায়।

পদ্য।

বিধি, বিশেষ যতনে। ২।
সৃজিলেন যত রত্ন এই ত্রিভুবনে॥
ভাবি, পাত্রাপাত্র মনে। ২।
দিলেন সে সব রত্ন এক এক জনে॥
শুনি, পুরাণ প্রমাণ। ২।
গজ রত্ন পুরন্দরে করিলেন দান॥
নাম, ঐরাবত তার। ২।
তরু রত্ন পারিজাত দিয়াছেন আর॥
উচ্চৈঃ—শ্রবাঃ নাম যার। ২।
এই অশ্ব রত্ন রত্ন হইল তাঁহার॥
হংস, যোজিত বিমান। ২।
এ রত্ন ব্রহ্মারে বিধি করিলেন দান॥
মহা,—পদ্ম নামে নিধি। ২।
এই রত্ন ধনেশ্বরে দিয়াছেন বিধি।
বিধি, দয়ার সাগর। ২।
কিঙ্কিনী মাল্য রত্ন পাইল সাগর॥
দয়া, উপজিল তাঁর। ২।
সেইরূপ পতি রত্ন দিলেন আমার॥
শোকে, বুক ফেটে যায়। ২।
তবে কেন এ দুর্দশা হৈল হায় হায়॥

মনে, ভাবিতাম আমি। ২।
হইলাম শচী সম, ইন্দ্র সম স্বামী॥
আজি, কি দশা আমার। ২।
হৃদয় বহিয়া পড়ে বাষ্প বিষ ধার॥
মুখ, তুলিব কেমনে। ২।
অভাগী আমার তুল্য নাহি ত্রিভুবনে॥
যদি, জানিতাম হেন। ২।
যতনে পরাণ তবে সপিতাম কেন॥
সপি, পাষণ্ডে জীবন। ২।
লাভ মাত্র হৈল শুধু ক্রন্দন রোদন॥
জীব, যত কাল আর। ২।
হইয়া রহিনু শুধু শোকের আধার॥
মুখে, হাহাকার ধ্বনি। ২।
শুনিয়া হাসিবে সব ভাগ্যবতী ধনী॥
সাধ, ছিল যত মনে। ২।
একত্র হইল আসি বিষাদের সনে॥
জ্বালা, সতিনীর যত। ২।
ভুগি নাই তবু হই ভেবে জ্ঞান হত॥
তাহা, ভুগিব যখন। ২।
ভাবিয়া না পাই জ্বালা হইবে কেমন॥
আছে, দুষ্ট লোক যত। ২।
পাইয়া অনাথা ছল করিবেক কত॥
কিসে, বাঁচিব সে দায়। ২।
ভাবিয়া সে সব আগে ভাগে প্রাণ যায়॥

পতি, এমন নিষ্ঠুর। ২।
একবার ভাবিল না অধর্ম্ম অঙ্কুর॥
করে, হোক্ হোক্ লোকে। ২।
কত আর সই বল সারা হই শোকে॥
কবি, করে হায় হায়। ২।
সতীত্ব রাখিয়া চলা বড় দোর দায়॥

নিতম্বিনী। (কাদম্বিনীকে সম্বোধন করিয়া)। চ ভাই! আমরা সব ঘরে যাই; আজ কম্ম বর;—বড় বৌয়ের ভাতারের বো, দুটো আমোদ আহ্লাদ কর্‌বো; রাত্তিরে জল ইসতে যাব; কুটুম্ব সাক্ষাৎ কত লোকের সঙ্গে কত আমোদ হবে. তাই বুঝি বড় বৌ আজ কথা কয়না; কাযকি বোন!—"মান্ বা নেই মান্, তোর বাড়ীতে যেজ মান?" তা কি ভাল লাগে?।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ) (১)

ক্ষেমা। (অন্তর্ব্বাষ্প নয়নে গদগদ কণ্ঠে, কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলাকে সম্বোধন করিয়া)। তোমরা এসেছ মা! বেশ্ করেছ; তাই ভাব্‌তে ছিনু—বলি আবার ডাক্‌তে যাব নাকি; দিদী ঠাকুরুণ, মা ঠাকুরুণ, তোমাদের খুজ্‌চে ছেলেন। ব্যালা হয়ে গেল, এখনও কিছু উজ্জুগ সুজ্জুগ হলো নি; এখনি

---

(১) সৌদামিনীর পিতৃকুল হইতে আগত। দাসী। ক্ষেমার আর কেউ নাই, ক্ষেমাই সৌদামিনীকে মানুষ করিয়াছে। কন্যা বাৎসল্য করে। সৌদামিনী ক্ষেমাকে মা বলেন।

আবার বার ব্যালা পড়্‌বে, যাও না মা ! এই ব্যালা কামান পাতনা গো, সব উজ্জুগ যুজ্জুগ করে সকাল সকাল সেরে নেও গো ; তোমাদের দাদার ব্যে, তোমরা কর্‌বে না তো কে কর্‌বে বল ? ।

চঞ্চলা। না মা ! আমরা ঘরে যাই ; যার বাড়ীতে কর্ম্ম, সেই যার্ আমাদের সঙ্গে কথা কয় না ; আর কি থাকতে আছে ? ।

নিতম্বিনী। বটে তো গা ! আমরা কি অম্‌নি এয়েছি, না, কখন হলুদ মাঁখিনি ? ।

ক্ষেমা। না মা ! অমন কথা বলো না ; তোমরা সব বুজ্‌দার মেয়ো ; বুজ্‌দে পার না কি মা !—ও কি আজ্ আছে যে তোমাদের সঙ্গে আমোদ কর্‌বে ?—ও মরো রয়েছে। যাও মা ! যাও ; তোমরা সব আমোদ আল্লাদ কর গো ; ওকে আজ আর কিছু বল্যো কায্ নি।

(সকলকে সঙ্গে লইয়া এয়োকামানে গমন)

(বিবাহের দিবস পূর্ব্বাহ্ণ)

(ভৃত্যদিগের গৃহ)

বেচারাম। (১) (নিধিরাম (২) কে সম্বোধন করিয়া)। [illegible] '—ছুঃশালা ; তুই ব্যাথ্যাই বামুনদের বাড়ী চাকুরী করো মরিস্ ? (ক্ষণকাল চিন্তা) না, তো শালার

(১) ভৃত্য।
(২) ভৃত্য।

কাছে বলা হবে নি ; তুই বড় বে আক্কেল নোক, ও সকল দেখ্‌তে পারিস্ নি।

নিধিরাম। (আহ্লাদে)। কি রে ভাই! মোকে বল্ না? বল্‌বি নি? রোস্; তোশালাকে নন্দামায় পেলে দি। (জড়াজড়ী আমোদ)।

বেচারাম। (হাতাহাতী করিতে করিতে আহ্লাদে অর্দ্ধউক্তি)। ছা ভাই! ছা;—বয়ি বয়ি; বয়ি রে!—শা!।

নিধিরাম। হেঁ ব শালা।

(জড়াজড়ী ছাড়াছাড়ী)

বেচারাম। আজ আস্তিরে কি জানিস্?।

নিধিরাম। কি রে ভাই?।

বেচারাম। দুঃশা!—দিদী ঠাকুরুণ রা সব জল হঁয়েত্তে যাবে যে রে!। দেখেছিস্ পাঁরগাঁর একটা কেমন দিদী ঠাকুরুণ এয়েছে!।

নিধিরাম। (আহ্লাদে)। হোঁ হোঁ, বেটে তো রে!— মুই যাব মুই যাব।

বেচারাম। মুই ভাই! একটা বড় বুদ্দি করে৷ একেছি।

(বৈঠকখানা হইতে)

জয়শঙ্কর। (ভৃত্যদিগের প্রতি)। কে আছিস্ রে!।

নিধিরাম। এজ্ঞে যাচ্চি।

(নিধিরামের গমন)

(অন্তঃপুর)

(কুল কামিনীগণের মনে মনে সন্তোষ)

অভিপ্রায়।

পদ্য।

কি আনন্দ নিশিযোগে সুযোগ সময়।
সরিতে যাইব জল কোলাহলময়॥
কে কার লইবে তত্ত্ব কোথা রবে কেবা।
আনন্দে করিব আজি বাসনার সেবা॥
পিঞ্জরে থাকিয়া বদ্ধ যত কষ্ট পাই।
যোগে যাগে দূরে যাবে সে সব বালাই॥
সাজিব সুসাজে আজি যাব বেশ্যা বেশে।
বল্লাবলী গলাগলী ঢলাঢলী শেষে॥
বাসর আসরে বটে ~~মজা আছে কিছু~~।
কিন্তু সে একাকী বর মেয়ে থাকে নিছু॥
ভাগাবলে আলো যদি নেবে একবার।
ভাগাড়ের মধ্যে শত শকনী সঞ্চার॥
এ নয় সেরূপ শুধু রমণী বাজার।
পুরুষ পরেশ আছে হাজার হাজার॥
বিশেষে যাহার সঙ্গে আছে যার মন।
সে কি কভু ছেড়োদেয় সুযোগ এমন?॥

লইয়া ফুলের জোড়া ছোঁড়াগুলো যত।
হোই হোই করিতেছে সাজিতেছে কত॥
হেরিয়া সে সব সাজ ব্যাজ নাহি সয়।
মনে করি কোলে করি যা হয় তা হয়॥
অপরূপ কাম রূপ কি গোঁফের রেখা।
রতির সহিত যেন মদনের দেখা॥
মুখে মৃদু মৃদু হাসে ভাসে মধুরস।
আকাশের মাঝে যেন বিজলী উদয়॥
সে হাস সে হাস নয়, সে ভাব সে ভাষ।
সুধাকরে কারে যেন কত উপহাস॥
এ বাড়ী ওবাড়ী যাব পরিয়া ঢাকাই।
ঢাকাই কেবল মাত্র কিছু না ঢাকাই॥
মাঝে মাঝে রং মশাল জ্বলিবে যখন।
দেখিব দেখাব রং রসাল তখন॥
চম্‌কে উঠি থমকে থাকি নাড়িব কাপড়।
পরস্পর পরস্পরে মারিব চাপড়॥
কি আনন্দ সে সময় রসময় যদি।
কাছে থাকি আঁখি ঠারে বাড়ে প্রেমনদী॥
ধন্য রে হিন্দুর ধর্ম্ম ধন্য আচরণ।
নাহি হেরি কোন দেশে আনন্দ এমন॥
ঘোমটা দিয়া খেম্‌টা নাচ নাচে কোন দেশে।
বলিহারি দণ্ডবত্ বাঙ্গালির দেশে॥
(সীতাপুর) (১)

(১) কন্যা কর্ত্তার বাসগ্রাম।

(রামকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর) (১)

(রামীর প্রবেশ) (২)

রামী। কোথা গো মা ঠাকুরুণ! কি কচ্চ? বো বাড়ী, সব চুপ্‌চাপ্‌ কেন?।

ভবমোহিনী। (৩) কেও!—রামী এলি, আয় মা! আয়। তোকে যে ডাক্‌তে গেছে রে। এত গৌণ কেন?।

রামী। পোড়া কপাল! রামীকে আবার ডাক্‌বো কে মা! সে আপ্‌নিই আসে, আপ্‌নিই যায়। হোগ্‌ মা! তোমরা সব যে ভাল বাস, হেসে২ ছটো কথা কও, তাই ভাল।

ভবমোহিনী। সে কি রে! ওমা! অমন কথা বলিস্‌ নে। শুনিস্‌ তখন, শামীর বাপ তোরে ডাক্‌তে গেছে।

রামী। হোগ্‌ মা! হোগ্‌। তোমরা সুখে থাক, সে সব্‌ গেছে কোথা! সকলি হবে। তুমি কি তেমন গিন্নী; তোমার কাছে কি কিছু বৈতে পাবে? তবে? এত তাড়াতাড়ী কেন ডাকতে পাঠিয়েছ?।

ভবমোহিনী। তোরে ডাকবোনা গা! তোর বোনের বো, ও মা! তোরা অমন করে বসে থাকলে কি চলে? তার

(১) কথা কর্ত্তা।

(২) নাপ্‌তেনী বড় গুণী, গুণ গান অষুধ বিষুধ কত জানে তার সংখ্যা নাই।

(৩) রামকিঙ্করের স্ত্রী।

আবার দোজ পক্ষের বর, তোর হাতেই গোড়া, তুই না এল্যে কি কোন কিছু হ'লে?।

রামী। (হাস্য বদনে)। বটে তো! আমার বোনের বো, আমি আন্‌বো না তো আর আস্‌বে কে; অবিশ্যি অবিশ্যিপ তা যা বল্‌তেছ মা! তা সত্যি কথা! দোজ পক্ষের বর জব্দ করা, না, ষোল ষাঁড় জব্দ করা। তা হোগ্‌গ্যে! রামী তোমার এমন মেয়ো নয়, যে, যাদু আবার উঁচো ঘাস খাবেন, তার কি যো রাখ্‌বো? দেখ্যো তখন, যাদু গোলাম বন্যে থ্যাক্‌বেন—ছেয়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে চাইবেন!

ভব। তোর কল্যানে তাই হলেই বাঁচি, রামি! সেই আঁশীর্ব্বাদ কর্! ভেবে আর বাঁচিনে; তিনি কারু কথা শুন্‌লেন না, মেয়েটাকে দোজ বরে কল্লেন,—ভেব্যে ভেব্যে রেত্যে ঘুমুত্তে পারি নে!

রামী। তার আবার চিন্তে কি! সব হবে, এখন যা যা চাই, তা সব এনে রেখেছ তো?।

ভব। তাই তোমাকে ডাকতে পাট্যো ছিনু মা! আমরা তো ও সব জানিনে; কি কি কত্তে হবে, সব জেন্যে রাখি, অষুধ বিষুধ গাছ গাছড়া কি কি আন্তে হবে বল?।

রামী। আর এমন কিছু আন্তে হবে না; রামী মন্তরে না কত্তে পারে এমন কম্মই নেই, তবুও অন্য অন্য সামিগ্রী গাছ গাছড়া কিছু চাই; তা এই আনিও। রাঙ্গা ধুতুরোর শেঁকড়, চিতের শেঁকড়, এয়ো স্ত্রীর বগলের মলা,

তেঁপলতের পাতা, এই চারটী সামিগিগরী আনায়ো রেখো, আর যা যা চাই, আমি আন্‌বো তখন।

আর, হাই আমলা, ঝাল ঝাড়া বাটা, এ সকল তো জানই। এ সয় একটা মাকু, আর, একটা কুলুপ আনিও; আর, বল্‌তে কি মা!—ভাতার সোহাগী এয়োরাণীর একটু* নেকড়া চাই, এই হলেই হৈল, আমি এখন আসি! আস্‌বো তখন। আমার কি এক জ্বালা মা'-শতেক জ্বালা! আর পারি নে। হাদে কি পোড়া মা! আবার ও পাড়ার চাটুয্যেদের ছোট বৌ টৌ নাকি ভাতারের কাছে শুতে চায় না! তাই ডাকতে এয়েছিল। (কিছু দূর গিয়া পুনর্ব্বার আ-সিয়া)। আ মরণ! পোড়া কপালী আসল কথাটাই ভুল্যে গেছ্‌লোম্ গা! হা দেখ মা! আগুণ খাকীর দুক্‌ড়ো কড়ী, আর, একটু সিঁদুর আনিও।

(রাণীর প্রস্থান)

(বিবাহের রাত্রি)

(বিবাহ সভা)—

(রতিকান্ত কুলার্ণবের প্রবেশ) (১)

রতিকান্ত। (উপস্থিত ঘটক ও ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে) ব্রাহ্ম-ণেভ্যো নমঃ; (অনেক ঘটককে সম্বোধন করিয়া) অহে কুল দেপক ভট্টায্য! সব চুপ্‌চাপ্‌ কেন হে! এ সামান্য নোকের কন্যের বিবাহ সবা নহে? এ সবায় ইন্দ্রী, চন্দ্র, বাউ, বরুণ,

(১) ঘটক।

কুবির প্রভৃতি দিক্‌পাল সকল আসিয়াছেন, কেবল যমরাজ আসিতে বাকী ছিলেন, তাই শঙ্কা উপস্থিত। এই সবায় কন্যেরত্নি কুলতিলক দত্তা ভোক্তা বদান্য মান্য ধন্য গণ্য সৌজন্য (মনে মনে) "পণ্যের বিষয়টাও কনো ওজন করিয়া মষ্টে গষ্টে যষ্ঠ গুণ নওয়া হইয়াছে, তায় কসুর নেই" শাণ্ডিল্য শিরোমণি শ্রীলশ্রীমান্ শ্রীযুক্ত রাম কিঙ্কর বান্দ্যঘটীয় মহাশয় মহোদয় মহাত্মা মহাপ্রতাপ মহাপ্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর কুলীন কেশর, আপনার উপযুক্ত পাত্রে রূপগুণে অদ্বিতীয়া শ্রীযুক্তা শ্রীমতী শ্রীলা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। আজ আর আনন্দের পরিসীমা কি। যেন, বল্লাল ঠাকুর নিজেই আসিয়া মটুকায় বসিয়া দেখিতেছেন। অহে কুল দেপক! কুল বাগীশ! কুলসঙ্কার ভট্টাচার্য্য! তোমরা কুল সংকীর্ত্তন আরম্ভ কর।

উপস্থিত ঘটকগণ } হাঁ মহাশয়! আপ্নতে আজ্ঞা হয়, এই যে কেবল আপনকার অপিক্ষা ছেল। (ঘটক স্বরে কুলচিপাঠ)

"অগ্নিদগ্ধাচ যে জীবে, যে চ দগ্ধো কুলাগ্নে।"

রতিকান্ত। (উহাদিগের বচন পাঠ শেষ না হইতে হইতেই সক্রে) বিলক্ষণ! তোমরা সব ভুলিয়া গিয়াছ হে, ওটা এ বিবাহের কারিকে নয়, পুনর্ব্বিবাহের; এই আমার সঙ্গে এ বিবাহের কারিকে বল। (ঘটক স্বরে)।

"শসানানল দগ্ধাহি পরিত্যক্তোহি বান্ধবাঃ"।

কুলচন্দ্র (১)। বিলক্ষণ! ও কি হে ওটা নয় যে, এই আমার সঙ্গে বল। (ঘটক স্বরে)।

"বাহুদ্বৌচ মৃণাল মাস্য কমলং ধম্মিন্য শৈবালকং কান্তায়া স্তন চক্রবাক যুগলং।"

কুল ঘট (২)। (দন্তে) আঃ, ও কি? শাস্ত্র না হইলে একটা সবাও কত্তে হয় না। ও কি বলছ, আমার সঙ্গে বল। (ঘটক স্বরে)।

"ওঁ নমঃ শ্রীকুল দেবতাই।

"নত্বা তং কুলদেবতং খলু সদাং সম্মান সে হংসতং, যাতং ভক্তি বিশেষতা কুল সবা যাত্যো সদা রোদিতা। শ্রীমান্ বান্দঘটীয় কাদিক মহাবংশাবলী বেক্তি তো, বঙ্গে তৎপরিবত্ত কম্মণ বিধৌ মিত্রো গ্রীবানন্দকঃ॥

আদিতশ্চ পরীবত্ত, আত্মা দেবলোকে পুরা। চক্রেন বধূ রূপেন, মকরন্দেন ভেদিতঃ॥

নৃসিংহ বন্দের ছয় সন্তান—গাধিরাম, দধিরাম, অধিরাম, বিধিরাম, বন্দিরাম।

গাধিরাম নিঃসন্তান, কাশীবাসে রামলীলা সাঙ্গ করেন। দধিরাম বর্ণব্রাহ্মণ হইল। অধিরাম বিবাহের পূর্ব্বেই মদ্য-পানে প্রাণত্যাগ করে।

---

(১) ঘটক।
(২) ঘটক।

বিধিরামের কথা বলিবার নয়। বন্দিরামই বংশ তিলক ষথার্থ বংশধর জন্মিয়াছেন।

তাঁহার ৭ সন্তান। ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ।

(রাম কিঙ্করের প্রবেশ)

রাম কিঙ্কর। (গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি, সকলকে সম্বোধন করিয়া) মহাশয়! রাত্রি অধিক হইয়াছে, লগ্ন উপস্থিত! আজ্ঞা হয় তো কন্যা পাত্রস্থ করি।

ঘটকগণ কন্যাযাত্র ও বরযাত্র সকল } হাঁ মহাশয়! "শুভস্য শীঘ্রং" বরপাত্র লইয়া গমন করুন।

(অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি, বর প্রবেশ)

(বাসর জাগরণের অনুষ্ঠান)

(কুলবতীদিগের মনে মনে সন্তোষ, কোন কুরূপপতি কুল-কামিনীর অভিপ্রায়)

কবিতা।

আহা মরি কি বিচিত্র দেশের আচার।
এদেশে বাসনা পূর্ণ না হয় কাহার॥
ভাবে যারা সতী রব, সতী রয় তারা।
আছে অপরূপ ধর্ম্ম নিয়মের ধারা॥
যারা ভাবে গৃহে রব, পাব গৃহে সুখ।
কিন্তু ভাল বাসে পরপুরুষের মুখ॥

তাদের কারণ আছে কতই কৌশল।
বাসর আসর আর অন্ন সহা ছল॥
খুদ খাগা, পড়নি জামাই লয়ে খেলা।
সুখের আচার ভ্রষ্টা কুলস্ত্রীর মেলা॥
জগন্নাথে যেমন সুখের সুনিয়ম।
সেই রূপ এ সব আচার প্রিয়তম॥
ধন্য ধন্য বিধিকর্ত্তা মুনি মহামতি।
ভাল মন্দ সকলের করিয়াছ গতি॥
মদ খোর মদ খায় তন্ত্রের শাসনে।
পরনারী রহে পরপুরুষের সনে॥
কেহ কহে ছুঁই ছুঁই কেহ নাহি ছোঁয়।
বাঘিনী বৃষভবর একস্থানে শোয়॥
শাস্ত্রকার যত আছে তত আছে মত।
বুঝিতে না পারে কেহ সুমত কুমত॥
কেহ বলে এ কর্ম্ম করিতে আছে মানা।
কেহ কয় না করিলে হয় চক্ষুঃ কাণা॥
কেহ বলে স্বর্গ আছে ভিন্ন এক স্থানে।
কেহ কয়, তাহা নয় স্বর্গ এই খানে॥
দুর হোক্ সে সব কথায় কিবা ফল।
পড়িব বরের গায়ে করি নানা ছল॥
যদি দেখি এ বরের মুখখানি ভাল।
করিব যা মনে আছে রয় রবে আলো॥
যদি হয় সে মুখ শারদ সুধাকর।
বিম্ব ফল জিনি যদি হয় সে অধর॥

অধীরা হইয়া তবে বধিবার্ মত।
শুনিব না হাসুক্ বলুক্ যেবা যত॥
চক্ষুঃ মূদি করিব সে মুখ সুধাপান।
অভাগা পতির রাগে যায় যাবে প্রাণ॥
না হয় না রব ঘরে যাব বেশ্যা হয়ে।
ইংরাজ রাজত্বে বাস কিবা যাবে লয়ে॥
পুলিশেতে লিখাইব বেশ্যাখাতে নাম।
তা হৈলে তো পুরিবেক সব মনস্কাম॥
মনোমত জন পাব, ধন পাব কত।
দিবানিশি আমোদ প্রমোদে রব রত॥
টাকা হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব যায় রাখা।
মিছে কেন চেলুতী হইয়া কুঁড়া মাথা॥
পিঞ্জরে থাকিয়া বদ্ধ কষ্ট পাই কত।
কি ফল করিয়া ছাই পতিব্রতা ব্রত॥
না হয় সুচেষ্টা তথা, যে প্রকার রোগ।
গৃহস্থের গৃহে থাকা একি কর্ম্মভোগ॥
কপালে কুরূপ পতি দিলেন গোঁসাই।
বরঞ্চ থাকিব একা তারে নাহি চাই॥
ভাগ্যবলে পাই যদি প্রিয় রসময়।
না পাই নির্জ্জন স্থান, না পাই সময়॥
কে শোনে কে দেখে পাছে সদা ভয় মনে।
অমৃতে গরল উঠে আঁখির মিলনে॥
গুরুজন চখে চখে সাবধান রয়।
ধর্ম্মের খোকড়া বাঁধে পাছের সময়॥

দিবানিশি দগ্ধ হই বিষের জ্বালায়।
হায় হায় ভেবে ভেবে বুঝি প্রাণ যায়॥
কবি বলে কুলবতি কি করিবে বল।
এ ঘোর সংকট কালে বুঝে সুঝে চল॥

(ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিষয়, কন্যারের হুড়াহুড়ী, কন্যার মায়ের কান্না এবং স্ত্রী আচার প্রভৃতি).

কবি কয় বড় দুঃখে রহিনু নীরব।
পুঁতী বেড়ো যায় ভয়ে না রহি এ সব॥
সারগ্রাহী রসিক পাঠকগণ যত।
কৃপা করি যদি এ নাটকে হন রত॥
বিশেষতঃ যাঁর ধন তাঁর অনুমতি।
ক্রমে যদি বাড়ে তাঁর মানসিক গতি॥
পুনর্ব্বার এ নাটক যদি হয় ছাপা।
দেশের দুর্নীতি কিছু না রাখিব চাপা॥
কিন্তু মনে মনে সদা এই হয় ভয়।
দুর্দ্দশের বেশে পাছে মারী পেতো হয়॥
দেশের আচার লয়ে করি এই খেলা।
শেষে কি হইব গোলন্ড ইন্সুনিডের চেলা॥
যেখানে যে ত্রুটি আছে ছুটিয়াছে ডোব।
ছুটিয়াছে রস ভাব যুটিয়াছে দোষ॥
ফুটিয়াছে অশ্লীল সুশীল ছুটকারী।
লুটিয়াছে কাব্যলতা চাতুরী মাধুরী॥
ঘুচিয়াছে সারল্য সুখের সরোবর।
লুটিয়াছে কুভাবের প্রবল তস্কর॥

স্তুতি আছে কবিদের সুসংহার যাহা।
উটী আছে এটী নাই নাহি বটে তাহা॥
দ্বিতীয় বারের বারে বাকী নাহি রবে।
সিদ্ধির সাহায্য যদি ঋদ্ধি লাভ হবে॥
বৃদ্ধি হৈলে যশঃ আর সম্ভ্রম প্রসার।
লৌকিক সংকোচ তবে না রহিবে আর॥

(জয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহির্বাটী)

(রামব্রহ্ম ব্রহ্মচারির প্রবেশ। (১)

রামব্রহ্ম। (উদাস্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়)। হা রামচন্দ্র। হা পরমাত্মন্! কঃ কুত্র ভো গৃহাশ্রমিন্! অতিথিঃ ক্ষুধার্ত্তোঽহং। (হা রামচন্দ্র! হা পরমাত্মন্! কে কোথা গো! ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি)। (বাঘছাল পাড়িয়া উপবেশন)।

জয় শঙ্কর। (বৈঠকখানা হইতে বহির্গত হইয়া, স্বগত)। হুঁ। ভক্তি হয় তো বটে; যথার্থ কি ?। (নিরীক্ষণ)। হাঁ। ভেক ধারী না হইতে পারেন; বিলক্ষণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ দেখিতেছি! (প্রকাশ)। গোসাঁই! নমস্কার।

রামব্রহ্ম। (বাহুভাবে, সংস্কৃত ভাষায়)। কচ্চিৎ দ্বিজাতিরসি! (তুমি কি ব্রাহ্মণ!)। (করপুটে, প্রকাশ)। নারায়ণ! নারায়ণ!। (মস্তকে হস্তোত্তোলন)।

জয় শঙ্কর। (ভক্তিভাবে)। ঠাকুর! পূর্ব্বাশ্রম কোথায় ছিল? এক্ষণে কোথা হইতেই বা শুভাগমন হইল?।

---

(১) একজন পণ্ডিত ব্রহ্মচারী।

রামব্রহ্ম। ভো সম্ভু! অহং ব্রহ্মানন্দপুরবাসী; নির্গতো বারাণস্যাঃ; পুণ্যাশ্রম কপিলাশ্রম সন্দর্শন প্রসঙ্গেনাত্মানং পুনীমহে। উদাসীনস্য নিবাসেন পুনঃ কিমুত্তো ভবতাম্?। (সম্প্রতি আমি ব্রহ্মানন্দপুরে বাস করি, বারাণসী হইতে আসিতেছি, পুণ্যাশ্রম কপিলাশ্রম সন্দর্শন প্রসঙ্গে আত্মাকে পবিত্র করিতেছি, আমি উদাসীন; উদাসীনের নিবাস জানিয়া আপনকার কি উপকার দর্শিবে?।)

জয়শঙ্কর
রাধাপতি
বাসুদেব
প্রত্যাপশশী।(১)

(একত্র, স্বগত) হাঁ বেশ্! বেশ্! ব্রহ্মচারীটী পণ্ডিত বটেন। (প্রকাশ)। ভাল ভাল, গোসাঁই! একণে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও শ্রান্তি দূর করিতে আজ্ঞা হউক; পরে আলাপাদি হইলেই ভাল; মহাশয়! আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; আপনি কি আমাদের এই বঙ্গ দেশ চলিত বাঙ্গলা ভাষায় আলাপ করিতে পারেন না? তাহা হইলে, আমরা আরও তৃপ্তি পাই।

রামব্রহ্ম। (ঈষৎহাস্যবদনে, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে)। হাঁ অবশ্য; গুরা! তোমার ইচ্ছা! ওঁ একমেবা দ্বিতীয়ম্। (নির্ব্বেদ প্রকাশ)।

(ব্রহ্মচারির ভোজন সমাপ্ত)

জয়শঙ্কর। গোসাঁই! আপনকাকে শুদ্ধস্বপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ধীসম্পত্তিশালী মহা সন্ন্যাসী দেখিতেছি। বোধ হয়; আপনি প্রাকৃত মনুষ্য না হইতে পারেন। সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সুদূরদর্শী সৎপাত্র হইবেন; সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আপনি

(১) নিম্ন লিখিত জনত্রয়, জয়শঙ্করের প্রতিবাসী।

কায় এপ্রকার আয়াসাতিশয়ীন অবস্থান্তর অবলম্বনের হেতু কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার সহকারে তাহা প্রকাশ করিলে, বিনয়বিক্রম সংসারাশ্রমবিমুখ মাদৃশ অতি অকিঞ্চিৎ কর, সংজ্ঞাশূন্য অভাজন জনগণের জ্ঞানোদয় সম্ভাবনা; তাহাতে নরাধমেরা চরিতার্থ হই।

রামব্রহ্ম। (সসন্তোষচিত্তে, সবিস্ময়ে)। মহাশয়! সূর্য্যকান্ত মণির সংসর্গে কাচও নয়নানন্দকারী হয় বটে; একথা মিথ্যা নয়; অতএব আপনি এ নরাধমের বিষয়ে যে প্রশংসাবাদ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অযথাবাদ নহে; প্রমাদ বং বিসম্বাদও বলিতে পারি না। তা যা হউক, এক্ষণে মহাশয়দিগের স্বভাব সুলভ, সংসার সারভূত, অকৃত্রিম সাধুতা সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট ও প্রযোজিত হইয়াই আমি আপনকারদিগের নিকটে আমার অনাবশ্যক আত্ম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, শ্রবণে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

"সুদৃশ্য বিশ্ব বলয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই যে দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ দেখিতেছেন, —

(ব্রহ্মচারির কথা শেষ না হইতে হইতেই)

রাধাপতি। (বিস্ময়ে, ব্রহ্মচারির প্রতি)। দুর্ভাগ্য কেমন?॥

রামব্রহ্ম। (দুঃখে, এবং খেদে)। হাঁ! জননী ভারতভূমিকে বড় দুর্ভাগা বলিতে হইবেক; না হইলে, এতকালের পর ধর্ম্মভ্রষ্ট, আচারভ্রষ্ট, দয়াহীন, মায়াহীন, বাক্‌জাল মাত্র সম্পত্তি এমন পাষণ্ডপরিপূর্ণা হইবেন কেন? অমন রত্নগর্ভে এত কুলাঙ্গার কুসন্তানই বা ধরিবেন কেন?।

বাসুদেব। (ভক্তিভাবে)। গোসাঁই! আপনি কোন্ শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ?।

রামব্রহ্ম। (সাক্ষেপে, সনির্ব্বেদে এবং সদন্তে)। মহাশয়! তাহা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন? তবেই বা আর এ অবস্থা দেখিতেছেন কেন? মাতামুণ্ড কি বলিব? বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; রোদন সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারি না, রাঢ়ীয় শ্রেণী; তায় আবার মহারথী কুলীন; শাণ্ডিল্য শিরোমণি মহাত্মা ভট্টনারায়ণ বংশ প্রবাহ।

রাধাপতি। (সকলের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অবান্তিকে)। হাঁ! মহাশয় লোক দেখিতেছি যে!। (ব্রহ্মচারিকে সম্বোধন করিয়া)। মহাশয়! আপনি যে প্রকার পরিচয় দিতেছেন, এ তো বৎসামান্য জনের পরিচয় নয়? যদিই এমত হইল, তবেই বা, আপনকার এপ্রকার অবস্থার হেতু কি? কিছুই তো অনুধাবন হয় না? এরূপ কুলমর্য্যাদা থাকলে সংসার আশ্রমে বিলক্ষণ সুখ সম্ভোগ সম্ভাবনা।

রামব্রহ্ম। (সদন্তে)। হা! হাঁ! বিলক্ষণ সুখসম্ভোগ সম্ভাবনা! হা! [সাংসারিক সুখ কাহাকে কহে, আদৌ তাহাই আপনারা অবগত নন্; অজ্ঞান অবস্থায় আমিও এই প্রকার ভ্রমজালে জড়িত ছিলাম; বস্তুতঃ আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, বর্ত্তমানে বল্লালী কুল মর্য্যাদা লৌহশলাকা (বল্লম) স্বরূপ হইয়া লোকেরদের অন্তর্ভেদ করিতেছে।

আমার এরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল? তাহা এখনও কি মহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; এত কথার পরেও কি আবার মহাশয়েরা বুঝিতে পারিলেন না; আরও কি স্পষ্ট

করিয়া বলিতে হইবেক।—“ বিবাহ? বিবাহ? সকল দোষের ও সকল দুঃখের আকর ঘৃণিত বহু বিবাহ?”। হায়!

পদ্য।

কহিতে সে সব কথা কাঁদে দুনয়ন।
ফুঁক্ দিয়া জ্বালিয়াছি অধর্ম্ম দহন॥
এখনো জ্বলিছে সেই অধর্ম্ম অনল।
উচিত আকৃতি পেয়ে হয়েছে প্রবল॥
একা আমি করিয়াছি শত পরিণয়।
পরিয়াছি ফণিমালা ছেলো খেলা নয়॥
হরিদ্বার আর গঙ্গাসাগর সঙ্গম।
কোথা না করেছি পাপ পাপী নরাধম॥
যেখানে সেখানে আছে শ্বশুর আলয়।
এতে কি নিস্তার পাই আলোয় আলোয়॥
হায় জগদীশ! তুমি কি করিবে গতি?।
চিন্তিয়া হইনু সারা পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি॥
কুলীন জনক বড় কুবুদ্ধিজনক।
না হলে কি রাঙ হয় সন্তান কনক?॥
শত নারী অধিকারী একপতি ধনে।
কারু কি কুলান হয় সুখ হয় মনে?॥
সহজে যে ধন বিনা বিফল সংসার।
সাধে কি রমণী হাটে উঠে হাহাকার?॥

কোন স্থানে।
অভিমানে॥
ন পায় ব্যথা।
নাই কথা॥
সুতা বেচা কড়ী।
চরণ তলে যায় গড়াগড়ী॥
করে চোরা বরে চোরা পরিণয়।
না করে সম্ভাষ তারা সোজা লোক নয়॥
এদিকেতে বয়সে সবার বড় নই।
দাঁড়াইলে একত্র সন্তান সম হই॥
সম্পর্কে সকলে প্রায় হন গুরুজন।
মাসী, পিসী, মামী, ভগ্নী, এরূপ স্বজন॥
দূরে যাক সপিণ্ডীর পিণ্ড সমস্বয়।
ভাইঝীর সঙ্গে হয় কুল পরিণয়॥
যা হোক্ তা হোক্ কিন্তু পাপে না ডরাই।
বিবাহ বাণিজ্য করে্য উদর ভরাই॥
কত নারী কত রূপে রাখে কুলমান।
কত করে্য গর্ভে ধরে কতই সন্তান॥
সহস্র পুত্রের পিতা হইলে কুলীন।
তথাপি রৌরবকুণ্ডে হইবে বিলীন॥
কেবা কার পিতা আর কেবা কার সুত।
কুলীনেতে চেনা দায় এ বড় অদ্ভুত॥
কুলীনের বাবা হন সম্পর্কের বাবা।
ছেলে্য যদি বাবা চেনে মুখে মারে থাবা॥

বালকে ভৎর্সিয়া বলে কুলবতী বামা।
বাবা নয়, বাবা নয়, ও যে তোর মামা॥
বিষম অধর্ম্ম জান, এ বড় জঞ্জাল।
ইহকাল পরকাল যায় দুটী কাল॥
সংসারির প্রতি ধর্ম্ম হইলে বিমুখ।
তাতে কি কখন হয় সাংসারিক সুখ॥
এ সব ভাবিয়া আমি সন্ন্যাসির বেশে।
দেশে দেশে ভ্রমিতেছি যাহা হয় শেষে॥

প্রতাপ। (শুনিয়া দুঃখিত ভাবে)। রাম রাম! বঙ্গালী কুলকাণ্ড এমনি কুকাণ্ডই বটে; হা! বল্লাল কি পাপিষ্ঠ নরাধম রাজাই ছিলেন! স্বহস্তে কি বিষবৃক্ষই রোপণ করিয়া গিয়াছেন! এক্ষণে ব্রহ্মচারি মহাশয়ের কথা শুনিয়া চৈতন্য হইল।

বাসুদেব। (ব্যঙ্গভাবে ব্রহ্মচারিকে সম্বোধন করিয়া)। বটে বটে! বটে তো মহাশয়! বড় উত্তম আজ্ঞা করিতেছেন।

রাধাপতি। (বিস্মত হইয়া)। তবে তো বল্লাল নারকী লোক!।

রামব্রহ্ম। (জিহ্বাগ্র দংশন করিয়া) না, না, না মহাশয়! অমন কথা মুখেও আনিবেন না; পাপ স্পর্শ হইবেক; মহারাজ বল্লাল সেন, অবতার বিশেষ ছিলেন; তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বলিলেও বলা যাইত। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অতি সুবিচক্ষণ মহারাজ চক্রবর্ত্তী ছিলেন।

প্রতাপ। (বিরাগে)। পণ্ডিত রাজার কি এই কর্ম্ম?।

জয়শঙ্কর। (কাতভাবে)। দুর হোক্ হে, যা হয়, ও সব আলাপেই আর কায নাই। আমাদের দেশ জান তো? কথায় কথায় এখনিএখন দলাদলী উপস্থিত হইয়া পড়িবে, দেশের লোক আমাদিগকে খ্রিষ্টীয়ান্ বলিয়া উঠিবে; হঠাৎ হুঁকা বন্ধ করিয়া ফেলিবে, বাড়ীতে তো খাবেই না। এক কালে কুটুম্বিতা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া বসিবে, এমন্ কি? একেবারে মুখ দেখাদেখীও থাকিবে না; সব জানেই তো; এ পাপিষ্ঠ কাণ্ডে স্ত্রী ঝিউড়ী পর্য্যন্তও পরিত্যাগ কয়! এমন পোড়া দলাদলী,—তাই লইয়া আবার কে চলাচলী করে, বল?। ও সব, যেমন আছে থাকুক, যেমন চলিতেছে চলুক, অথবা, যা হয়, হউক গিয়া য্যাক্, মরুক্, ও সব কথায় আমাদের কায নাই, বল্লাল বড় লোক ছিলেন ঐ কথাই ভাল। "উচ করো বাঁধ টং, বসে বসে দেখ রং।" এই নিমিত্তই তো সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে; ওদের অমুককে সকলেই খ্রিষ্টীয়ান বলে, কেন?—কি মনে নাই হে? আমরাই যে কত দিন তার নিন্দা করিয়াছি। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে লোকের চক্ষুঃ ফুটিতেছে; এ সব ভ্রম আর বড় অধিক দিন রহিবে না, কেবল বুড়া কর্টা মরিবার অপেক্ষা মাত্র।

প্রতাপ। ক্ষান্ত হও ভাই তুমি; এখানে আর কে আছে? যে, এত ভয় করিতেছ; ব্রহ্মচারি মহাশয়ের সঙ্গে ছুটা তর্ক বিতর্ক করিতেছি বই তো নয়?। না হয় এক ঘরিয়াই হইলাম, তাতেই বা হইল কি?।

জয়শঙ্কর। সে যে বড় সহজ কথা নয় হে ভাই! দেশে

অন্ধ লোক এক দিক্, আর আমরা তিন জনে এক দিক্, কি প্রকারে বাস করিব? রাজাও তেমন রক্ষা করেন না?।

রামব্রহ্ম। ও সব কথা থাক্, এক্ষণে যাহা বলিতেছি তাহাতে মনোযোগ করুন্ মহাশয়! মহাত্মা বল্লাল সেন এ কর্ম্ম মন্দ কর্ম্ম করেন নাই, বরং ভালই করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যত ভাল হইবে বলিয়া করিয়াছিলেন; এক্ষণে কার্য্যগতিকে ততোধিক মন্দ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই যা বলুন্। বল্লাল মহোদয়ের অভিপ্রায় বড় ভাল ছিল, এখন আমরা আপনারদিগের দোষেই আপনারা দুঃখ পাইতেছি বলিয়া সে মহাত্মার দোষ কীর্ত্তন করিতে নাই।

রাধাপতি। বল্লালের কি অভিপ্রায় ছিল মহাশয়!।

রামব্রহ্ম। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল রাজ্যে মহাপাপকর কন্যা বিক্রয় না হয়; প্রজা সকল সাধু সদাচার করে; এমন কি? রাজ্যে বিন্দুমাত্র মহাপাপ সঞ্চারও না হইতে পারে ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল!।

প্রতাপ। এখন যে মহাপাপের স্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে?।

রামব্রহ্ম। হাঁ তাই বলিতেছি, মনোযোগ করুন্।

রাধাপতি। (মনোযোগ পূর্ব্বক)। ভাল, আজ্ঞা করুন মহাশয়!।

রামব্রহ্ম। বল্লাল দেখিলেন "রাজ্যে ভদ্র সম্প্রদায় মধ্যেও মহাপাপকর কন্যা বিক্রয় চলিতে লাগিল; একে তো শুক্র বিক্রয় পাপে নিস্তার নাই, রাজা নারকী হন; রাজা

অপবিত্র ও ছারখার হয়; তাহাতে আবার মহানিষ্টকর মনুষ্য বিক্রয়। সুতরাং ধর্ম্মনাশে রাজ্যনাশ আশঙ্কায় তিনি মহা সশঙ্কিত হইলেন এবং কিসে রাজ্যমধ্যে এই কুপ্রথা এক কালে রহিত হইয়া যায়, তাহার সদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ। কেন? আবার তার একটা এত চিন্তা কি? তিনি তো চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন, আইন করিলেই তো নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন।

রামব্রহ্ম। (হাস্য করিয়া) হাঁ! ঐ কথাই তো বটে!— ঐ ভ্রমই তো সর্ব্বনাশের মূল,— ঐ ভরসাতেই তো এক্ষণকার লোকেরা পৌত্তলিক ধর্ম্মে এককালে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন।

রাধাপতি। সে কেমন মহাশয়! পৌত্তলিক ধর্ম্ম লোপ হইতে বসিয়াছে কেন?

রামব্রহ্ম। রাজনিয়মই বলুন, অথবা পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিয়মই বলুন, এই দুয়েরই এক মাত্র মূলোদ্দেশ্য শান্তি সংস্থাপন এবং চিত্তশুদ্ধি; এক্ষণকার লোকেরা ইহাই নিশ্চয় সুস্থির করিয়া, ক্রমে ক্রমে সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়ই স্ব স্ব পৌত্তলিক ধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিতেছেন; বলেন, পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যই শান্তি; সমুচিত রাজনিয়ম প্রচার দ্বারা রাজাই তাহার স্থাপনা করিবেন এবং বিদ্যা সর্ব্বোপরিকর্ত্তৃত্ব সুতরাং; লোকের চিত্তশুদ্ধি করিব, তবেই আর পৌত্তলিক ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি রহিল? ভাল ভাল রাজ

নিয়ম প্রচার হউক ও বিদ্যা বিস্তার হইতে থাকুক, মনুষ্য বিদ্যোপার্জ্জন করুন ও রাজনিয়ম শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে থাকুন; দেশে শান্তি স্থাপন হইবেক এবং চিত্তশুদ্ধিও জন্মিতে পারিবে, তাহা হইলেই তো ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইবেক এবং সদ্গতি লাভ অবশ্যই হইতে পারিবেক, সংশয় কি, ধর্ম্ম আর কিছুই নয়, পরমেশ্বরের অভিপ্রেত সৎক্রিয়ার নামই ধর্ম্ম; আর, তদাশ্রয় সুখের নামই সদ্গতি অথবা মুক্তি। এক মাত্র পরমেশ্বরই জীবের উপাস্য, তাঁহার স্মরণ করাই উপাসনা।

প্রকাশ। (সহাস্যে)। বেশ্ বেশ্! বেশ্ কথা তো! এ যে বড় ভাল কথা মহাশয়!

রামব্রহ্ম। হাঁ! এক প্রকার বেশ্ কথা বটে, এটী যে বড় মন্দ কথা নয় ইহা আমিও স্বীকার করি! কিন্তু মহাশয়! এস্থলে একটী নীচ কথা মনে হইল; ছোট লোকেরা বলিয়া থাকে "সে গুড়ে বালি,—দাদার ভরসায় বাবে শূন্য" এ দুইটী কথাও তো বড় ভাল কথা; বিষ্ণুশর্ম্মার সংগ্রহ হইতেও তো নীতি কথা বলিতে হয়।

জয়শঙ্কর। (হাসিতে হাসিতে)। সে কেমন মহাশয়? হাঁ, ছোট লোকেরা এ দুটী কথা বড় ভাল কথা বলে বটে। এ দুটীর তাৎপর্য্য কি?।

রামব্রহ্ম। এখানে এ দুটী কথার তাৎপর্য্যই এই যে কেবল রাজনিয়ম হইতে কখনই ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, আর, বিদ্যা পদার্থেরও সর্ব্বত্র সদ্ভাব হইতে পারেনা, বরং প্রায় স্থলেই অত্যাভাব লক্ষিত হয়, ইহা পরমেশ্বরের এক প্রকার অভিপ্রায়

নিবাস বর্জিত হইবেক। অতএব মহাশয়েরা একণে বিবেচনা করুন দেখি, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা ধর্ম্ম রক্ষা কিসে হইতে পারে। এমন স্থল অনেক আছে যেখানে রাজনিয়ম প্রবিষ্ট হইতেও পারে না, কর্ত্তৃত্ব করা দূরে পরাহতই রহিয়াছে। এবং বিদ্যার বিলক্ষণ অসদ্ভাব ও আছে; মনের অগোচর তো পাপ নাই মহাশয়; ভাবিয়া দেখুন না কেন?। অন্যে পরে কা কথা আমাকেই নিজ দর্শন হয়।

পদ্য।

চিন্তা কর মহাশয়, এ বড় সহজ নয়,
সকলি তো মনে হয়, বাল্যকালে ছিলাম কেমন গো,
বাল্যকালে ছিলাম কেমন।
দুরন্ত যৌবন অরি, কুমন্ত্রণা অসি ধরি,
নাশিয়াছে রণ করি, যৌবনেও ছিল না চেতন গো,
যৌবনেও ছিল না চেতন॥
সাধুসঙ্গ পাদপ তরু, জ্ঞান দাতা কল্পতরু,
করিলা উর্ব্বরা মরু, মনে দিয়া উপদেশ সার গো,
মনে দিয়া উপদেশ সার।
পাইয়া প্রবোধ জল, দূরে গেল সব ছল,
জন্মিল বিজ্ঞান ফল, যাহা ভিন্ন সকলি অসার গো,
যাহা ভিন্ন সকলি অসার॥
এখন যে দিকে চাই, বিজ্ঞান আলোক পাই,
ভ্রান্তি অন্ধকার নাই, ভূলোক আলোকময় হেরি গো,
ভূলোক আলোকময় হেরি।

লোভ মোহ কাম ক্রোধ, করে নাক উপরোধ,
পলাইল অসম্ভোষ, যারা ছিল জ্ঞান রত্ন ঘেরি গো,
যারা ছিল জ্ঞান রত্ন ঘেরি॥
ফুটিল প্রবোধ পদ্ম, সুগন্ধি সংসার সদ্ম,
ঘুচিল সকল ছদ্ম, জ্ঞান পথে হইনু পথিক গো,
জ্ঞান পথে হইনু পথিক।
জলাঞ্জলি দিয়া কামে, যাইতে আনন্দ ধামে,
হইলাম পরিণামে, নিত্যজ্ঞান পথের পথিক গো,
নিত্যজ্ঞান পথের পথিক॥
ভেবে দেখ মহাশয়, সংসার বিরূপময়,
একরূপ সকলে নয়, নরলোকে কতরূপ নর গো,
নরলোকে কতরূপ নর।
বরং মনে অনুমানি, অজ্ঞানী হইতে জ্ঞানী,
অল্পাংশ বলিয়া মানি, অবিদ্যা সংকুল চরাচর গো,
অবিদ্যা সংকুল চরাচর॥

(অমশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্থান)

(সৌদামিনীর শয়নাগার)

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেমা। (আপনার নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে এবং সৌদামিনীর চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে)। ওঠ মা! ওঠ; ওঠ ওঠ;

ক্ষ

আহা ! সারা হলো যে মা ! আর কেঁদোনি ! । হায় ! সোণা রে ! যাদু আমার ! তোকে নে আমি এখন কি করি ; কোথায় যাই ; এমন করে কি মানুষে বাঁচে ! হা ! পোড়া কপাল ! তোর কি কখনই সুখ দেখতে পেলোম না রে মা (দর দরিত ধারায় রোদন)।

সৌদামিনী। (আরও অভিমানিনী হইয়া দরদরিত ধারায় রোদন করিতে করিতে, মনে মনে)। হা ধর্ম্ম ! তোমার কি এই কর্ম্ম ! আমি দিবানিশি যেমন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি ! তুমি, এই কি তেমনি তাহার ধর্ম্মরক্ষা করিতেছ ! হা ! তোমার দোষ কি ; সকলি অদৃষ্টের দোষ ! তোমাকে কি বলিব ; অদৃষ্টকেই ভৎর্সনা করিতেছি।

হে অদৃষ্ট ! তুমি অদৃষ্ট . যদি তাহা না হইতে ; তবে কি স্বহস্তে তুলিয়া এই বিষপান করিতাম ! এমন নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের হস্তে জন্মের মত আত্ম সমর্পণ করিতাম,—না, এত কষ্ট পাইতাম ! ।

(আপন স্বামি ভূধরকে মনে করিয়া)

হা ! জন্ম বিফল হইল রে নৃশংস নিষ্ঠুর ! তুই অতি পাষণ্ড মূর্খ ! না হইলে প্রাণ ধরিয়া কখন আমার এদুর্দ্দশা করিতে পারিস্ ! তুই গুরুজন ! ইহকাল তো নষ্ট করিলি ! আবার পরকালও নষ্ট হইবে বলিয়া তোকে আর অধিক বলিতে শঙ্কা হইতেছে ; মনের দুঃখ মনেই রহিল।

ক্ষেমা। (ভূমি শয্যা হইতে সৌদামিনীকে কোলে আকর্ষণ করিতে করিতে)। ছিঃ মা ! ছিঃ ! অমন কত্তে আছে ? কি কর্ম্মো বল ; যেমন তপিস্যা করো এসেছ ; তা কি আর

কাউকে ভুগ্‌তে হবে? ব্রহ্মশাপ মা, হলে সন্তিনীর স্বামীর ভুগ্‌তে হয় না; ক্ষান্ত হও মা! যা হবার তা তো হয়েই গেছে; তা তোমার সাধ্য কি; আমিই বা কি কর্ব্বো বল! এখন তুমি একপ্রকার নিশ্চিন্তী হলে. বাছা! পরমেশ্বর তোমাকে একপ্রকার নিশ্চিন্তা করেছেন; কি কর্ব্বে ভদ্দর লোকের ঘরে এসেছ. দুদণ্ড ধর্ম্ম কর, এখন ছুটো খাও দাও, আর ছটী ঘেন্নায় নাম নেও, পরকালে ভাল হবে। যদ্দিন বেঁচে আছি, যদ্দিন তুমি, মলেই সব ফুরুলো; দেখতে আস্বো না!

সৌদামিনী। (ক্ষেমঙ্করীর গলা ধরিয়া রোদন করিতে করিতে) তা নয় মা! বুঝি পোড়াকপালে আমার ব্রহ্মশাপ হলো!। মা গো! আমি আর আহ্নিক শিখ্‌বো না, আমার আহ্নিকে কায নেই মা! গুরু মন্তর আগে যা উঠেছে, তাই ভাল। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ক্ষেমা। (আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া) কেন-কেন মা! সেকি? আহ্নিকে অচ্ছেদা কেন হলো! ঠাকুর মশায় মন্দ লোক নাকি? ওমা! যাব কোথা মা! কি কাল পড়েছে মা! গুরু কেও যে আর বিশ্বাস রইলো নেই! তিনি কি বলেছেন? বল তো?।

(সৌদামিনী অধোবদন)

ক্ষেমা। কেন? কেন? কেন মা! আমার কাছে লজ্জা কি? বল না? সব ভেঙ্গে বল তো? আমি তাঁর গোসাঁইপণা আজ শেখাব এখন, তিনি বড় গোসাঁয়ের বাটা গোসাঁই

হয়েছেন,—বাবুরী কেটেছেন,—দাঁতে মিশী পরেছেন,—নাগোরা পায়ে দিয়া বেড়াচ্ছেন, পৈতের গোচ্ছা করেছেন। আ মর্ মিন্‌ষে। পিপ্‌ড়ের পালক বেঁদেছ ?।

সৌদামিনী। (অধোবদনে)। ও মা! আর বল্‌বো কি মা! তাঁর দোষ কি ? পোড়া কপালেই তো সব্ করে রেখেছে। উনি আজ চারিদিন হলো আমাকে মন্তর দিয়েছেন; নিত্যি নিত্যি ডাক্‌তে না ডাক্‌তেই আহ্নিক শেখাতে আসেন, সে দিন তো কাণে এক রকম একটী মন্তর দিয়েছিলো, এখন আবার রোজ রোজই যে কত রকম মন্তর দেন, তা আর বল্‌বার নয়! আমি সব বুজেছি মা! আমার অমন ধর্ম্ম কর্ম্ম কায্ নি। আমি অমন গরু মেরে জুতো দান করো পরকাল খেতে পার্‌বো নেই! ওই ঠাকুরুণকে বলে, আমাকে আর শেখাতে হবে না, আমি সব মন্তর শিখেছি, তাঁরা, আমার হাতে মালা পোঁদে খোলা তো দিয়াছেনই, আবার কেন পরকালটী নষ্ট কত্তে বস্‌লেন। (রোদন)।

ক্ষেমা। (সবিস্ময়ে)। সেঁ। গোসাঁই ? কি সর্ব্বনাশ মা! সৌদামিনি! বলিস্ কি ?। রসো রসো, আমি তাঁর এখনি বিহিত কচ্ছি। কি কলিকাল মা!—হা সর্ব্বনাশ!

অভিপ্রায়।

পয়ার।

হায় ধর্ম্ম একি কর্ম্ম মর্ম্ম হয় ভেদ।
পৃথিবী পুরিল পাপে কত করি খেদ॥

যে দিকেতে যাই চাই যে দিকে যখন।
বাত্যা সম বহিতেছে দুষ্কৃতি পবন॥
সমূলে নির্ম্মূল হৈল ধর্ম্ম রূপ তরু।
না হেরি সুকৃতি তৃণ ধরা ধাম মরু॥
চৌর্য্য হৈল তৌর্য্য সম কোথা আর হিত।
মিলিয়া গিয়াছে সৌর্য্য ক্রৌর্য্যের সহিত॥
সৌর্য্যভাবে পরিপূর্ণ সবের মানস।
ধর্ম্ম ধৌর্য্য ধরিবারে কে করে সাহস॥
পুরস্ত্রীরা পৌর্য্য পণ করি পরিহার।
লইয়া সাগর্য্যভাব করয়ে বিহার॥
যদি কেহ থাকে সতী পতি ধন ভয়ে।
কি দুরন্ত কলিকাল গ্রাসে শনি হয়ে॥
সুখের সহিত তার ঘটায় শাত্রব।
কান্দিয়া কাটায় কাল নাহি পায় ধব॥
সঙ্কিন্নী যন্ত্রণা আর যে সব উৎপাত।
একে একে কলিরাজ করে সূত্রপাত॥
পুণ্য ধন গণ্য করে নাহি কেহ আর।
ধরণী হইল এক পাপের আগার॥
নারী আর নর যদি হৈল কাছাকাছী।
অমনি গ্রাসিল ধর্ম্ম নাহি বাছাবাছী॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাহি নাহি পাত্র বোধ।
হাজার হাজার আছে এরূপ দুর্ব্বোধ॥
এরূপ অনেক আছে আধুনিক জ্ঞানী।
সেজেকুজে বলে আমি বড় ব্রহ্মজ্ঞানী॥

অসংকোচ ইন্দ্রিয় সুখের অনুরাগে।
খাদ্যাখাদ্য বিচার ছাড়িয়া দেয় আগে॥
মুখের সাপট আর চাপট কেমন।
লম্পটের শিরোমনি না হেরি তেমন॥
বিশ্বেতে তাদের নাই আত্ম সম জ্ঞান।
বাহিরে বড়াই কত কত রূপ ভান॥
পরদুঃখে দুঃখ বোধ না করে বারেক।
মমতার বশীভূত না হয় তিলেক॥
কুকাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু দেখে একাকার।
পরদারে মনে করে আপনার দার॥
পরধন পাইলে স্বধন বলি লয়।
কালগুণে একালেতে তাহাদেরি জয়॥
হায় হায় একি পর্ব্ব দেখি হুলস্থুল।
জলেতে কুম্ভীর ভয় স্থলেতে শার্দ্দূল॥
পাছে কেউ দেখে শোনে তাই সে সতর্ক।
ধর্ম্মের বিতর্ক মনে নাহিক সম্পর্ক॥
স্থান আর সময় মানুষ যদি পায়।
পাপিষ্ঠেরা তবে কি ধর্ম্মের মুখ চায়?॥
রমণী আপনি যদি না করে যতন।
কার সাধ্য রক্ষা করে সতীত্ব রতন॥
এত দিনে ধর্ম্ম তুমি ধর্ম্ম নাম হরি।
করিয়াছ পলায়ন লীলা সাঙ্গ করি॥
ভারতে করিতে রাজ্য বাঞ্ছা নাই আর।
ছাড়িয়া গিয়াছ তাই রাজ্য অধিকার॥

এখন রাজত্ব করে অধর্ম্ম রাজন।
তাই এত মনঃপীড়া পায় প্রজাজন॥
তোমার অমাত্য যিনি সত্য নাম যাঁর।
তাই বুঝি তাঁর দেখা নাহি পাই আর॥
অধর্ম্মের মন্ত্রিবর অসত্য রাক্ষস।
প্রজালোকে করিয়াছে কুমন্ত্রণা বশ॥
ভৃত্যের উপর স্বামী স্নেহবান নয়।
ভৃত্য করে স্বামির অহিত অন্বেষণ॥
বনিতার প্রিয় নন বনিতার পতি।
পতির প্রেয়সী নয় অবলা যুবতী॥
ভাই নন ভাই, ভাই প্রেয়সীর ভাই।
পিতা মাতা গুরুজনে ভক্তি দেখা নাই॥
সাংঘাতিক রোগ কষ্ট সাংসারিক সুখ।
সত্য সদাচারে দেখি সবাই বিমুখ॥
লোকে আর কথামাত্রে নাহিক সংকোচ।
নাহিক সংকোচ লোকে নাহিক সংকোচ॥
—— (সক্রোধে প্রস্থান)

সৌদামিনী। (রোদন করিতে করিতে মনে মনে)।

হা! আমার মত হতভাগা রমণী ত্রিজগতে নাই! স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। সপত্নী যন্ত্রণাই আমার জীবনের প্রধান উপভোগ হইল। হউক, তাহাতেও দুঃখ করি না। যেমন আরাধনা করিয়া আসিয়াছি তাহাই ভুগিতে হইবেক। শ্বশুর শাশুড়ী ননদ প্রভৃতি পতিকুল স্বজনেরা অকৃতাপরাধে এককালে বিষনয়নে দেখিয়াছেন। পিতৃকুল

নির্ম্মূল ? কেননাই মাতা ও পিতৃকুল স্বজন। একমাত্র বিশ্রাম[illegible]ল ! এক।—তাহা হইতেই বা কি হইতে পারে ?।

হায় ! এ সকল সহ্য করিয়াও কি স্ত্রীর পরম ধন সতীত্ব ধন রক্ষা করিতে পারিলাম না ! জগদীশ্বরের মনে কি আছে জানি না। সতিনীকে ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিতেছি। শ্বশুর, শাশুড়ী ননদ প্রভৃতি পতিকুল স্বজনেরা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাই করিতেছি। হে জগদীশ্বর ! এ পাপীয়সীর আবার কি পাপ দেখিলে ! যে, এখনও এত বিড়ম্বনা করিতেছ !

নির্দ্দয় শ্বশুরকুল-স্বজনগণের মত, আমি এজন্মের মত সাংসারিক সুখে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল দাসী-বৃত্তি করিয়া কালক্ষেপ করি। ঠাকুর ! তাহাই করিতেছি আবার এ অপরাধিনীর কি অপরাধ হইল।

শাশুড়ী অনুমতি করিলেন মন্তর নে, গোসাঁইয়ের নিকট পূজা শেখ, ভদ্র লোকের ঘরের মেয়ে এক একবার আহ্নিক করিবি ; এই অনুমতি আমি সৌভাগ্য চিহ্ন স্বীকার করিয়া লইলাম। যদিও বাল্যকালে বাৎসল্য উপভোগ করিতে পাই নাই, যৌবনেও যৌবনদশার চরিতার্থতা লাভ হইল না, প্রত্যুত বার্দ্ধক্য ব্যবহার করিতে হইল, তথাপি আমি অগত্যা দৃঢ়তর ভক্তি পূর্ব্বক তাহাই করিতেছিলাম। হায় ! কি পোড়াকপাল ! তাহাতেও আবার এই গরল উঠিল !

গোসাঁইয়ের নটবর বেশ দেখিয়া, আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুরাণি ! আপনি আমার মাতা, আপনিই আমার কর্ণে মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কৃপা করিয়া আহ্নিকটী শিখাইয়া

দেইতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন তাহা করিলেন না; এখন এই দুর্বিপাক উপস্থিত, একদিকে গুরুভক্তি বড়, এ সকল শুনিলে যে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন এমতও বোধ হইতেছে না, প্রত্যুত আমাকে তিরস্কার করিবেন। হায়! কি পোড়াকপাল! এ, আবার কি ফন্দোর উপস্থিত হইল, গঞ্জনা ভয়ে প্রাণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

কে ঠাকুর! আর কেন? হইয়াছে, এই সও। এখন এ অভাগিনীকে ত্বরায় মুক্ত কর।

অভিপ্রায়

গান।

হায় রে নিষ্ঠুর পতি, তোমা হইতে এ দুর্গতি,
ধর্ম্মপথে রাখ মতি, আঁখিতে না হেরিলে বারেক হে
আঁখিতে না হেরিলে বারেক।
কিবা দোষ কি কারণ, পাষাণে বাঁধিলে মন,
করিলে নির্ঘাত পণ, পাশরিলে সকলি সাবেক হে।
পাশরিলে সকলি সাবেক॥
আমি দীনা কুলবালা, সই বল কত জ্বালা,
হই সদা ঝালাপালা, নই কি তোমার ধর্ম্মদাসী হে।
নই কি তোমার ধর্ম্মদাসী।
তবে বল কোন প্রাণে, শুনিয়া না শুন কানে,
দিবে গলে কেবা জানে, সতিনী যন্ত্রণারূপ ফাঁসী হে।
সতিনী যন্ত্রণারূপ ফাঁসী॥

দুঃখ কব কার কাছে, এখন পরাণ আছে,
দিবানিশি ভাবি পাছে, হারাই সতীত্ব রত্ন মণি হে।
হারাই সতীত্ব রত্ন মণি।
তুচ্ছ করি সর্ব্ব দুঃখ, দুঃখেরে মানিয়া সুখ,
নিবারি সুখের ভুখ, জান তো সকলি গুণমণি হে;
জান তো সকলি গুণমণি॥
সতিনীর জালাপালা, মাথা মণিময় মালা,
সে বরঞ্চ ভাল জ্বালা, এ যে দেখি বড় সর্ব্বনাশ হে।
এ যে দেখি বড় সর্ব্বনাশ।
সতীর সর্ব্বস্ব যাহা, চোরে চুরী করে তাহা,
না হেরি উপায় যাহা, শূন্য ঘরে ভূতে করে বাস হে।
শূন্য ঘরে ভূতে করে বাস॥
বারেক সদয় হও, আসি দুটো কথা কও,
এ ঘরে তিলেক রও, তবে যায় ভূতের উৎপাত হে।
তবে যায় ভূতের উৎপাত।
গুরুজন সমুদয়, তাঁদের এ ধন নয়,
কি জন্যে হইবে ভয়, কেন এত কর পক্ষপাত হে;
কেন এত কর পক্ষপাত॥
দুরাশয় গুরুজন, করিতেছে নিপীড়ন,
ওহে অবলার ধন, প্রাণধন! কর পরিত্রাণ হে।
প্রাণধন! কর পরিত্রাণ।
সকল উৎপাত হর, সতীর কল্যাণ কর,
ওহে কান্ত দয়াকর; দোহাই দোহাই রাখ মান হে।
দোহাই দোহাই রাখ মান॥

শুনিয়াছি শাস্ত্রে কয়, গুরু নিন্দা ভাল নয়,
অন্তে অধোগতি হয়; অতএব মনে পাই ভয় হে।
অতএব মনে পাই ভয়।
কিন্তু ঋষিগণ কন, গুরু যদি দোষী হন,
বলিবেক সে বচন, তাই বলি প্রাণে নাহি সয় হে।
তাই বলি প্রাণে নাহি সয়॥
কৃষ্ণলীলা ভাল বটে, গোস্বামির শাস্ত্রে রটে,
কিন্তু কিছু পাপ ঘটে, যদ্যপি না হই সাবধান হে।
যদ্যপি না হই সাবধান।
যদি হয় কাঁচা মেয়ে, পামরে গোঁসাই পেয়ে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম সব খেয়ে, তাহারা না পায় পরিত্রাণ হে।
তাহারা না পায় পরিত্রাণ॥
গোসাঁই কসাই প্রায়, কুলবধূ ধরে খায়,
ধর্ম্মপানে নাহি চায়, এতো দেখি বড় ঘোর দায় হে।
এতো দেখি বড় ঘোর দায়।
দুঃখ কই কার ঠাঁই, দেশে আর হিঁদু নাই,
কিরূপে নিস্তার পাই, দেহ ছাড়ি দেহী না পলায় হে
দেহ ছাড়ি দেহী না পলায়॥
কে দেয় ইহার সাজা, নিজে গোখাদক রাজা,
মনস্তাপে হই ভাজা, প্রজাকুল আকুলহৃদয় হে;
প্রজাকুল আকুলহৃদয়।
এ সময় দয়াময়!, যদি তব দয়া হয়,
তবে সব দিক রয়, দূর হয় এ বিষম ভয় হে।
দূর হয় এ বিষম ভয়॥

সপত্নী নাটক।

(হরিপ্রিয়ার শয়নাগার)

(হরমণির প্রবেশ)

হরমণি। (হরিপ্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া, সাহংকারে)। মা! শুনেছিস্ গা' ঢং শুনেছিস্? সং দেখ্যে দেখ্যে আর বাঁচিনে যে! জ্বলে জ্বলে, মলেম! গুরু, মনে ধর্ল্যে নি; আবার একটা কান্ করেছেন! (ক্ষেমাকে লক্ষ্য করিয়া)। মর্ ডেক্‌রা মাগী; বাপ্ কোল্যে মেয়ে পেয়েছে!—আর সওয়া যায় না! "মা মরে ক্ষীরের জন্যে, ঝী মরে নাশের জন্যে!"।

হরিপ্রিয়া। (সবিরাগে)। মরুক্ মেনে! ক্ষেমী ভাই এতক্ষণ আমাকে জ্বলাচ্ছেল; আমি অমনি গায়ের রাগ্ গায়ে মেরো মেরে, চুপ্ করে রৈলুম, আর কিছু বল্লুম না।

হরমণি। (ব্যস্তভাবে)। কিছু না বলাও কি ভাল হয়েছে? গোসাঁই শুনলে এখন জ্বল্যে উঠবেন; মনে কত দুঃখু কর্বেন; আহা! তিনি কি এমন লোক গা! দেখ্‌লে চক্ষুঃ জুড়োয়; এই যে আমি তাঁকে নিয়ে কত রাত্রি পর্য্যন্ত কত মন্তর শিখি; কত উপকথা কই, তাঁর মুখের পানে চেয়ে কত শাস্তরের কথা শুনি; এত কি চলয়ে থাকি? কর্ব্বো কি বল? "খাট ভাঙ্গিলেই ভুঁই শয্যা" ডাকের কথাই পড়্যে রয়েছে; তা হলেই কি এত চলাতে হয় গা! না, এত লোক হাসাতে হয়! আমরাও তো সব হলোম কুলীনের মাগ; স্বামী কেমন সামিগ্রী, কাল কি ধলো ভাল করে চখেও দেখি নে! আমরা কি আর পোঁদেকাপড় দি না গা! না কাল্ কাটাই না!—এত কেচক্যে কেচক্যে উঠি! "নেঁয়ের কুকুর পাতে ভোজে!!"।

হরিপ্রিয়া। চুপ্ কর মা! ও, যা করে করুক, মরুক্! আমাদের আর ও কথা শুনেই কায নি। কর্ত্তা শুনে আবার বেজার হবেন। ওর এক কালও নেই, পরকালও নেই। ও, হিঁদেদেরই কোটো মন্দ। [illegible] নিত্যি নিত্যি আর ও সকল ভাল লাগে না। [illegible] শিক্ষয় পোঁদদো [illegible] মরি!!!

(গোঁসাইকে সম্বোধন করিয়া) (১)

[illegible] শোনো মা আমার, [illegible] তোমরা। তুমি আর [illegible] অসাধী [illegible] ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ আছে? [illegible] কথা লিখেছে ;— "অর্ গুণ নেই, বর্ গুণ আছে"!!

(রসিককৃষ্ণ গোস্বামির প্রবেশ) (২)

রসিক। (করজোড়ে [illegible] ভাবে) রাধে! রাধে! তোমার ইচ্ছা! (হরিপ্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া) কোথা গো গিন্নি মা! কোথা গো [illegible] (গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া) গিন্নি কোথা গো! [illegible] প্রেমময়! তব কিঙ্করোঽহং। (দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ)।

হরিপ্রিয়া। (ব্যস্তভাবে) এসো এসো গোঁসাই! এসো, বসো বসো। (আসন প্রদান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে প্রণিপাত)।

---

(১) ভূধর বাবুর নববিবাহিতা পত্নী।

(২) গুরু গোঁসাই।

হরমণি। (হাস্য বদনে)। এই যে গোসাঁই দাদা। (গললগ্নভাবে গলে অঞ্চল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত)।

রসিক। (সন্তোষে সম্পূর্ণমনে)। প্রেমময়ি! চিরসন্তোষ কর; মানময়ি! চিরসম্মানে রাখ। (হাস্য বদনে উপবেশন)

হরমণি। (হাস্য বদনে)। মানময়ীর যে বড় মান শুনতে পাচ্ছি;—গুরুভক্তি কেমন দেখ্‌ছ?।

রসিক। (ঈষৎ হাস্যবদনে)। রাধে! রাধে! ছেলে মানুষ, এখনও বড় বুদ্ধি শুদ্ধি হয় নাই; হইবে, ক্রমেই হইবে। "সবুরে মেওয়া ফলে!"—"ভগ্ন ভাত ফুঁক দিয়া খেতে হয়!!!।"

হরিপ্রিয়া। (বিরক্তভাবে)। হর! কই? গোসাঁইকে যেন ফল দিলি গা! কথা গোল্যে তোদের কি আর কিছুই মনে থাকে না!। বলে 'সবাই থাকে রঙ্গে, বুড়ী মরে সঙ্গে সঙ্গে!!!।'

হরমণি। (সবিস্ময়ে)। ওমা! বটে তো, ভুলে মরেছি গো! কই? আমার পৈতে দাও। (ফল গঙ্গাজলসহ, হাতে হাতে ফল যজ্ঞ সূত্র ও কড়ি প্রদান)।

রসিক। (রোমাঞ্চগাত্রে হাস্যবদনে হরর চক্ষে চক্ষুঃ মিশাইয়া জনান্তিকে)। আ!!!— চোরের রাত্রিবাস!!। (ফলগ্রহণ পূর্ব্বক প্রকাশে)। প্রেমময়ি! প্রসন্না হও; (হরকে সম্বোধন করিয়া) লক্ষ্মি! যেমন হাতে হাতে ফল দিলে, তেমনি হাতে হাতেই ফল পাইবে।

হরিপ্রিয়া। (বিরাগে)। হর! ও কি কচ্ছিস্ গা? তোরে

কি একবারে বল্লে হয় না গা! ছোট বৌমাকে নিয়া ফল দেওয়ানা।

হরমণি। আয় লো ছোট বৌ! ফল দেসে?।

(ফল প্রদান)।

রসিক। (হস্তে হস্তে ফল গ্রহণ করিয়া)। এসো, কৃষ্ণে মতি হউক। (আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান)।

রামব্রহ্ম। (জয়শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া); হঁ, কি কহিতেছিলাম মহাশয়? (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)। হাঁ!—আর আপনারা ইহাও চিন্তা করিয়া দেখুন, সংসারে সকল লোকেই কিছু এককালে এমন বিদ্বান্ হয় না যে বিশ্বরূপ পুস্তক দৃষ্টি করিয়া ঐ শ্বরিক নিয়ম সকলই অবগত হইতে পারে ও তদনুগামী হইয়া চলিতে পারে। ইহাও জগৎকর্ত্তার এক প্রকার অভিপ্রায় বটে, সংশয় কি? তবেই স্থির করুন, পৌত্তলিক ধর্ম্মের সার্থকতা আছে কি না?

প্রতাপ। ভাল মহাশয়! পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিয়মের বিলক্ষণ তাৎপর্য্য আছে বটে বুঝিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই পৌত্তলিক ধর্ম্মনিয়ম, সম্প্রদায় ভেদে ও দেশ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ হইবার তাৎপর্য্য কি?।

রামব্রহ্ম। হাঁ, জিজ্ঞাস্য বটে। কিন্তু উত্তরকল্পে স্থিরচিত্তে চিন্তা ও বিবেচনা করুন, যদি এক বিষয় উদ্দেশে পাঁচজনে স্বতন্ত্রং পাঁচটী রচনা করা যায়, তবে কি সেই পাঁচটী রচনাই সমান হয়? সকলেরই উদ্দেশ্য স্থির থাকে বটে, ফলিতার্থ, প্রক্রিয়া অবশ্যই প্রভিন্ন হইয়া পড়ে। শাস্ত্রেও নির্দ্দেশ আছে " ভিন্নরুচি র্হি লোকঃ, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন

ভিন্ন প্রকৃতি। আর, দেশ বিশেষে আয়ুস্থাপক বায়ুরও গতি বিশেষ আছে, ইহাও উহার এক প্রধান কারণ হইতে পারে।

যাদু। ভাল ব্রহ্মচারি মহাশয়! পৌত্তলিক ধর্ম্মনিয়ম মান্য করিয়া চলা কি ভাল? তাহাতে কি জগদীশ্বরের আরাধনা করা হয়? এবং সুকৃতি জন্মে?।

জয়শঙ্কর। (হাস্যবদনে)। ও কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক কেন হে? ব্রহ্মচারি মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে তো ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অহহ! কি আশ্চর্য্য! মহাপুরুষ ব্রহ্মচারি মহাশয়ের প্রসাদে দিব্য জ্ঞান পাইলাম।

পরাৎপর পরব্রহ্ম বিশ্ব বিরচক।
দ্বিতীয় রহিত সনাতন প্ররোচক॥
গড্ বল, জোহোভ্ বল, বল জুপিটর্।
খোদা বল, আল্লা বল, বল বা ঈশ্বর॥
সকলি তাঁহার সংজ্ঞা তিনি বিশ্বময়।
কি ফল করিয়া বল, বিকল্প সংশয়॥
কেহ তাঁরে জিয়োভা জিয়োভা বলি স্মরে।
কেহ বা জিয়োভা নামে সদা দ্বেষ করে॥
অদ্ভুত তাঁহার মায়া ছায়াবাজী সম।
কায়াবাজী করে জীব বহে শুধু ভ্রম॥
খ্রীষ্ট আর কৃষ্ণ নামে ভেদ জ্ঞান যার।
তারেই পাষণ্ড বলি পাষণ্ড কে আর॥

পুরুষপ্রধান তিনি প্রকৃতিপ্রধান।
রচিতে প্রকাণ্ড বিশ্ব বহুরূপ ভান॥
রাধা নামে বাঁধা যিনি রশ্মিধারি প্রেমে
সীতা নামে প্রকাশিতা পৃথিবীর ক্ষেমে॥
বৃন্দাবনে বনে বনে বাজাইয়া বাঁশী।
মজান গোপের কুল কংস বংশ নাশি॥
জনকের গৃহে শুধু জনকের ধারে।
রামরূপে রাবণের করেন উদ্ধার॥
বার বার কত বার কত লীলা তাঁর।
কে যাইতে পারে পার, অপার সংসার॥
স্থল জল ব্যোম বহ্নি বায়ুরূপী তিনি।
না চিনে তাঁহারে কিন্তু সবে বলে চিনি॥
কেহ বলে বাড়ী তাঁর বৃন্দাবন ধামে।
কেহ বলে মক্কাবাসী মহম্মদ নামে॥
কেহ বলে তাঁর বাস জুড়িয়া নগর।
কেহ বলে জালিম সিংহ ধরাধর॥
কেহ বলে দেখিয়াছি পুরীমাঝে আমি।
জগন্নাথ নামে তিনি উড়িষ্যার স্বামী॥
কেহ কয় সেতো নয় তাঁহার নিলয়।
কালীঘাটে তাঁর সঙ্গে সদা দেখা হয়॥
কেহ কয় তিনি হন পঞ্জাবের পতি।
ধরিয়া নানক নাম করেন সম্প্রতি॥

তা নয় তা নয় বলি আর জন কয়।
ভৈরব তাঁহার নাম ভোটান্তে নিলয়॥
নামাগুরু নামে তিনি মর্ত্ত্যমূর্ত্তি ধরি।
তরান্ তারকব্রহ্ম মর্ত্তে অবতার॥
কেহ বলে চন্দ্রনাথে বিরাজেন তিনি।
সে দেশে আমার বাস আমি ভাল চিনি॥
কেহ কয় তাতো নয় কাশী তাঁর বাস।
কেহ বলে গয়া কিম্বা প্রয়াগে নিবাস॥
কেহ বলে আকাশে বিকাশমান তিনি।
ঝড় জল আলো অন্ধ রৌদ্র সৌদামিনী॥
এইরূপে লোক সব করয়ে বিবাদ।
ফলতঃ নির্ব্বাদ তিনি বিবাদ কি বাদ॥
যাহা বলি এ সকলি তাঁহার বিকার।
মনে লয় বিশ্বময় তিনি বিশ্বাধার॥
পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ ভুজঙ্গ।
সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার অঙ্গ সব তাঁর রঙ্গ॥
মর্ত্তে এ সকল ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
হইয়াছিলেন নিজে দশ অবতার॥
মীনরূপে তিনপুরী তরান্ তারক।
ত্রিদশপ্রধান তিনি ত্রিতাপ হারক॥
এইরূপে করিলেন বেদের উদ্ধার।
হইল ধরণী ধামে ধর্ম্মের সঞ্চার॥
দীননাথ দ্বিতীয় রূপেতে অবতরি।
ভাসেন কারণ জলে পৃষ্ঠে ধরা ধরি॥

কর্ম্মভূমি রক্ষা হেতু কূর্ম্মরূপ তাঁর।
অক্লেশে ধরেন এই ধরণীর ভার॥
বিশাল বরাহরূপ বরাভয় রূপ।
উদ্ধার করেন বিশ্বরূপ ধর্ম্মকূপ॥
নৃসিংহ আকার তিনি করিয়া স্বীকার।
হিরণ্য কশিপু বধি হরেন ভূভার॥
বলিকে ছলেন তিনি হইয়া বামন।
রামরূপে করিলেন রাবণ নিধন॥
পরশু লইয়া করে ভৃগুবংশে ধাম।
কোন রূপে করিলেন ক্ষত্রিয় সংহার॥
গোকুলে গোপের গৃহে আর রূপ ধরি।
করেন মানবী লীলা আহা মরি মরি॥
বুদ্ধরূপে সুকর্ম্ম করেন ভেদাভেদ।
কে জানে তাঁহার তত্ত্ব জানে শুধু বেদ॥
সম্ভল গ্রামেতে বিষ্ণুযশার আলয়।
কল্কিরূপে বার বার করেন প্রলয়।
কে চিনে তাঁহারে বল কে চিনে তাঁহায়।
ভোজবাজী সম বাজী এ যে চিনা দায়॥
বার বার কত বার এইরূপ খেলা।
এ খেলা খেলিতে তাঁর নাহি অবহেলা॥
এ সব দেখিয়া জীব ভাব বুঝ ভাবে।
সারাংশ গ্রহণ কর, জ্ঞানী হবে তবে॥
খাদ্যাখাদ্য বিচার আছয়ে যত আর।
বলিতে বিস্তার হয় প্রস্তাব বিস্তার॥

অতএব লোক সব সম্প্রদায় হয়ে।
সুখে কাল কাট সম্প্রদায় ধর্ম্ম লয়ে॥
সম্প্রদায় ধর্ম্ম হয় সুখের আকর।
অনায়াসে হবে পার সংসার সাগর॥
অন্যথা সংকোচ কিম্বা সন্দেহ সংশয়।
কর মন বিসর্জ্জন হইবেক জয়॥
এটা ওটা সেটা বৃথা ভাব ক্রমে ক্রমে
বৃথা শ্রম বয়ঃক্রম কাট বৃথা ভ্রমে॥
ধরিয়া করালমূর্ত্তি এই বিশ্বপতি।
সুকৃতি বুঝিয়া অন্তে করিবেন গতি॥
শেষের সে দিন বড় ভয়ঙ্কর দিন।
একবার ভাব মন হইয়া প্রবীণ॥
ভাই বন্ধু সুত দারা তারা নয় কেহ।
যতই যতন কর না রবে এ দেহ॥
আত্মীয় স্বজন কেহ সঙ্গে নাহি যায়।
সুকৃতি সহায় তথা সুকৃতি সহায়॥

(নেপথ্যে মহান্ কল কল)

অভিপ্রায়।

গান।

রুক্ম। ও মা! সে কি? সে কি? সর্ব্বনেশ্যে মেয়ে একি।
কাণে শুনি নাই, এমন বালাই,
সোণার সংসার হৈল মেকি॥

মর্ মর্ পোড়ামুখী, এত কি হইলি দুখী।
সতিন কি আর, হয় নাই কার,
জান না তুমি কি কিছু খুকী?॥

কি হলো রে সর্ব্বনাশ, ও মা! তুই কোথা যাস্?।
ধর না, ধর না, বারণ কর না,
এখন আছে গো বুঝি প্রাণ?॥

তত্ত্ব না করেন রাজা, কে ইহার দেয় সাজা।
বাবারে কি কব, কতই বা সব,
দুঃখানলে হইয়েছি ভাজা॥
(জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের খড়কি পুষ্করিণী)

(হরিপ্রিয়া, হরমণি, ক্ষেমঙ্করী ও ভবদেবের (১) প্রবেশ)

হরিপ্রিয়া। (ক্রোধ বিস্ময়ে)।
ও মা! ও মা! সে কি? সে কি? সর্ব্বনেশে মেয়ে এ কি।
কানে শুনি নাই, এমন বালাই,
সোনার সংসার হেন দেখি॥

হরমণি। (আক্রোশে দন্তকড়মড়ি করিতে করিতে)।
মর্ মর্ পোড়ামুখী, এত কি হইলি দুখী।
সতিন কি আর, হয় নাই কার,
জান না তুমি কি কিছু খুকী?॥

(১) ভূধর বাবুর কনিষ্ঠ

ক্ষেমা। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে)।

কি হইল রে সর্ব্বনাশ, ও মা! তুই কোথা যাস্।
ধর না ধর না, বারণ কর না,
এখন আছে গো বুঝি শ্বাস? ॥

জয়দেব। (বিষাদে)।

তত্ত্ব না করেন রাজা, কে ইহার দেয় সাজা।
বাবারে কি কব, কতই বা সব,
দুঃখানলে হইতেছি ভাজা ॥

(জয়শঙ্করের বহির্ব্বাটী)

ব্রহ্মচারী। (কর্ণদ্বয় উন্নত করিয়া, জয়শঙ্করকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিস্ময়ে)। কিএ? কিএ মহাশয়!—অন্তঃপুর মধ্যে এ গোল কেন?।

(সকলে চকিত ও উর্দ্ধকর্ণ)

জয়শঙ্কর। (চকিত ভাবে)। কিএ? (সকলকে সম্বোধন করিয়া সত্বর)। মহাশয়েরা বসুন, আমি আসিতেছি। (অন্তঃপুরাভিমুখে তাড়াতাড়ি প্রস্থান)।

(খাটক্কিক সরোবর)

সৌদামিনী। (গলাধঃ সলিলে দণ্ডায়মানা, কলসী হস্তে দরদ-রিত ধারায় রোদন করিতে করিতে স্বগত)। হা! পতি মুখ চাহি-লেন না! দুঃখ দূর করা দূরে থাকুক, আরোই দুঃখ বাড়াইতে

লাগিলেন, এবার যখন চাকুরী স্থলে গমন করিলেন, কথার কথাটাও বলিয়া গেলেন না! হা! পোড়াকপালীর কপাল! অতঃপর প্রাণনাথের বচন দরিদ্রতাও আরম্ভ হইল রে! হায় হায়! আরও কি এ পাপিষ্ঠ জীবনের ভার বহন করিতে আছে!

পতিব্রতা ধর্ম্ম, নারীজাতির পরম ধর্ম্ম। অধিক কি? অবলাবলীর তাহাই বল, তাহাই বুদ্ধি, তাহাই ভরসা, তাহাই রূপ, তাহাই গুণ, তাহাই যৌবন এবং তাহাই ইহ পরত্র পরিত্রাণের একমাত্র হেতু। শাস্ত্রে বলে, পতি, কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, বধির, মূক, পঙ্গু, যাহাই হউন না কেন? একাগ্র মনে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে পারিলেই নারী, পরলোক জয় করিতে পারে, সংশয় নাই। হা! এ দুর্ভাগিনী, কন্দর্পের মত পতিরত্ন পাইয়াও মন যোগাতে পারিল না! হায় হায়! বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়!!!

হা! কান্ত, হতভাগিনীর প্রতি যেরূপ একান্ত বিমুখ দেখিতেছি; আর, পৃথিবীর যেপ্রকার অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভাব দেখি, ইহাতে সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিতে পারিব, ইহাও বিশ্বাস হইতেছে না। অতএব এই দণ্ডেই মরণ, আমার পক্ষে মঙ্গলকর!!!

হা! শুনিয়াছি অপঘাত মৃত্যু হইলে মহাপাপ হয়, কিন্তু ইহাও আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে ধর্ম্ম রক্ষা নিমিত্ত অধর্ম্ম করিলে সে অধর্ম্মও ধর্ম্মাধিক হইবেক, সংশয় মাত্র নাই। না হয়, আমার এ অধর্ম্ম, পরমেশ্বর অবশ্য ক্ষমা

করিবেন। আমি মেয়ে মানুষ; তথাপি আমার এটী বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যে, সতীত্ব রক্ষা করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, সন্দেহ নাই। অতএব আমি তাঁহার অভিপ্রায় রক্ষা নিমিত্তই অবঘাত করিতেছি। (ক্ষণেক চিন্তা)। আত্মরক্ষা করাও তাঁহার অভিপ্রেত বটে; কিন্তু বিবেচনা করিতেছি, যদিই সতীত্ব রক্ষা করিতে না পারি, তবে আর আত্মরক্ষা করা কই হয়, শেষে কি ছকূল হারাইয়া অকূল মহাপাপ সাগরে ভাসিব!!!! না, না, সে কথা কিছু নয়, অথবা ঠিক্ বুঝিতেই পারিতেছি না, যাকউক, ঠাকুর! তুমি এ হতভাগিনীর এ মহাপাপ ক্ষমা করিও!—ক্ষমা করিও!। ঠাকুর! ক্ষমা করিও!—ক্ষমা করিও!। দোহাই! দোহাই!—দোহাই! পতিত পাবন, সনাতন!!!!।

(হিংস্র জলজন্তুগণকে সম্বোধন ও রোদন)

অরে গম্ভীর জলশায়ি কুম্ভীরাদি জন্তুগণ! আমি পাপিনী, তোরা পাপ ভয়ে আমাকে স্পর্শ করিতে অনিচ্ছা করিস্ না। আমি জন্মান্তরীন পাপে পাপিনী বটি, কিন্তু ইহ জন্মে পাপ কাহাকে বলে, জানি না। যদি তাহাই হইবে, তবে কেন প্রাণত্যাগ করিব বল্? পাপ স্বীকার করিলে এখনি সুখ হয়;—পাপিষ্ঠ লোকেরা আমার যৌবন পান করিবার নিমিত্ত অঞ্জলি বাঁন্দিয়া চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে!!!!। হা! কি হইল কি হইল! কেন সংসারে আসিয়াছিলাম! জন্ম বিফল করিলি রে নির্দ্দয় পাপিষ্ঠ নরাধম!!!! (পতিকে উদ্দেশ রোদন)।

(সুশীলা দেবর জয়দেবকে উদ্দেশ করিয়া)

হা ! ঠাকুর জয়দেব ! এ সময়ে তুমি কোথায় রহিলে ! তোমার বড় বৌ জন্মের মত বিদায় হয়, একবার দেখা দিলে না ! হা ! বাছা ! তুমি জ্ঞানবান হইয়াছ ; শুনিয়াছি, সকলে বলে, লেখাপড়ায় মূর্ত্তিমান হইয়াছ ; সেই জন্যেই আমাকে বড় ভাল বাসিতে ! মা মা বলিয়া ডাকিতে ! হা ! এখন তোকে মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায় যে রে ! তুমি আমাকে মা বলিতে বলিয়া ঠাকুরঝীর কাছে কত গালি খাইয়াছ ; হা ! বাছা ! এ হতভাগিনীর জন্যে কত দুঃখ পাইয়াছ রে ! এ-সময়ে একবার তোমার চাঁদমুখ দেখিতে পাইলাম না ! ! ! ।

হা ! বাছা ! তুমি আমার জন্যে কাঁদিও না ! এখন, তুমি মা লোকেন্দ্রের প্রিয় হইতে পারিবে ! কর্ত্তা ও সুশীলা, তাঁহাদের অনুগত হইয়া চলিও ! ! (ক্ষণেক চিন্তা) ! বাছা, তোমার সকল আপদ দূর হউক ! ! ! ।

হে জগদীশ্বর ! আমার মা, বাপ, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি পিতৃকুলে স্বজন জনমাত্র নাই, (ক্ষণেক চিন্তা) ; যে এক ভাই আছেন, তিনি কখন কাহারো মুখেও তত্ত্ব করেন না । অত-এব এখন আমি এই মনে করিতেছি, অনেক দিনের পর যেন বাপের বাড়ী চলিলাম. দেখো ঠাকুর ! তুমি জগ-তের পিতা, যেন আমাকে অনাদর করিও না, দোহাই ! দোহাই !—দোহাই বিশ্বপিতা ! যেন পথেও কোন বিঘ্ন না ঘটে ! ! ! । (রোদন) ;

(ক্ষেমাকে উদ্দেশ করিয়া)

মা ক্ষেমা গো! আমি তোমাকে ফাঁকী দিয়া চলিলাম! আমার বিছানার নীচে গহনাগুলি রহিল, লইয়া কাশীবাস করিস্!!! (ক্ষণেক চিন্তা)। আমার ভবদেবকে কিছু দিস গো!!! (রোদন)।

হা! এইবার পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলাম!!

(গলে কলসী প্রদান)

(তীর হইতে)

হরিপ্রিয়া। (উচ্চৈঃস্বরে)। ওরে!—এ কি সর্ব্বনেশো মেয়ে রে! দেশ বাঁধাতে বস্যেছে!!! আ মর্! ও কি লো! ওঠ্ ওঠ্। অাঁ!—সতীর সাত বুদ্ধি, ছিনালের ছত্রিশ বুদ্ধি!!!।

হর। (আক্রোশে)। মর্‌! এ কি করে রে! আ মর্! খাগুাত! আবার একটা সোগ্ তুলেছ? ঝাটার বাড়ী মেরো যমের বাড়ী পাটাব না?! বিষ ঝাড়্বো এখন, জান না?। মা! বাবাকে ডাক্‌তো গা!!! "আপনার বেলা অাঁটী সাঁটী, পরের বেলা দাঁত কপাটী!!!।

ভবদেব। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে)। ওমা। তুই কোথা যাস্ গো!!!। (জলে ঝম্প দিতে উদ্যত)।

হর। (ভ্রাতাকে ধরিয়া ব্যস্তভাবে)। রোস্‌না রে! আগে বাবা আসুন! তুই কোথা যাবি—যেঁ্য:—কি মা রে! ময়না মাগী!!!।

ক্ষেমা। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে)। ওমা! তুই কোথা যাস্ গো! কি করিলি গো!!!!

(জলে ঝম্প প্রদান)

জয়শঙ্কর। (সকলকে যথাযোগ্য ভর্ৎসনা করিতে করিতে জলে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক বিবিধরূপে শুশ্রূষা করিতে করিতে ক্ষেমা ও ভবদেবের শরীরদ্বয়কে গৃহে আনয়ন, গঙ্গাধরের রক্ষা এবং বহির্ব্বাটীতে আগমন)।

ভবদেব (বাষ্পাকুল লোচনে বহির্ব্বাটীতে আগমন)।

তৃতীয় অঙ্ক ও প্রথমভাগ সম্পূর্ণ।

শুদ্ধি পত্র।

১ ম, অঙ্ক

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
বর্জ্জিবে	বর্ণিবে	১	১
প্রণমিমি!	প্রণমিনি!	৪	১
বল	বন	৬	৬
বর্জ্জিব	বর্ণিব	৭	১৭
প্রণমিমি!	প্রণমিনি!	৮	৮
অড়মড়	অড়বড়	৯	১০
নিঃস্বপ্ন	নিঃশব্দ	৯	৪
জ্যোৎস্নালোকে,	জ্যোৎস্নাসদৃশ হাস্যালোকে	১১	১১
বষন	বচন	১২	১৩
অকরাণ	অকল্যাণ	১২	১২